শিক্ষক সহায়িকা

# জীবন ও জীবিকা

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিজয় উল্লাস : ১৯৭১

১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) জনগণ সর্বপ্রকার অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন এবং ২৬শে মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান, শিশু-কিশোরসহ সর্বস্তরের জনগণ। পাকিস্তানি সেনাদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার ২ লাখের অধিক মা-বোনের ত্যাগ এবং ৩০ লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ। বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের প্রথম দেশ, যে দেশ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

# শিক্ষক সহায়িকা

# জীবন ও জীবিকা

ষষ্ঠ শ্রেণি

**(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)**


**রচনা ও সম্পাদনা**

মোঃ মুরশীদ আকতার
মোসাম্মৎ খাদিজা ইয়াসমিন
সৈয়দ মাহফুজ আলী
ড. প্রবীর চন্দ্র রায়
মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম
শাকিল আহমেদ
মোঃ সিফাতুল ইসলাম
মোহাম্মদ আবুল খায়ের ভূঁঞা



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত



[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]



প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৩

**শিল্পনির্দেশনা**
মঞ্জুর আহমদ

**চিত্রণ**
প্রমথেশ দাস পুলক

**প্রচ্ছদ**
প্রমথেশ দাস পুলক
নূর-ই-ইলাহী

**গ্রাফিক্স**
নূর-ই-ইলাহী


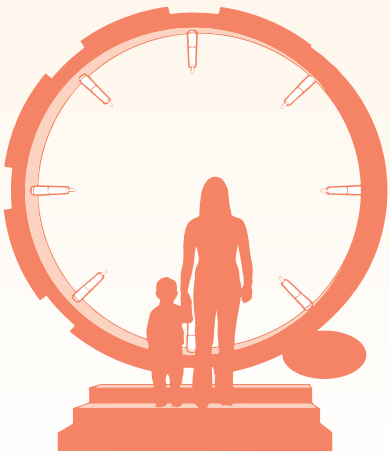


**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য**

**মুদ্রণে:**

# প্রসঙ্গকথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে এর বাইরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

**প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম**
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# ভূমিকা

অনেক দৃশ্য আমাদের মন ভালো করে দেয়। এই যেমন, পাখিরা যখন ডানা মেলে আকাশে ওড়ে, তখন ওদের কত সুখী ও নির্ভার মনে হয়। তখন আমাদেরও ইচ্ছা করে, ওদের মতো ডানা মেলে উড়তে! ছোটবেলা থেকে এ রকম কত অদ্ভুত ও মজার স্বপ্ন আমাদের মনের আকাশে উঁকি দেয়। আমরাও চাই জীবনকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আনন্দময় করে তুলতে। এমন কাজের সাথে নিজেকে জড়াতে, যা করতে ভালো লাগে। চাই আগামী দিনগুলোতে সুন্দর ও নিরাপদভাবে বাঁচতে। এসব প্রত্যাশাকে সামনে রেখে এবারের শিক্ষাক্রমে 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সময়ের স্রোতে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আমাদের অনেক পরিবর্তন এসেছে। পরিবারের মা-বাবাসহ অন্যান্য সবার ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। ফলে ছোটবেলা থেকে আমাদেরকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে হবে। আমাদের শিক্ষার্থীরা স্বাবলম্বী হাওয়ার জন্য, কীভাবে আনন্দ নিয়ে কাজ করতে পারে, নিজের জীবনের ইতিবাচক দিক গুলোর সাথে পরিচিত হতে পারে এবং নিজেকে সুন্দর ভাবে টিকিয়ে রাখার কৌশল রপ্ত করতে –তাই এখানে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। জীবন ও জীবিকা বিষয়টিতে আগামী দিনগুলোতে জীবিকার জন্য যেকোনো কাজের আনন্দময় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। একই সাথে আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠে, সেভাবেই এই বিষয়টির নকশা করা হয়েছে। আমরা আশা করি, 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়টির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে নিজের জীবনের ইতিবাচক দিকগুলোর সাথে পরিচিত হবে। একইসাথে আগামী দিনে নিজেকে সুন্দরভাবে টিকিয়ে রাখার কৌশলগুলো রপ্ত করতে পারবে। তাছাড়া অনাগত দিনগুলোতে জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলোর পরিচর্যা ও অনুশীলন করতে পারবে। যেকোনো কাজে আনন্দময় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যেন দক্ষতা অর্জন করা যায় এবং শিক্ষার্থীরা যেন দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, সেভাবে বিষয়টির নকশা করা হয়েছে।

এর সফলতার জন্য সবার ইতিবাচক অংশগ্রহণ জরুরি। সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণেই সম্ভব সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| জীবন ও জীবিকা: বিষয় পরিচয় | ১-১০ |
| কাজের মাঝে আনন্দ | ১১-২৬ |
| পেশার রূপ বদল | ২৭-৩৫ |
| আগামীর স্বপ্ন | ৩৬-৫৩ |
| আর্থিক ভাবনা | ৫৪-৬৭ |
| আমার জীবন আমার লক্ষ্য | ৬৮-৭৬ |
| দশে মিলে করি কাজ | ৭৭-৮৭ |
| স্কিল কোর্স (কুকিং-১ এবং চারা রোপণ ও তার পরিচর্যা) | ৮৮-৯৫ |

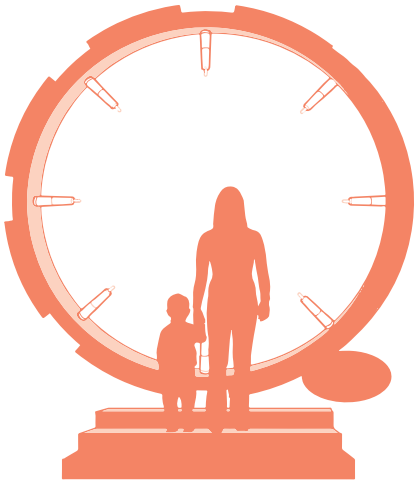

# জীবন ও জীবিকা

## বিষয় পরিচয়

এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

নতুন প্রজন্মকে নিরাপদ বিশ্ব উপহার দেওয়ার দায়ভার আমাদের। ভবিষ্যতের অচেনা পৃথিবীতে তারা যেন সুন্দরভাবে পথ চলতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা আমাদের দায়িত্ব। এই লক্ষ্যে এমন একটি নতুন ভ্রমণ শুরু করতে যাচ্ছি, যেখানে আমরা শিক্ষকরাই হলাম মূল চালক বা ড্রাইভার।

বাংলাদেশের ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পবিপ্লব, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ইত্যাদির সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তনশীল বিশ্বে টিকে থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার উন্নয়ন ঘটানো আবশ্যক। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থা ও বিশ্বের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ইতোমধ্যেই 'জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আলোকে প্রণীত শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের যেসকল যোগ্যতা আবশ্যকীয়ভাবে অর্জন করতে হবে, তা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে যোগ্যতাসমূহ অর্জন করার জন্য নতুন করে বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়ের ধারণায়ন সম্পূর্ণ নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে। 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়টি জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ -এ একটি অন্যতম বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

'জীবন ও জীবিকা' বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ জীবনে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জীবন দক্ষতা অর্জন করবে, সেই সাথে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

এই বিষয়টিতে শিক্ষার্থীরা শুধু বিষয়বস্তু পড়ে মনে রাখার চেষ্টা করবে তা নয়; বরং হাতে-কলমে কাজ করে একদিকে যেমন তাদের জ্ঞান অর্জন অব্যাহত রাখবে; একইসাথে সরাসরি বিভিন্ন ধরনের কাজ শিখে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ ঘটাবে। এই শিক্ষক সহায়িকায় শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে কাঙ্খিত যোগ্যতাসমূহ অর্জন করাবেন, তার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এখানে, শিক্ষক একজন সহায়তাকারী হিসেবে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করবেন। তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য ও তত্ত্ব উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিবেন এবং নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করানোর জন্য যেসব অভিজ্ঞতার নকশা বা ডিজাইন করে দেওয়া আছে, তার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। আমরা আশা করছি, 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা যথাযথভাবে অনুসরণ করে, শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীদের কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষক কার্যকর সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হবেন।

এই বিষয়টির প্রতিটি অধ্যায়ে/অভিজ্ঞতায় বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদা অনুযায়ী জীবন ও জীবিকার সন্ধানে যেসব যোগ্যতা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য অর্জন করা জরুরি, সেগুলোকে অভিজ্ঞতামূলক শিখনের মাধ্যমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে খুব সূক্ষ্মভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনোজগতে আত্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, যা একটি সুস্থ ও সুখী সমাজ গঠনে অত্যাবশ্যক। সকল শিক্ষার্থীই বড় বিজ্ঞানী কিংবা স্মরণীয় একজন হয়তো হবে না, কেউ কেউ হবে; কিন্তু প্রত্যেকেই যেন পরবর্তী সময়ে কর্মক্ষেত্রে তার প্রতিভার সর্বোচ্চ স্বাক্ষর রাখতে পারে, তা বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অর্থাৎ জীবন ও জীবিকা বিষয়টিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যার মাধ্যমে অর্জিত যোগ্যতা শিক্ষার্থীকে তার পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সুখী ও সুন্দর জীবনযাপন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য পথ বেছে নিতে অর্থাৎ ক্যারিয়ার প্লানিং-এ সহায়তা করতে পারে। এখান থেকে কাজ শিখে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অর্থনীতিবিদ, বিনিয়োগকারী, আবিষ্কারক, শিল্পোদ্যোক্তা, দক্ষ শ্রমিক, চাকুরিদাতা, শিক্ষক, উৎপাদনকারী, সমাজসেবক এবং পরিবেশপ্রেমী কিংবা নতুন প্রযুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা হয়ে গড়ে উঠবে।

## বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

নতুন শিক্ষাক্রমে কোনো একটি বিষয়ের মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণি শেষে যেসব যোগ্যতা অর্জন করবে, তা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত যোগ্যতাগুলো বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী নামে পরিচিত। 'জীবন ও জীবিকা'র বিষয়ভিত্তিক বিবরণী হলো:

'পরিবর্তনশীল কর্মজগত, কর্মের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে সকল কাজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়ন করা, কর্মজগতে প্রবেশের প্রস্তুতি হিসেবে দৈনন্দিন কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাক-যোগ্যতাসহ কর্মজগতের উপযোগী প্রায়োগিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা, কর্মজগতে ঝুঁকিমুক্ত ও সুরক্ষিত থেকে ভবিষ্যৎ দক্ষতায় অভিযোজন করতে পারা এবং সকলের জন্য নিরাপদ ও আনন্দময় কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে অবদান রাখতে পারা'।

## বিষয়ের ধারণায়ন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রযাত্রার ফলে এই শতাব্দীর শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়তই একটি পরিবর্তনশীল বিশ্বের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে  জীবিকা বদলে যাচ্ছে, নিত্য নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। বর্তমান বিশ্ব চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দোর গোড়ায় এসে পৌঁছেছে। একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে, যে শিশুরা আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়, তাদের ৬৫% কর্মজগতে প্রবেশ করবে এমন একটি কাজ বা চাকুরি নিয়ে, যে কাজের বা চাকুরির কোনো অস্তিত্বই বর্তমানে নেই । এরকম দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং অজানা বিশ্বকে বিবেচনা করে, আজকের শিক্ষার্থীদের, তাদের কর্মজগতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের লক্ষ্যে 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়টির নকশা প্রণয়ন করা হয়।

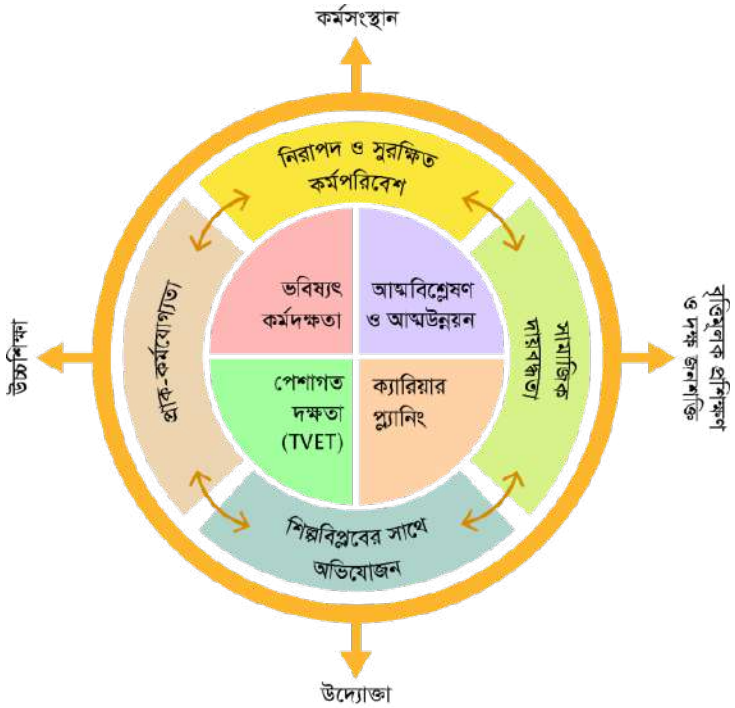


এই বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কর্মের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব তৈরি এবং প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন কাজ করার সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। জীবন ও জীবিকা বিষয় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে এবং তা কাজে লাগিয়ে আগামীতে শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে যেকোনো পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারবে।

উক্ত যোগ্যতা অর্জনের জন্য এই বিষয়ের জন্য চারটি মাত্রা বা ডাইমেনশন  নির্ধারন করা হয়েছে:

১. আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মউন্নয়ন:
২. ক্যারিয়ার প্ল্যানিং (কর্মজীবন পরিকল্পনা):
৩. পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা
৪. ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

উক্ত চারটি ডাইমেনশন বা মাত্রা যে বিষয় বা ইস্যুগুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে, সেগুলো হলো-

ক) সামাজিক দায়বদ্ধতা
খ) শিল্প বিপ্লবের সাথে অভিযোজন
গ) প্রাক-কর্মযোগ্যতা
ঘ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত কর্মপরিবেশ

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপান্তে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে, বৃত্তিমূলক (অকুপেশনাল) কোর্স সংশ্লিষ্ট কোনো একটি পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে সরাসরি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবে অথবা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে।

## অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

নতুন শিক্ষাক্রমের একটি বিশেষ দিক হলো- অভিজ্ঞতামূলক শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করা। সেক্ষেত্রে শিক্ষক হিসেবে আমাদেরকে অভিজ্ঞতামূলক শিখন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করা জরুরি। আমরা জানি, জীবনের পথে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে এসে আমাদের আচরণের যে বাঞ্ছিত ও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে, তার স্থায়ী রূপ হলো শিক্ষা। সুতরাং শিখনের পূর্বশর্তই হলো অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে শিখন সম্পন্ন হয়, তা স্থায়ী হয় এবং ক্রমাগত উপলব্ধি বা প্রতিফলনের মাধ্যমে আচরণের ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটে। এবারের শিক্ষাক্রমে তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে সন্নিবেশিত চক্রটিতে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ধাপগুলো দেখানো হয়েছে।

চিত্র: অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্র

শিখন চক্রটির দিকে লক্ষ করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারব, শিক্ষার্থীরা তার শিখন প্রক্রিয়ায় যদি এই ধাপগুলোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে শিখন স্থায়ীত্ব পাবে এবং কার্যকর শিখন নিশ্চিত হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক; আগামীতে আমাদের ঘরের (গৃহস্থলি) কাজে সহায়তাকারীর (গৃহকর্মী) ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে; কিংবা এসব কাজ চলে যেতে পারে রোবটের দখলে। তাহলে রোবট বানানোর কাজটা কে করবে? রোবট কাজগুলো কীভাবে করবে, সেগুলোর জন্য প্রোগ্রামিং কে বানাবে? ধরুন, আমাদের কোনো শিক্ষার্থী 'বাবুর্চি রোবট' বানাতে চায়; সে চায় এই রোবট তার কমান্ড অনুযায়ী ডিম পোচ, কিংবা ভাজা অথবা সিদ্ধ করে সামনে নিয়ে আসুক। কিন্তু সে যদি কত তাপমাত্রায় এবং কীভাবে ডিম পোচ করতে হয়; কখন, কতটুকু লবণ দিতে হয়, পছন্দমতো নরম রাখতে হলে কত মিনিট তাপে রাখতে হয় কিংবা পানিতে নাকি তেলে ঢালতে হয়, ইত্যাদি নিজে যথাযথভাবে না জানে, তাহলে প্রোগ্রামিং যথাযথ হবে কি? নিশ্চয়ই না। কেবল তত্ত্ব শিখে কি বিমান বানানো যায়, নাকি মহাকাশে উড়াল দেওয়া যায়? এর জন্য বাস্তব জ্ঞানের সমন্বয় প্রয়োজন। তত্ত্ব এবং বাস্তব অনুশীলন একটি অপরটির পরিপূরক। কেবলমাত্র তত্ত্বগত বিদ্যা বা জ্ঞান কখনোই প্রকৃত শিখন নিশ্চিত করে না। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যখন তত্ত্ব আবিষ্কার বা উন্মোচন বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়, তখনই সত্যিকার অর্থে, শিখন পূর্ণতা পায়। তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

'জীবন ও জীবিকা' বিষয়ের একটি যোগ্যতা অর্জন করানোর ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক কীভাবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন, তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখার চেষ্টা করি। 'জীবন ও জীবিকা'য় শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত অনেকগুলো যোগ্যতার মধ্যে একটি হলো- 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক একটি ইভেন্ট/কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ এবং দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করতে পারা'।

উক্ত যোগ্যতা অর্জন করানোর জন্য অভিজ্ঞতামূলক শিখন চক্র অনুসরণ করে শিক্ষক যেভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন, তার একটি নমুনা তুলে ধরা হলো:

## প্রথম ধাপ: অভিজ্ঞতা

এই ধাপে প্রথমে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী কী অনুষ্ঠান দেখেছে, তা সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা শোনার পর তাদেরকে দুটি অনুষ্ঠানের দৃশ্যপট পড়তে দেওয়া হলো। অথবা কোনো একটি অনুষ্ঠান তাদেরকে সরাসরি দেখানো হলো, অথবা কোনো একটি অনুষ্ঠানের ভিডিওচিত্র দেখানো হলো। এগুলো পর্যবেক্ষণ করে উক্ত আয়োজন বা অনুষ্ঠানের সবল ও দুর্বল দিকগুলো খুঁজে বের করতে দেওয়া হলো। এই কাজগুলোর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে অনুষ্ঠানটি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করবে।

## দ্বিতীয় ধাপ: প্রতিফলন

এবার এই ধাপে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে অনুষ্ঠানটি আরও সুন্দর, আকর্ষনীয় ও কার্যকর করার লক্ষ্যে কী কী করা যেত, তা তাদেরকে দলগত আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে দেওয়া হলো । অর্থাৎ কীভাবে আয়োজন করলে নিখুঁত একটি অনুষ্ঠান হতে পারে, সেই ভাবনা তাদেরকে উপস্থাপন করার সুযোগ করে দেওয়া হলো। শিক্ষার্থীরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে আয়োজনটিকে সাজানোর চেষ্টা করবে।

## তৃতীয় ধাপ: বিমূর্ত ধারণায়ন

এই ধাপে নিঁখুতভাবে অনুষ্ঠান আয়োজন বা (ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট) সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে দক্ষ করে তোলার জন্য শিক্ষক তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সরবরাহ করলেন। এর পাশাপাশি তিনি তাদেরকে আরও অন্যান্য বই, পত্র-পত্রিকা, ভিডিও অথবা প্রতিষ্ঠানে উপরের ক্লাসের (বড়দের) শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিস্তারিত জানার সুযোগ করে দিলেন। এভাবে প্রাপ্ত সকল তথ্য শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও প্রতিফলনের মাধ্যমে অর্জিত শিখনকে আরও সুদৃঢ় ও সুসংহত করে তুলবে এবং বিষয়টি সম্পর্কে তারা সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করবে।

## চতুর্থ ধাপ: সক্রিয় পরীক্ষণ

এই ধাপে শিক্ষার্থীকে উক্ত কাজগুলো করার জন্য নতুন কোনো পরিস্থিতি তৈরি করে দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের এই অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার সুযোগ দেওয়া হবে। ফলে তাদের অভিজ্ঞতাটি একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে এবং শিক্ষার্থীর স্থায়ী শিখন নিশ্চিত হবে । ফলে পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের এই সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে অন্যান্য যেকোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করার যোগ্যতা অর্জন করবে । এভাবে শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞানকে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়ে উঠবে অর্থাৎ 'ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট বা অনুষ্ঠান আয়োজন'এর যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। এভাবে শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞানকে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়ে উঠবে।

যেকোনো শিখনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া উপরের ধাপগুলো অতিক্রম করেই সম্পন্ন হয়। এই চক্রটি স্পাইরালও হতে পারে। কার্যকর শিখন নিশ্চিত করার জন্য একই ধাপ পুনরাবৃত্তিও হতে পারে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য চক্রের যেকোনো ধাপ থেকে, যেকোনোভাবে কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়ায় যে ধরনের অনুশীলন বা চর্চার সুযোগ রাখা হয়েছে সেগুলো হলো-

- আনন্দময় শিখন
- পঞ্চইন্দ্রিয়ের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে হাতে কলমে শিখন
- প্রজেক্টভিত্তিক, অনুসন্ধানভিত্তিক, সমস্যাভিত্তিক এবং চ্যালেঞ্জভিত্তিক শিখন
- সহযোগিতামূলক শিখন, একক, জোড়া এবং দলগত কাজসহ স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণ
- বিষয়নির্ভর না হয়ে প্রক্রিয়া এবং প্রেক্ষাপটনির্ভর শিখন
- অনলাইন শিখনের ব্যবহার ইত্যাদি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনকে ফলপ্রসূ করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তামূলক, একীভূত ও অর্ন্তভুক্তিমূলক শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন, যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। মনে রাখতে হবে, এই শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশ হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, গণতান্ত্রিক ও সহযোগিতামূলক। প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, শিখন চাহিদা ও যোগ্যতা বিবেচনায় নিয়ে শিখন কার্যক্রম আবর্তিত হবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই শিক্ষক সহায়িকার পরবর্তী অংশে পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়ভিত্তিক শিখন-শেখানো কার্যক্রমগুলো অভিজ্ঞতামূলক শিখনচক্র অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে সাজানো রয়েছে। সুতরাং এই বিষয়ের শিক্ষকগণ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করলে সহজেই অভিজ্ঞতামূলক শিখন নিশ্চিত করতে পারবেন।

## যোগ্যতার ধারণা

আমাদের নতুন শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক। শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতামূলক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করবে। সেক্ষেত্রে নতুন শিক্ষাক্রমে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যোগ্যতাকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তা জানা প্রয়োজন। এছাড়া, শিক্ষাক্রমের যথাযথ উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতেও যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষার একটি পরিপূর্ণ ধারণা তৈরি করা প্রয়োজন। এখানে যোগ্যতা বলতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে অর্জিত হলে শিক্ষার্থীর মাঝে যোগ্যতা গড়ে উঠে।

উদাহরণস্বরূপ, 'অনুষ্ঠান আয়োজন বা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট' কীভাবে করবে, তা বই পড়ে বা শুনে বা ভিডিও দেখে বা শিক্ষকের ব্যাখ্যা থেকে একজন শিক্ষার্থী জানতে পারে, এতে তার জ্ঞান অর্জিত হয়। ঐ শিক্ষার্থী যদি সবধরনের নিয়মকানুন মেনে, নিরাপত্তা বজায় রেখে উক্ত কাজটি করতে পারে, তবে তার দক্ষতা তৈরি হয়। আর যদি সে কাজটি করার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব উপায়ে কিংবা সাশ্রয়ী হয়ে বা অপচয় কমিয়ে এবং অন্যের কোনো ক্ষতি বা অসুবিধা তৈরি না করে কাজটি করতে পারে, তাহলে তার মূল্যবোধ অর্জিত হয়েছে বলা যায়। একইসাথে, যদি সে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে সবার প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিত করে কাজটি সম্পাদন করে এবং কাজটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে নান্দনিকতা বজায়ে সচেষ্ট থাকে, তাহলে তার দৃষ্টিভঙ্গিও অর্জিত হয়েছে বলা যায়। এই জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটিয়ে নতুন বা উদ্ভুত যেকোনো পরিস্থিতিতে যখন শিক্ষার্থী কাজটি করতে সক্ষম হবে, তখন তার যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে বলে ধরা হয়। সুতরাং একজন শিক্ষার্থী 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক একটি ইভেন্ট/কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ এবং দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করতে পারা' - এই যোগ্যতা অর্জন করা বলতে বুঝায়, যখন নতুন কোনো পরিস্থিতিতে উক্ত কাজটি করার ক্ষেত্রে জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি এই চারটি উপাদানের সমন্বিত আচরণ সে প্রদর্শন করতে পারে। এভাবেই নতুন শিক্ষাক্রমে যোগ্যতার (Competency) ধারণাকে পূর্বের শিখনফল (Learning outcome) এর ধারণা থেকে একটি ভিন্নরূপ দিয়েছে। আমরা প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখনে চারটি উপাদানের সমন্বিত প্রতিফলন দেখতে চাই। কেবল কাগুজে

শিখন কিংবা যান্ত্রিক দক্ষতা অর্জনই এই নতুন শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নয়, বরং মানবিক বোধসম্পন্ন একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য।

## ষষ্ঠ শ্রেণির নির্ধারিত যোগ্যতাসমূহ

ষষ্ঠ শ্রেণি সম্পন্ন করার পর একজন শিক্ষার্থী যে সব যোগ্যতা অর্জন করবে বলে শিক্ষাক্রমে প্রত্যাশা করা হয়েছে, তা হলো-

৬.১ নিজের পছন্দ যোগ্যতা বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা বাস্তবায়নে স্বল্প মেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জেনে তা প্রণয়ন করতে পারা।

৬.২ প্রযুক্তির উন্নয়ন, শিল্পবিপ্লব এবং স্থানীয় ও জাতীয় পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারা, পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ বিশ্লেষণ করে এইসব দক্ষতা অর্জনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করতে পারা।

৬.৩ দলগতভাবে বিদ্যালয় বা সামাজিক/স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসূ সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধানের প্রয়াস নিতে পারা।

৬.৪ নিজ ও পারিবারিক কাজের দায়িত্ব আস্থার সঙ্গে পালন করা এবং বিদ্যালয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শনাক্ত করে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া।

৬.৫ অভিভাবকের সহযোগিতায় স্কুল ব্যাংকিং আওতায় সঞ্চয়ের নিমিত্তে স্কুল ব্যাংকিং একাউন্ট খুলতে ও তা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারা।

৬.৬ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির (ভয়েস টেকনোলজি, বায়োমেট্রিক, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবটিক্স) প্রভাব বিশ্লেষণ করে নিজেকে তার সঙ্গে অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।

৬.৭ কৃষি ও সেবা ও আইটি খাতের প্রতিটি থেকে একটি করে কাজ/আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।

## শিখন ঘণ্টা

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতাসমূহ ও শিখন অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে যোগ্যতা ও যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তুসমূহের জন্য একটি যৌক্তিক ক্রম (Sequencing) তৈরি করা হয়েছে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের ক্ষেত্রে প্রচলিত ক্লাস/ শ্রেণিকক্ষের ধারণা থেকে বের হয়ে এসে শিখন ঘণ্টা (learning hour) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিখন ঘণ্টার আওতায় শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরের (বাড়িতে, মাঠে কিংবা ফিল্ড ট্রিপ) সকল কাজকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এক বছরে জীবন ও জীবিকা বিষয়ের জন্য ৮৪ শিখন ঘণ্টা বরাদ্দ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, কৃষি ও সেবা খাতের প্রতিটি থেকে একটি করে কাজ/আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা অর্জনের জন্য কয়েকটি কোর্স নকশা করা হয়েছে। এবছর পরীক্ষামূলকভাবে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য সেবাখাত থেকে একটি কোর্স (কুকিং-১) এবং কৃষিখাত থেকে একটি (চারা রোপণ) কোর্সের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সকল শিক্ষার্থীর জন্য এগুলো বাধ্যতামূলক। বিদ্যালয়ের সক্ষমতা ও এলাকাভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে আরও কোর্স ডিজাইন করা হতে পারে। তখন হয়তো শিক্ষার্থীদের জন্য পছন্দ অনুসারে বিকল্প নির্বাচনের সুযোগ থাকবে অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো একটি কোর্স নির্বাচন করে সম্পন্ন করতে পারবে।

## শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার: সাধারণ নির্দেশাবলী

- যোগ্যতার উপাদানগুলোর সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটানোর মাধ্যমে সকল শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
- জীবন ও জীবিকা বিষয়ের প্রতিটি যোগ্যতার জন্য প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতার নমুনা অনুসরণ করবেন। একই সাথে নতুন অভিজ্ঞতা তৈরিতে সচেষ্ট হবেন।
- পাঠ্যপুস্তকে যেখানে শিক্ষার্থীর জন্য কাজ দেওয়া আছে, সেগুলো অবশ্যই শিক্ষার্থীদের দিয়ে অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে, শ্রেণির কাজের সাথে সাথেই শিক্ষার্থীরা ছক বা ঘরগুলো পূরণ করছে কিনা তা লক্ষ রাখতে হবে। প্রতি সপ্তাহে একবার জমা নিয়ে সংশ্লিষ্ট ছকের নির্ধারিত ঘরে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক/ পরামর্শ প্রদান করতে হবে। প্রচলিত পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে আমরা যেভাবে শ্রেণির কাজ দেওয়ার পর শিক্ষার্থীদের খাতা মূল্যায়ন করি, এখানেও একই কাজ করতে হবে। এখানে পাঠ্যপুস্তকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে খালিজায়গা বা শূন্যস্থান রাখা হয়েছে শিক্ষার্থীদের কাজের জন্য অর্থাৎ কর্মপত্রগুলো পাঠ্যপুস্তকের সাথেই সংযুক্ত অবস্থায় রয়েছে। একারণে শিক্ষার্থীরা যেন পাঠ্যপুস্তক যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করে এই বিষয়টি বছরের শুরুতেই সকল শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকগণকে অবহিত করতে হবে।\
- মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকায় যেসব রুব্রিক্স ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া আছে, সেগুলো অনুসরণ করতে হবে। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের জন্য পারদর্শিতার নির্দেশক (Performance indicator-PI) অনুযায়ী প্রমাণপত্র (অর্পিত কাজ, প্রজেক্ট প্রতিবেদন, পোস্টার, প্রস্তুতকৃত মডেল/ নমুনা ইত্যাদি) সংরক্ষণ করবেন, ঠিক যেভাবে বর্তমানে আমরা পরীক্ষার খাতাগুলো সংরক্ষণ করে থাকি। একইসাথে শিক্ষার্থীরাও যেন পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত কর্মপত্র, ছক যথাযথভাবে নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করে, তা বিশেষভাবে অবহিত করবেন। উক্ত প্রমাণপত্র এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের ভিত্তিতেই অগ্রগতি প্রতিবেদন বা রিপোর্ট কার্ড তৈরি করে শিক্ষার্থী ও তার অভিভাবককে অবহিত করতে হবে। উক্ত রিপোর্ট কার্ড দেখে শিক্ষার্থী/তার অভিভাবক এই বিষয়ের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে নিজের/ সন্তানের অবস্থান জানতে পারবে/পারবেন।
- জীবন ও জীবিকা বিষয়ের কিছু যোগ্যতা বাস্তবে অর্জিত হবে শিক্ষার্থীর বাড়িতে অনুশীলনের মাধ্যমে। এজন্য শিক্ষককে শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। নিয়মিত অভিভাবক সভার পরিকল্পনা ও আয়োজন করতে হবে। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের ওপর তার ভবিষ্যতে টিকে থাকার বা সুরক্ষিত জীবন যাপন নির্ভর করছে, বিধায় ভুল/অসত্য/অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে নিজ সন্তানদের ক্ষতি যেন না করেন, এই বিষয়ে তাদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিতে হবে।
- যোগ্যতাভিত্তিক এই শিক্ষাক্রমে পাস/ ফেল নয়, বরং যোগ্যতা অর্জনই মুখ্য বিষয়। এই শিক্ষাক্রমে নম্বরের কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং অধিক স্কোর বা নম্বর প্রাপ্তি এই বিষয়ের যোগ্যতা অর্জনের মাপকাঠি নয়। ফলে যেকোনো প্রতিকুল পরিস্থিতিতে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য যেসব বৈশিষ্ট্য ধারণ করা প্রয়োজন, সেগুলো অর্জনের প্রতিযোগিতা ও মনোভাব শিক্ষার্থীর মাঝে তৈরি করে দিতে হবে। সহজভাবে বলা যায়, এটি হলো জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার উপায়; যা আগামী দিনগুলোতে জীবন ধারণ ও জীবিকা অর্জনের পথ সুগম করে দিবে। সুতরাং যথাযথ তথ্য প্রদান এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখতে হবে।

শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ অনুযায়ী প্রণীত এই নতুন শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যা লক্ষ রাখতে হবে, তা হলো-

- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের পরিবেশ তৈরি করা
- শিক্ষার্থীর যোগ্যতা উন্নয়নের জন্য শিখন-শেখানো কার্যাবলী পরিচালনা করা
- শিখন নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার্থীর চাহিদা বা প্রয়োজনীয় অনুযায়ী সহায়তা/মেন্টরিং/ফিডব্যাক প্রদান করা
- শিখনকালীন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করা
- বাস্তব জীবনের সাথে শিখনের সংযোগ তৈরি করা
- অর্জিত শিখন নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার সুযোগ নিশ্চিত করা
- শিক্ষার্থীর যোগ্যতা (জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে) অর্জনে সর্বোচ্চ সহায়তা/প্রচেষ্টা

জীবন ও জীবিকায় একেকটি ইউনিট যোগ্যতার জন্য একেকটি অধ্যায়/অভিজ্ঞতার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে প্রতিটি যোগ্যতার সাথেই কোনো না কোনোভাবে অন্য যোগ্যতাগুলোর আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। এই শিক্ষক সহায়িকায় প্রতিটি অধ্যায়/অভিজ্ঞতার শিখন শিখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সম্ভাব্য পিরিয়ড বা ক্লাস-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। উক্ত পিরিয়ডভিত্তিক শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কী কী প্রক্রিয়া বা কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে তা ডিজাইন করা হয়েছে। শিক্ষক এই পরিকল্পনা দেখে প্রতিদিনের ক্লাসগুলোর জন্য নিজের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারবেন। তবে শিক্ষক ইচ্ছে করলে যেকোনো ক্ষেত্রেই নিজের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে যেকোনো শিখন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যেতে পারবেন। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে, নির্বাচিত কৌশলগুলো যেন অবশ্যই ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনে সহায়ক হয়।

## কয়েকটি কৌশলের সাথে প্রাথমিক পরিচয়

এই শিক্ষক নির্দেশিকায় শ্রেণিভিত্তিক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কৌশলের কথা বলা হয়েছে; যার অধিকাংশই আমাদের শিক্ষকদের কাছে পরিচিত। তবে কিছু কৌশল আছে, যেগুলো অনেক শিক্ষকের কাছে কিছুটা নতুন মনে হতে পারে। এখানে সেগুলো খুব সংক্ষিপ্তভাবে উদাহরণসহ তুলে ধরা হলো:

### মাইন্ড ম্যাপ

মাইন্ড ম্যাপিং হলো এমন একটি শিখন-শেখানো কৌশল, যেখানে একটি মূল ধারণা থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট উপ-ধারণাগুলো খুঁজে সাজানো হয়। একটি অর্থপূর্ণ এবং যৌক্তিক কাঠামো মেনে বিশ্লেষণ করে এর সাথে সংযুক্ত তথ্যগুলো চিত্রের রূপ দেওয়া হলে সেটিকে বলা হয় মাইন্ড ম্যাপ। আর এই প্রক্রিয়াটি হলো মাইন্ড ম্যাপিং। তবে মাইন্ড ম্যাপিং কৌশলকে অনেকেই শুধু মাইন্ড ম্যাপ (Mind Map) নামেও অভিহিত করে থাকেন। মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্ববর্তী ধারণার সাথে সংযোগ লাইন তৈরি করা হয় বলে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট হয় এবং শিখন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

**উদাহরণ:** কোনো একটি বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ (যেমন- সঞ্চয়ের সুবিধা) নির্বাচন করে বোর্ডে একটি বৃত্তের মধ্যে লিখে দেওয়া যায়। এরপর শিক্ষার্থীদেরকে উক্ত শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বৃত্তের চারপাশে সূর্যরশ্মির মতো দাগ টেনে উত্তরগুলো চারপাশে লিখে দেওয়া যায়। উক্ত উত্তরগুলোর কোনো একটি থেকেও একইভাবে সংশ্লিষ্ট তথ্য সংযোগ রেখা দিয়ে টেনে চিত্র তৈরি করা যায়। এভাবে তৈরি কাঠামোই হলো মাইন্ড ম্যাপ। মাইন্ড ম্যাপের তথ্যগুলো লিখতে বিভিন্ন রঙের কালি বা চক ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে মাইন্ড ম্যাপে কেবল তথ্যমূলক বৃত্ত নয়; বিভিন্ন ধরনের রেখা, নকশা, ডায়াগ্রাম, মানবদেহ, গাছ বা বৃক্ষের ডালপালা আকৃতি, মাকড়শার জাল, মানচিত্র, শিকল মানচিত্র প্রভৃতি কাঠামোও তৈরি করা যেতে পারে।

আরও বিস্তারিত জানুন https://www.mindmapping.com/

## রোল প্লে বা ভূমিকাভিনয়

শিক্ষার্থীদেরকে কোনো একটি ভূমিকায় অভিনয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেওয়া বা উপলব্ধি করানোর একটি কার্যকর কৌশল। এর মাধ্যমে বিমূর্ত বা দূরবর্তী কোনো কিছুকেও অভিনয়ের মাধ্যমে মূর্ত করে তোলা যায়।

**উদাহরণ:** একজন কাপড় ব্যবসায়ী, তার কাপড়ের বিপণন বা মার্কেটিং কীভাবে করবেন, তা বোঝানোর জন্য শিক্ষার্থীদের কেউ হয়তো ব্যবসায়ীর ভূমিকায় এবং কয়েকজন হয়তো তার ক্রেতা বা কাস্টমারের ভূমিকায় অভিনয় করল। এর মাধ্যমে বিপণনের অনুশীলনও হলো এবং মূল ধারণা অর্জন করাও সহজ হতে পারে। কৌশলটিই ভূমিকাভিনয় বা রোল প্লে নামে পরিচিত।

আরও বিস্তারিত জানুন https://www.bishleshon.com/3751/

## গ্যালারি ওয়াক

গ্যালারি ওয়াক কৌশলটি অনেকটা গ্যালারিতে ছবি প্রর্দশনীর মতো পরিচালনা করা হয়। এটি শ্রেণিতে উপস্থাপিত দলগত কাজ থেকে দেখে দেখে শেখার একটি কার্যকর কৌশল । এই কৌশলে প্রায় সকল শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করা সম্ভব হয়।

**উদাহরণ:** প্রথমে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ প্রদর্শনের জন্য পোস্টার প্রস্তুত করতে দিতে হবে। পোস্টার তৈরি হয়ে গেলে সেগুলো দেওয়ালে টানিয়ে দিতে হবে। এরপর শিক্ষক দল ভাগ করে দিবেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে একেকটি দলকে একেকটি পোস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে বলবেন। তারা তাদের কোনো পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন, মতামত বা সুপারিশ থাকলে তা উক্ত পোস্টারে লিখবে। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে উক্ত দলের সবাই মিলে পাশের পোস্টারের কাছে চলে যাবে। সেখানে গিয়ে পোস্টার দেখবে এবং পূর্ববর্তী দলের পর্যবেক্ষণগুলোও দেখবে এবং তাদের পর্যবেক্ষণ বা মতামত পোস্টারটিতে যুক্ত করবে। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে তারা পরবর্তী পোস্টারের কাছে চলে যাবে এবং পর্যবেক্ষণ করবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল দল সবগুলো পোস্টার এবং অন্যান্য দলের মতামত দেখবে। শিক্ষক তাদের সবাইকে পর্যবেক্ষণ করবেন, যাতে দল ভেঙ্গে না যায় এবং প্রত্যেকেই যেন দলবদ্ধভাবে ঘুরে ঘুরে সবকয়টি পোস্টার পর্যবেক্ষণ করে। পর্যবেক্ষণ শেষে সবাইকে ক্লাসের মতো বসিয়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে।

আরও বিস্তারিত জানুন https://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/gallery-walk

## রিক্যাপ

ক্লাস বা সেশনের শুরুতে পূর্বের দিনের আলোচনার সার সংক্ষেপ করাই হলো রিক্যাপ। এই কাজটি সাধারণত শিক্ষার্থীদের দিয়েই করানো হয় সাধারণত। ফলে কোনো শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে, আগের দিন কী আলোচনা হয়েছিল, তা সহজেই জানতে পারে। একইসাথে যারা উপস্থিত ছিল, তাদেরও পূর্বের দিনের আলোচনায় কোনো ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করা সম্ভব হয়।

জীবন ও জীবিকা বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনের চর্চা, বিদ্যালয় ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধান, সোয়াট এনালাইসিসের মাধ্যমে নিজের গুণাবলি আবিষ্কার ও ক্রমাগত উন্নয়নের অনুশীলন, আগামীর প্রযুক্তির সাথে পরিচয়ের মাধ্যমে নতুন আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখার প্রেষণা তৈরি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, প্যানেল আলোচনা, সেমিনার আয়োজন ইত্যাদির মাধ্যমে সূক্ষ্ম চিন্তণ, যোগাযোগ, নেতৃত্ব ও সহযোগিতামূলক দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীকে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন আর্দশ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। একইসাথে নিজের নিরাপত্তা বজায় রেখে ভবিষ্যৎ জীবিকার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত করে তুলবে।

# অধ্যায়ভিত্তিক শিখন শেখানো কার্যক্রম

# কাজের মাঝে আনন্দ

## শিখন যোগ্যতা

**নিজ ও পরিবারিক কাজের দায়িত্ব আস্থার সঙ্গে পালন করা এবং বিদ্যালয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শনাক্ত করে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া।**

এই যোগ্যতায় যা যা থাকবে...

- নিজ এবং পারিবারিক কাজ শনাক্তকরণ
- নিজ ও পারিবারিক কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা প্রণয়ন
- পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন
- বিদ্যালয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শনাক্তকরণ
- শনাক্তকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে পরিকল্পনা প্রণয়ন
- পরিকল্পনা অনুযায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হওয়া

মোট ক্লাস সংখ্যা: ৬

## ১ম ক্লাস

### নিজ এবং পরিবারের কাজ শনাক্তকরণ

সম্ভাব্য  উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, মার্কার, দড়ি, আঠা, কাচি, চক , বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

| অভিজ্ঞতা বিনিময় (১০মি) | একক কাজ (১০ মি) | আলোচনা (৭ মি) | মাইন্ড ম্যাপিং (৮মি) | ছক পূরণ ও আলোচনা (১৫ মি) |
|---|---|---|---|---|

১. **অভিজ্ঞতা বিনিময়:** জীবন ও জীবিকা বিষয়ের প্রথম ক্লাসে শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান। যেহেতু বিষয়টি ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী দের জন্য নতুন তাই বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিন। বলুন-

জীবন ও জীবিকা বিষয়টি এমনভাবে পরিকল্পনা হয়েছে যে, এখানে তোমাদের মুখস্থ করার মতো তেমন কিছু নেই। তোমরা বিভিন্ন কাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা বিষয়ের বিভিন্ন যোগ্যতা হাতে কলমে অর্জন করবে। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে যেসব যোগ্যতা তাদের সারা জীবনের জন্য প্রয়োজন হবে সেসব যোগ্যতাগুলোই বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তোমরা অর্জন করবে।

যেকোনো একজন শিক্ষার্থীকে সামনে আসতে বলুন। জিজ্ঞেস করুন, গতকাল সকাল থেকে শুরু করে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে কী কী কাজ করেছে। সকল শিক্ষার্থীকে মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতে বলুন। শেষ হলে সবাই মিলে হাততালির মাধ্যমে তাকে অভিনন্দন জানান। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, সে যে যে কাজ করেছে সবাই কি একই কাজ করেছে। দুই একজন শিক্ষার্থীর মতামত নিন।

২. **একক কাজ:** এবারে সবাইকে তাদের খাতায় প্রতিদিন তারা যেসব কাজ করে তার একটি তালিকা প্রণয়ন করতে বলুন।

সবার তালিকা করা শেষ হয়ে গেলে যেকোনো একজন শিক্ষার্থীকে তার তৈরি তালিকা বোর্ডে লিখতে বলুন। অন্যান্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন এর বাইরে তারা আর কোনো কাজ তাদের খাতায় লিখেছে কিনা। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বোর্ডে লিখিত হয়নি এমন কাজ লিখে থাকলে তা বোর্ডে লিখতে বলুন। এভাবে সবার তৈরি তালিকা থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একটি সাধারণ কাজের তালিকা তৈরি করুন।

৩. **আলোচনা:** সহায়ক তথ্য ১.১ এর আলোকে শিক্ষার্থীদের নিজের কাজের বিষয়ে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন। শিক্ষার্থীদের তৈরি তালিকাতে যদি শুধু খাওয়া, খেলা, পড়াশোনা করা ও ঘুমানো ইত্যাদি ধরনের কাজ আসে তবে বলুন এর বাইরে ঘুম থেকে উঠে বিছানা গোছানো, খাওয়ার পর খাবার প্লেটটি পরিষ্কার করে রাখা, পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখা এসবও তাদের নিজের কাজ।

৪. **মাইন্ড ম্যাপিং:** এবার মাইন্ড ম্যাপিং করার জন্য বোর্ডের মাঝে 'নিজ কাজ' লিখুন এবং সকলের সহযোগিতায় সহায়ক তথ্য ১.১ এর আলোকে নিজ কাজের একটি তালিকা প্রণয়ন করুন।

শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে বলুন, নিজ কাজের তালিকার কিছু কিছু কাজ সবার জন্য প্রযোজ্য আবার কিছু কিছু কাজ সবার জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। যেমন: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সব কাজ করা সম্ভাব নয়।

৫. **আলোচনা ও ছক পূরণ (নিজ কাজ):** পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ০২ এর ছক ১.১ এর নিজের কাজের অংশ পুরণ করতে বলুন। ২-৩ জন শিক্ষার্থীর তালিকা উপস্থাপন করতে বলুন। সকলকে নিজের কাজ নিজে করার জন্য উৎসাহ দিন। সম্ভব হলে প্রেষণামূলক গল্প বা ভিডিও প্রদর্শন করুন।

## সহায়ক তথ্য ১.১

**(আজকের শিশু আগামী দিনের কর্মী। একটি সুশৃঙ্খল, দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর প্রজন্ম গড়ে তুলতে হলে ছোটবেলা থেকেই কাজ করার অভ্যাস তৈরি করা জরুরি। তাই শিক্ষার্থীদের কাজ শেখার গুরুত্বের বিষয়টি সহজভাবে উপস্থাপন করুন ।)**

আমাদের কিছু কাজ রয়েছে একেবারে ব্যক্তিগত পরিচর্যামূলক যেমন, দাঁত ব্রাশ করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, পোশাক পরিধান করা, গোসল করা, খাবার খাওয়া, খেলাধুলা করা, পড়াশুনা করা, সময়মত ঘুমানো ইত্যাদি। এগুলো আমরা সবসময়ই করি। কিন্তু এগুলো ছাড়াও নিজেদের ব্যক্তিগত পরিপাটিমূলক কিছু কাজ রয়েছে, যা আমরা এড়িয়ে যেতে চাই। আবার কখনো অন্যের উপর নিজেদের এই কাজগুলো চাপিয়ে দিই কিংবা এগুলোর জন্য অন্যের উপর নির্ভর করি। অথচ খাওয়া, ঘুমানোর মতো নিচের তালিকার কাজগুলোও আমাদের নিজেদেরই কাজ।

- নিজের বিছানা গোছানো
- সময়মতো পড়াশুনা করা
- নিজের খাবারের প্লেট, মগ, চামচ ইত্যাদি ধোয়া
- পড়ার টেবিল/বই-খাতা-কলম ইত্যাদি গুছিয়ে রাখা
- কাপড়-চোপড়, জুতা-মোজা ইত্যাদি গুছিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা
- নিজের ব্যবহারের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা
- খাবারের সময় বিশেষ রীতিনীতিগুলো মেনে চলা
- নিজের পরিচ্ছন্নতার বিষয়গুলো সতর্কতার সাথে পালন করা
- ... ... ... ...
- ... ... ... ... ...
- ... ... ... .... ....

আমাদের মনে রাখতে হবে, নিজের কাজ নিজে করার সামর্থ্য থাকার পরও অন্যেকে দিয়ে করানোর মাঝে কোনো বীরত্ব বা কৃতিত্ব নেই। তাই নিজের কাজগুলো নিজেরই করা উচিত। তা না হলে অন্যের হাসির পাত্র হয়ে থাকতে হয় অথবা পরনির্ভরশীলতার জন্য অন্যের বোঝা হয়ে থাকতে হয়; যা খুবই ভোগান্তির। তাছাড়া, এই কাজগুলো আমরা নিজেরা করলে বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সময় বেঁচে যায়। ফলে তারা আমাদের সাথে সময় কাটাতে পারেন, গল্প করতে পারেন, খেলতেও পারেন। এতে পারিবারিক সম্পর্ক অনেক মধুর ও দৃঢ় হয়।

৬. সহায়ক তথ্য ১.২ এর আলোকে প্রত্যেককে কেনো পরিবারের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করা প্রয়োজন তা নিয়ে আলোচনার সুত্রপাত করুন। শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পরিবারের কাজ সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা দিন। (প্রয়োজনে এখানে সন্নিবেশিত তথ্যের সহায়তা নিন)

## সহায়ক তথ্য ১.২

সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্যই পরিবারের সূত্রপাত। পরিবার হলো সবার সুখ ও স্বস্তির জায়গা। পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় থাকলে মনোবল অটুট থাকে। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাড়িতে পরিবারের সকল সদস্যই গুরুত্বপূর্ণ। সবারই ভালো থাকার এবং ভালোভাবে সময় কাটানোর অধিকার আছে। কিন্তু সবাইকে ভালো রাখার দায়িত্ব যদি পরিবারের এক বা দুইজনের উপর ন্যস্ত থাকে তাহলে তাদের জন্য এটা খুবই কষ্টকর। তাই সবাই যদি নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের কাজে একটু সহায়তা করি তাহলে তাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। খুশি হয়ে তারা তখন আমাদেরকে অনেক বেশি ভালবাসবে। পরিবারের বিভিন্ন কাজ যেমন- রান্নার কাজে সাহায্য করা, বাগানে পানি দেওয়া, পোষা প্রাণি/গবাদি পশুর খাবার দেওয়া, ওদের ঘর পরিষ্কার করা, পানি সংগ্রহ করা, নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, থালা-বাসন ধোয়া, ঘর গোছানো, ছোট ভাই-বোনদের যত্ন করা, বয়স্ক/প্রবীণদের সেবা করা ইত্যাদি। আমরা সবাই একটু সচেতন হয়ে যদি এই কাজগুলো করি অথবা করার ক্ষেত্রে আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের সাহায্য করি তাহলে আমাদের শরীর ও মন দুটোই ফুরফুরে থাকবে।

৭. বোর্ডের মাঝ বরাবর ‘পরিবারের কাজ’ লিখুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, পরিবারের কোন কাজগুলোতে শিক্ষার্থীরা বাবা-মা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতা করতে পারে। সকল শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় পরিবারের কাজের একটি তালিকা প্রণয়ন করুন। এবার পরিবারের যে কাজগুলোতে শিক্ষার্থীরা সহায়তা করতে পারবে, এমন কাজের একটি তালিকা পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ০২ এর ছক ১.১ এর পরিবারের কাজ অংশে লিখতে বলুন।

৮. কয়েকজন শিক্ষার্থীর তৈরিকৃত তালিকা উপস্থাপন করতে বলুন এবং প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান করুন ও অন্যান্য শিক্ষার্থীর মতামত নিন। সকল শিক্ষার্থীকে তাদের তৈরি তালিকা অনুযায়ী পরিবারের কাজে সহযোগিতা করার জন্য উৎসাহ দিন। বোর্ডে নিচের শ্লোগানটি লিখে সমস্বরে সবাইকে বলতে বলুন

**নিজের হাতে করি কাজ,**

**তাতে নেই কোনো লাজ!**

এবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাসের সমাপ্তি টানুন।

## ২য় ক্লাস

### নিজ ও পারিবারিক কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা প্রণয়ন

সম্ভাব্য উপকরণ: কেস স্টাডি ‘বাঁচতে হলে শিখতে হবে, এ লড়াইতে জিততে হবে’, পোস্ট বক্স হিসেবে ব্যবহার করা যায় এমন যেকোনো বক্স, ভিডিও ক্লিপ (লিংক), মার্কার/চক ইত্যাদি

কেস স্টাডি (১০ মি) → পোস্ট বক্স (১০ মি) → আলোচনা (১০ মি) → অ্যাসাইনমেন্ট প্রদান (৫ মি) → একক কাজ (১০ মি) → আলোচনা (১০মি) → শপথ (৫ মি)

সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণির কার্যক্রম শুরু করুন।

১. কেস স্টাডি: শিখনসামগ্রীর কেস ‘বাঁচতে হলে শিখতে হবে, লড়াইতে জিততে হবে’ শিক্ষার্থীদেরকেএককভাবে নিরবে পড়তে বলুন ।

২. পোষ্টবক্স: বোর্ড জুড়ে লিখুন ‘আমরা কী শিখলাম’ এবং টেবিলের উপর একটি পোস্ট বক্স রাখুন (একটি খালি টিস্যুবক্স দিয়ে বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে)। কেসস্টাডি থেকে তারা কী শিখলো / কী ম্যাসেজ পেল তা শিক্ষার্থীদেরকে একটি চিরকুটে লিখে পোষ্টবক্সে জমা দিতে বলুন।
পোস্টবক্সে রাখা চিরকুটগুলো বের করে টেবিলের উপর রাখুন। যেকোনো এক/দুইজনকে ডেকে টেবিলের উপর থেকে ৩/৪টি চিরকুট তুলতে বলুন এবং প্রতিটি পড়ে শোনাতে বলুন।

৩. আলোচনা: কেসষ্টাডি থেকে শিক্ষার্থীদের অর্জিত অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে তাদেরকে নিজের কাজ নিজে করার বাধ্যবাধকতা এবং পারিবারিক কাজ করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। (প্রয়োজনে এখানে সন্নিবেশিত তথ্যের সহায়তা নিন)। শিক্ষার্থীদের বলুন, নিজেদের সব কাজ অবশ্যই আমাদের করতে হবে, এই কাজে কোনো ছাড় নেই; সেই সাথে পারিবারিক কিছু কিছু কাজে পরিবারকে সহযোগিতা করার অনুশীলনও করতে হবে।

### সহায়ক তথ্য

পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে সবসময় আমরা একই রকম অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হবো -এমনটি নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য যদি সবসময় পরিবারের সদস্য অথবা সাহায্যকারীর উপর নির্ভর করি তাহলে যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের ঝুঁকিতে পড়তে পারি। যেমন, হঠাৎ হয়তো মা-বাবা কিংবা যার কাজের উপর আমরা নির্ভরশীল তিনি অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন, মারা যেতে পারেন অথবা অন্যত্র চলে যেতে পারেন। যদি আমরা নিজেরা নিজেদের কাজ এবং পারিবারিক কাজগুলো না শিখি তাহলে আমাদের জীবন তখন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রত্যেকেরই উচিত ছোটবেলা থেকেই যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করার অভ্যাস তৈরি করা। কাজ করার এই অভ্যাস আমাদের সুস্থ ও সুন্দর থাকতে সহায়তা করবে এবং যেকোনো প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাহস ও শক্তি যোগাবে; আমাদের আত্মবিশ্বাস (Self-confidenc) বাড়িয়ে দিবে। ঝুঁকিপূর্ণ যে কোনো অবস্থা মোকাবিলায় এটি একটি বড় অস্ত্র। এ কারণে প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের কাজ নিজে করা বাধ্যতামূলক। এই বিষয়ে কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না।

৪. অ্যাসাইনমেন্ট প্রদান: আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদেরকে নিজ কাজ ও পারিবারিক কাজের উপর একটি পোস্টার ইচ্ছেমতো (কোলাজ/কার্টুন/চিত্র/ছবি/তালিকা/গল্প ইত্যাদি দিয়ে) ডিজাইন করে জমা দিতে বলুন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও আকর্ষণীয় দুটি পোস্টার শ্রেণিকক্ষে সাজানো হবে, তা সবাইকে জানিয়ে দিন।

৫. একক কাজ: এবার গতক্লাসে পূরণ করা ছক ১.১ এর নিজ কাজের তালিকা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা (০৮) এর ছক ১.২ নিজের কাজের সাপ্তাহিক পরিকল্পনা ও অনুশীলন এর প্রথম কলামে নিজের কাজের তালিকা চূড়ান্ত করতে বলুন এবং পৃষ্ঠা ০৯ এর 'ছক ১.৩: পরিবারের কাজের সাপ্তাহিক পরিকল্পনা ও অনুশীলন' এর প্রথম কলামে শিক্ষার্থীরা পরিবারের যেসব কাজ সে করতে চায়, তা নিয়ে পারিবারিক কাজের একটি সাপ্তাহিক পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন। (এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা কাজ করছে কিনা তা প্রতি সপ্তাহে যাচাই করা হবে এই তথ্যটি তাদের জানিয়ে দিন।)

৬. আলোচনা: এরপর যেকোনো ২/৩ জনকে তাদের পারিবারিক কাজের পরিকল্পনা শ্রেণির সবার সামনে উপস্থাপন করতে বলুন। পরিকল্পনা উপস্থাপনকারীদেরকে হাততালি/স্টিকার/স্টার এঁকে/অথবা সম্ভাব্য যেকোনো উপায়ে উৎসাহিত করুন।

৭. শপথ: বোর্ডে নিচের লাইনটি লিখে দিন এবং সবাইকে সমস্বরে বলতে বলুন

**পরিবারের কাজে হাত যদি লাগাই**

**বাজবে ঘরে সুখের সানাই।**

এবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাসটি সমাপ্ত করুন ।

## ৩য় ক্লাস

### নিজ ও পারিবারিক কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন

সম্ভাব্য উপকরণ: প্রেষণামূলক ভিডিও ক্লিপ / ভিডিও (লিংক), মার্কার, খেতাব/সদস্য ঘোষণার চার্ট ইত্যাদি

| শুভেচ্ছা বিনিময় (৫ মি) | ভিডিও প্রদর্শন (৫ মি) | প্রেষণামূলক বক্তৃতা (১৫ মিঃ) | পরিকল্পনা পর্যবেক্ষন (১০ মি) | আলোচনা (১০ মি) | শপথ (৫ মি) |
|---|---|---|---|---|---|

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। ২/১ জনের পরিবারের সদস্যদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করুন।

২. ভিডিও প্রর্দশন বা প্রেষণামূলক বক্তব্য: নিজের ও পরিবারের কাজে সহায়তা করলে শিক্ষার্থী ও তার পরিবার কীভাবে উপকৃত হতে পারে এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও ক্লিপ অথবা প্রেষণামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করুন। (প্রয়োজনে এখানে সন্নিবেশিত তথ্যের সহায়তা নিন)

## সহায়ক তথ্য

সুখ যেকোনো ব্যক্তির জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাবা-মায়ের এবং পরিবারের সন্তুষ্টির সাথে সন্তানের আনন্দ পরস্পর সম্পর্কিত। শিশু খুশি থাকলে পরিবারের লোকজন স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোমাঞ্চিত হয়, শিশু আরো ভালো কিছু করলে পরিবার পরম তৃপ্তি লাভ করে। পরিবারের এই তৃপ্তি আমাদের মনোজগতে সুখবোধ তৈরি করে। তাই সবার ভালো থাকার জন্য নিজেদের কাজ নিজেরা করা এবং পরিবারের সাথে কাজ ও আনন্দ ভাগাভাগি করার মানসিকতা ছোটবেলা থেকেই গড়ে তোলা প্রয়োজন। তা না হলে একধরনের স্বার্থপরতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা মনোজগতকে আক্রান্ত করতে পারে। এ কারণে ছোটবেলা থেকেই পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়ানোর চর্চা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে মানসিক তৃপ্তি পাওয়া যায় এবং তা আমাদের শারীরিক সক্ষমতাও বৃদ্ধিলাভ করে। যা আমাদের সবধরনের শারীরিক ও মানসিক সুখবোধের অন্যতম উৎস।

৩. পরিকল্পনা ছক পর্যবেক্ষণ: এবার প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে গত ক্লাসে নিজের কাজের পরিকল্পনা বের করতে বলুন এবং ৩/ ৪ জনের পরিকল্পনা ও অনুশীলনের ছক পর্যবেক্ষণ করুন । শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন নিজের কাজগুলো নিজে করছে কিনা এবং পরিবারের কাজে অংশগ্রহণের মাত্রা পরিকল্পনা অনুযায়ী বেড়েছে কিনা, তা যাচাই করার জন্য শিখন সামগ্রীর 'ছক ১.২ এবং ছক ১.৩ এর রিপোর্ট দেখুন।

৪. আলোচনা: শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিন যে, প্রতি সপ্তাহে তাদের ছক ১.২, ১.৩ ও ১.৪ পর্যবেক্ষণ করা হবে। পারফর্মেন্স অনুযায়ী তাদেরকে ক্লাসের টাইটানিয়াম সদস্য/ প্লাটিনাম সদস্য/ গোল্ড সদস্য / সিলভার সদস্য/ব্রোঞ্জ সদস্য ইত্যাদি (যা সে প্রাপ্য হবে) খেতাব প্রাপ্তির ঘোষণা দেওয়া হবে । সদস্য খেতাব প্রাপ্তির নির্ণায়কসমূহ (Indicator) পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা (১৬) থেকে সবাইকে দেখে নিতে বলুন।

৫. এবার দেওয়ালে নিচের ছকের মতো একটি চার্ট (শিক্ষক আগে থেকে করে আনতে পারেন/ শিক্ষার্থীদের দিয়ে ক্লাসে বানিয়ে নিতে পারেন) টানিয়ে দিন এবং আগামী ক্লাস থেকে সংশ্লিষ্ট ঘরে শিক্ষার্থীদের নাম লেখা হবে বলে ঘোষণা দিন।

| সপ্তাহ | টাইটানিয়াম সদস্য খেতাব প্রাপ্ত | প্লাটিনাম সদস্য খেতাব প্রাপ্ত | গোল্ড সদস্য খেতাব প্রাপ্ত | সিলভার সদস্য খেতাব প্রাপ্ত | ব্রোঞ্জ সদস্য খেতাব প্রাপ্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| ২য় সপ্তাহ | | | | | |
| ৩য় সপ্তাহ | | | | | |
| ৪র্থ সপ্তাহ | | | | | |

৬. পাঠ্যপুস্তকের ছক ১.৪ অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ প্রতি সপ্তাহে জমা নেওয়া হবে, প্রয়োজনীয় ফিডব্যাকসহ ফেরত দেওয়া হবে এই তথ্যগুলো শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিন।

৭. শপথ: বড় করে বোর্ডে লিখুন

**আজ থেকে আমার কাজ আমি করব,**
**আনন্দময় জীবন গড়ব।**

বাক্যটি সবাইকে সমস্বরে বলতে বলুন এবং তা বাস্তবে পালন করার শপথ করিয়ে শ্রেণির কাজ সমাপ্ত করুন।

## ৪র্থ ক্লাস

**পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজ ও পরিবারের কাজের দায়িত্ব আস্থার সঙ্গে পালন**

সম্ভাব্য উপকরণ: ভিডিও ক্লিপ (লিংক), ফ্লিপ চার্ট/ সাদা/রঙিন পোস্টার পেপার, মার্কার, দড়ি, আঠা, কাচি, স্কেল ইত্যাদি।

শুভেচ্ছা বিনিময় (৫ মি) → দলগত কাজ ও ভূমিকাভিনয় (৩০ মি) → আলোচনা (১০ মি) → একক কাজ (১০ মি) → পরবর্তী কাজের নির্দেশনা শপথ (৫ মি)

১. শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর ২/৩ জনের ছক ১.২ ও ১.৩ পর্যবেক্ষণ করুন ।

২. দলগত কাজ ও ভূমিকাভিনয়: এবার ক্লাসের শিক্ষার্থীদের ৬টি দলে বিভক্ত করুন।

৩. সকল দলকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ১০ ও ১১ থেকে দৃশ্যপট ১: অনিয়ম এবং দৃশ্যপট ২: রিনা ও সুমনের দিনকাল ভালোভাবে পড়তে দিন। যেকোনো দুটি দলকে গল্পের আলোকে ভূমিকাভিনয়ের প্রস্তুতি নিতে বলুন। অন্য চারটি দলকে দৃশ্যপট ১ ও ২ এর প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনা করে উপস্থাপন করতে বলুন।

**দলগত কাজ**

**দৃশ্যপট ১ : খাবার কথন**

- তুমি যদি রাজু হতে তাহলে কী করতে?
- রুনু কীভাবে রাজুকে খাবারের আদব-কায়দা ও রীতিনীতি শেখাতে পারে, পরামর্শ দাও।

**দৃশ্যপট ২ : রিনা ও সুমনের দিনকাল**

- সুমন ও রিনার জন্য তোমাদের সুপারিশ কী?

৪. সকল দলকেই প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট সময় দিন। অভিনয় ফুটিয়ে তোলার জন্য ভূমিকাভিনয়য়ের দল দুটিকে প্রয়োজনীয় উপকরণ, ছবি, কাগজ ইত্যাদি নমুনা/মডেল বানাতে সহায়তা করুন এবং অন্যদলগুলোকেও প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করুন।

৫. প্রস্তুতি শেষ হলে প্রথমে দুই দলের অভিনয় দেখুন এবং হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করুন। শিক্ষার্থীদের বিচারে সেরা দলকে বোর্ডে স্টার চিহ্ন/ফুল ইত্যাদি এঁকে/ছোটো উপহার (Improvised Gift) দিয়ে উৎসাহিত করুন।

৬. এবার অন্যদলগুলোর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নগুলোর উত্তর শুনুন এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

৭ খাবার গ্রহণের রীতি-নীতি, কাপড়-চোপড় ও বিছানা পরিপাটি করে গোছানো সংক্রান্ত সম্পর্কে একটি ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করুন অথবা পাঠ্যপুস্তকের ১১ পৃষ্ঠার 'খাবার গ্রহণের সময় যা যা মেনে চলব' অনুযায়ী খাবার খাওয়ার সময় এবং পাঠ্যপুস্তকের ১২ পৃষ্ঠার 'কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য সামগ্রী গোছানোর সময় যেদিকে লক্ষ্য রাখব' অনুযায়ী কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য সামগ্রী গোছানোর সময় যেসব বিষয় মেনে চলব তা ব্যাখ্যা করুন।

৮. একক কাজ: এরপর শিক্ষার্থীদেরকে পৃষ্ঠা ১২,১৩, ও ১৪ থেকে 'পরিপাটি করে বিছানা গোছানো' সম্পর্কে পড়তে দিন। সামনে এসে বিছানা গোছানোর ধাপগুলো অভিনয় করে দেখাতে বলুন ।

৯. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের কাজ ও পরিবারের কাজ সম্পন্ন করার অভ্যাস গড়ে তোলে, সেজন্য প্রতিদিন তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে বলুন। পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা (১৫) এর ছক ১.৪ পূরণ করে অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ প্রতি সপ্তাহে জমা দিতে বলুন। ছকে উল্লিখিত কাজের বাইরে অন্য কোনো কাজ করে থাকলে সেগুলো ১৪ ও ১৫ নম্বরে লিখতে বলুন।

১০. শপথ: বড় করে বোর্ডে লিখুন-

কাজে আমি দেই না ফাঁকি

সবার ভালো মাথায় রাখি।

বাক্যটি সবাইকে সমস্বরে বলতে বলুন এবং তা বাস্তবে পালন করার শপথ করিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

## ৫ম ক্লাস

### বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব শনাক্তকরণ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের কাজে দায়িত্ব পালন

সম্ভাব্য উপকরণ: কেসস্টাডি 'বিদ্যালয়ে আসি, আনন্দে ভাসি' পোস্টার পেপার, ফ্লিপ চার্ট, ভিডিও ক্লিপ (লিংক), মার্কার/চক

| রিক্যাপ ৫মি | কেস স্টাডি ৫মি | দলগত কাজ ২০মি | মাইন্ড ম্যাপিং ১০মি | আত্মজিজ্ঞাসা ৫মি | পরবর্তী কাজের নিদেশনা ৫মি |
|---|---|---|---|---|---|

১. রিক্যাপ: সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। যেকোনো একজনকে গত ক্লাসে কী কী আলোচনা হয়েছে বলতে বলুন।

২. কেস স্টাডি: শিক্ষার্থীদের ৬টি দলে ভাগ করুন এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-১৭ এর কেস বিদ্যালয়ে আসি, আনন্দে ভাসি দলগতভাবে আলোচনা করতে দিন এবং কেসের প্রশ্নটির (ক্লাস ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ কীভাবে আরো সুন্দর ও আনন্দময় করা যায়) প্রেক্ষিতে কয়েকটি সুপারিশ লিখতে বলুন। তাদের আলোচনা শেষ হলে যেকোনো দুটি দলের কাছ থেকে কেস প্রশ্নের উত্তর/সমাধান কী হতে পারে, তা শুনুন। অন্যান্য দলের কাছ থেকেও তাদের মতামত নিন।

৩. দলগত কাজ: এবার উক্ত ৬টি দলকে নিজেদের বিদ্যালয় পরিবেশ আকর্ষণীয় ও সুন্দর, আন্তরিক ও শিক্ষাবান্ধব রাখার জন্য কী কী দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন তার একটি তালিকাসহ পরিকল্পনা করতে দিন।

প্রতিটি দলের পরিকল্পনা পোস্টারে/বড় সাদা কাগজে (পৃষ্ঠা জোড়া দিয়ে) উপস্থাপন করতে বলুন (ফ্লিপড বোর্ডে/দেওয়ালে টানিয়ে অথবা দড়িতে ঝুলিয়ে)।

৪. মাইন্ড ম্যাপিং: এবার সবাইকে একসাথে বসিয়ে বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে ৬টি দলের পরিকল্পনার সারাংশ তৈরি করুন (বোর্ডে নিচের মতো করে একপাশে নিয়মিত কাজের দায়িত্ব, অন্যপাশে আনুষ্ঠানিক/বিশেষ কাজের দায়িত্ব লেখা যেতে পারে)।

৫. অ্যাসাইনমেন্ট প্রদান: উক্ত তালিকা থেকে প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের যেসব কাজ করবে তার মধ্যে যেকোনো ৩টি

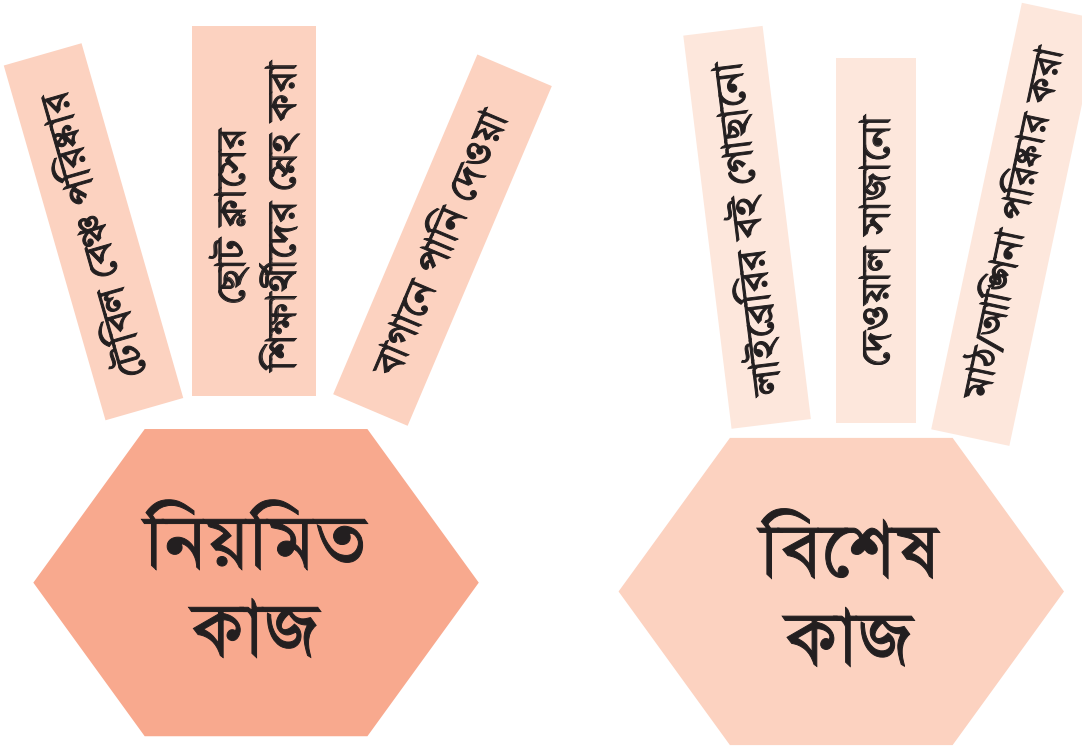

## সহায়ক তথ্য

ক) নিয়মিত কাজ- কিছু কাজ সবসময় সকল শিক্ষার্থীর জন্য সম্পাদন করা অবশ্য কর্তব্য। যেমন-

- শ্রেণিকক্ষ, বোর্ড, বেঞ্চ-টেবিল, দেওয়াল, মাঠ-আঙ্গিনা ইত্যাদি পরিষ্কার করা
- নিচের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের স্নেহ করা /কাজে সাহায্য করা
- উপরের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের সম্মান দেখানো
- বিদ্যালয়ের সহপাঠি ও কর্মচারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করা
- শিক্ষককের কাজে সহায়তা করা
- বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন মেনে চলা
- শ্রেণির শৃংখলা বজায় রাখা
- নির্ধারিত কাজ/অ্যাসাইনমেন্ট যথাসময়ে সম্পন্ন করা
- সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলা ইত্যাদি

খ) বিশেষ কাজ/আনুষ্ঠানিক কাজ- কিছু কাজ রয়েছে যা আকস্মিক বা মাঝে মাঝে করার প্রয়োজন হয়। সেগুলোতেও সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ করা উচিত। যেমন-

- ল্যাবরেটরি পরিষ্কার করা, লাইব্রেরির বই গোছানো
- ল্যাবরেটরি গোছানোর কাজে শিক্ষককে সাহায্য করা
- বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন- ক্রীড়া প্রতিযোগিতা/সাহিত্য সাস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ, কার্যক্রম পরিচালনায় স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন, ক্লাব কার্যক্রম পরিচালনা
- শ্রেণিকক্ষ সাজানো, ওয়াশরুম পরিষ্কার করা
- বাগানে পানি দেওয়া/ বেড বানানো/গাছের পরিচর্যা করা ইত্যাদি
- বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা
- কেউ অসুস্থ হলে তাকে প্রয়োজনীয় সেবা করা ইত্যাদি

কাজের নাম প্রত্যেক দলের দলনেতার কাছে প্রতিদিন ক্লাস শেষে বাড়ি যাওয়ার পূর্বে নিজ নিজ আইডি নম্বর লিখে জমা দিতে বলুন। কাজগুলো করেছে কিনা দলনেতাকে তা যাচাই করে সপ্তাহে একদিন আপডেট জানাতে বলুন। সবাইকে একসপ্তাহ পর পর পালাক্রমে দলনেতা হতে হবে সেই প্রক্রিয়াটি ভালোভাবে বুঝিয়ে বলুন।

৬. আত্মজিজ্ঞাসা: এবার পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-২০ এর ছক ১.৫ ‘আত্মজিজ্ঞাসা’ ছকটি দিয়ে নিজেদের যাচাই করতে দিন এবং নিজ নিজ পাঠ্যপুস্তকে প্রাপ্ত খেতাব নিজ হাতে লিখতে বলুন এবং দলনেতার স্বাক্ষর নিতে বলুন। শিক্ষার্থীরা যেন প্রতি সপ্তাহে একদিন নিজেদেরকে এই ‘আত্মজিজ্ঞাসা’ ছকের মাধ্যমে যাচাই করে সেই নির্দেশনা দিন।

৭. উক্ত নির্দেশনা শেষে বোর্ডে বড় করে লিখুন

## ‘আমার বিদ্যালয়, আমার ভালবাসা’

বাক্যটি সম্মিলিত কণ্ঠে সবাইকে বলতে বলুন এবং বাক্যটি মনে-প্রাণে অনুভব করতে বলুন।

৮. **পরবর্তী কাজের নির্দেশনা:** শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৭ এর বক্স ১.১ 'আমাদের স্বপ্নের বিদ্যালয়' এবং পৃষ্ঠা-২১ এর বাক্স ১.২ 'আমার বিদ্যালয়' শিরোনামের বক্সগুলো খুঁজে বের করতে বলুন। উক্ত বাক্সগুলোতে ছবি/চিত্র/গল্প/কোলাজ/কার্টুন/বর্ণনা ইত্যাদি দিয়ে তাদের নিজেদের বিদ্যালয়টি কেমন দেখতে চায় তা বাড়ি থেকে সাজিয়ে আনতে বলুন। এর পাশাপাশি এটাও বলুন যে, উক্ত শিরোনামে শ্রেণির সবাই মিলে নিজেদের লেখা গল্প, কবিতা, স্মৃতিকথা, আঁকা ছবি ইত্যাদি দিয়ে একটি দেওয়ালিকা বানাতে বলুন। শিক্ষার্থীরা শ্রেণির নিয়মিত ক্লাস কার্যক্রমের বাইরে এই কাজটি করবে তা বলে দিন এবং এই কাজ সম্পাদনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দিন। উক্ত দেওয়ালিকা শিক্ষক দিবস/ শিশু দিবস/আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রধান শিক্ষক/অতিথির মাধ্যমে উদ্বোধন করা হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করে কাজটি বুঝিয়ে দিন।

এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস সমাপ্ত করুন।

[দেওয়ালিকা বানানোর কাজে শিক্ষার্থীদের লেখা গল্প, অভিজ্ঞতা, কবিতা, বিদ্যালয়ে সম্পাদিত বিশেষ কোনো কাজের অনুভূতি, স্মৃতিকথা, আঁকা ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ, বাছাই, বিন্যাস ও অলংকরণে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন। সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, সক্রিয়তা, সৃজনশীলতা, কাজের প্রতি ভালোবাসা, বিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধ, অর্পিত কাজ ও দায়িত্বের প্রতি একনিষ্ঠতা ইত্যাদি দিকগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। শিক্ষার্থীর পোর্টফোলিওতে যথাযথভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। প্রতিটি গুণাবলির জন্য সর্বোচ্চ রেটিং ৫ দেওয়া যেতে পারে। সব শিক্ষার্থীকেই নিচের নির্ণায়ক অনুযায়ী ১-৫ এর মধ্যে মূল্যায়ন করবেন। মোট নম্বর ৪০। ছকটি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী তৈরি করে নিতে হবে।]

| গুণাবলি | রোল নম্বর | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
| সক্রিয় অংশগ্রহণ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| সহযোগিতামূলক আচরণ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| কাজের প্রতি ভালোবাসা | | | | | | | | | | | | | | | | |
| সৃজনশীলতা | | | | | | | | | | | | | | | | |
| অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন | | | | | | | | | | | | | | | | |
| দায়িত্বের প্রতি একনিষ্ঠতা | | | | | | | | | | | | | | | | |
| নেতৃত্বের গুণাবলি | | | | | | | | | | | | | | | | |
| বিশ্লেষণ দক্ষতা | | | | | | | | | | | | | | | | |
| সততা | | | | | | | | | | | | | | | | |
| শিষ্টাচার | | | | | | | | | | | | | | | | |
| মোট | | | | | | | | | | | | | | | | |

## ৬ষ্ঠ ক্লাস

সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব শনাক্তকরণ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সামাজিক কাজের দায়িত্ব পালন

সম্ভাব্য উপকরণ: পোস্টার পেপার, বোর্ড, মার্কার/চক, দড়ি, আঠা ইত্যাদি

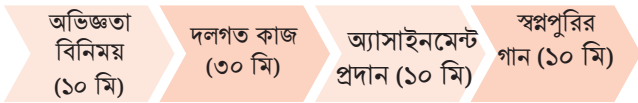


১. শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণির কার্যক্রম শুরু করুন। শিক্ষার্থীদের বলুন, আজ আমরা আমাদের স্বপ্নের সমাজের চিত্র আঁকব। পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-২১ এর বাক্স ১.৩ এ তাদের স্বপ্নের সমাজকে যেমন দেখতে চায়, তার একটি চিত্র আকঁতে বা বর্ণনা লিখতে বলুন।

২. শিক্ষার্থীদের ৬টি দলে ভাগ করে দিন। 'সমাজের জন্য আমরা যা করতে পারি...' এই অসমাপ্ত বাক্যটি বোর্ডে লিখুন এবং প্রতিটি দলে আলোচনা করে একটি তালিকা বানাতে বলুন। সবার তালিকা শেষ হলে এবার ফ্লিপ বোর্ডে/ দেওয়ালে একটি পোস্টার অথবা কাগজে সবার চিহ্নিত কাজগুলো একত্রিত করুন। গুরুত্বর্পূর্ণ কোনো কাজ বাদ পড়ে গেলে সেগুলো আলোচনার মাধ্যমে উক্ত তালিকায় যুক্ত করুন।

### সহায়ক তথ্য

সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব

- সবার সাথে ভালো আচরণ করা
- বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানো
- বয়োকনিষ্ঠদের স্নেহ করা
- গরীব দুখীদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন
- অন্যের বিপদে সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায়তা করা
- সব কাজে অন্যের মতামতকে সম্মান জানানো অর্থাৎ সকল কাজে গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রদর্শন
- ট্রাফিক আইন মেনে চলাচল করা
- সবসময় পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়টি মাথায় রেখে কাজ করা

- বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ পরিচালনা/ সাহায্য করা যেমন-
    - পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা তৈরি
    - পরিচ্ছন্নতা অভিযান  পরিচালনা/সহায়তা
    - সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা/সহায়তা
    - রাস্তাঘাট মেরামত বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা/সহায়তা
    - দুর্যোগে সহায়তা (বন্যা, আগুন লাগা, ঝড় ইত্যাদি)
    - যৌতুক, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিষয়ক সচেতনতা তৈরি
    - মানব বৈচিত্রের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি/ কার্যক্রম পরিচালনা
    - পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জন্য সহায়তা
    - প্রবীণদের সেবামূলক কার্যক্রম
    - স্বাস্থ্য সচেতনতা/ টিকা প্রদান ইত্যাদিতে সহায়তা
    - দুর্ঘটনা কবলিতকে সাহায্য করা
    - বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সহায়তা করা ইত্যাদি
    - বিশেষভাবে সক্ষম জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা ইত্যাদি

৩. তালিকা থেকে নিজে করতে পারে এমন কাজগুলোর তালিকা প্রত্যেককে তৈরি করতে বলুন এবং প্যাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ২২ বাক্স ১.৪ এর সূর্য রশ্মিগুলো পূরণ করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের লক্ষ করতে বলুন, কাজগুলোর মধ্যে কিছু কাজ রয়েছে যেগুলো নিয়মিত করতে হয় বা মেনে চলতে হয় আবার কিছু কাজ রয়েছে যা শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী করতে পারে, যেমন-স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ।

৪. তালিকা অনুযায়ী সমাজের জন্য নিয়মিত কাজ ও দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন করতে উৎসাহ দিন। স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ হতে অন্তত একটি কাজ যথাযথ উপায়ে ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করুন। স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ সম্পন্ন করার পর পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ২৪ বক্স ১.৫ এ সেচ্ছাসেবামূলক কাজ করার অভিজ্ঞতা লিখে রাখতে বলুন।  স্বেচ্ছছাসেবামূলক কাজ কী হতে পারে তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ইচ্ছে করল নিজেদের বাড়িতে সিঁড়ি পরিস্কার করা, ছাদ পরিস্কার করা, গাছ পরিস্কার করা, বাড়িতে ঢোকার পথে গর্ত ভরাট করা, খালি জায়গায় গাছ লাগানো ইত্যাদি করানো যেতে পারে। গ্রামের ক্ষেত্রে- বাড়িতে প্রবেশের পথ/রাস্তার খোটাখাটো গর্ত মেরামত, পাড়ার বয়স্ক কাউকে সহায়তা দেওয়া, বৃদ্ধ কোনো সদস্যের বাজার করতে সহায়তা করা, রাস্তার ধারে ফুল/ফলের গাছ লাগানো ইত্যাদি।

স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজটি কারার পর প্রতিবেশি এলাকার কোনো একজন প্রত্যক্ষদশীর অনুভূতিসহ স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে বলুন।

৫. এবার নিচের গানটি বাজিয়ে শিক্ষার্থীদের শোনান অথবা গাইতে দিন এবং এরকম স্বপ্নের মতো সুন্দর একটি সমাজ গড়ার প্রত্যয় তাদের মাঝে সঞ্চারিত করুন।

**আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী**

**সাথী মোদের ফুলপরী**

**ফুলপরী লাল পরী লাল পরী নীল পরী**

**সবার সাথে ভাব করি।।**

**এইখানে মিথ্যে কথা কেউ বলেনা**

**এইখানে অসৎ পথে কেউ চলেনা**

**পড়ার সময় লেখা পড়া**

**কাজের সময় কাজ করা।**

**খেলার সময় হলে খেলা করি**

**আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী।**

**এখানে মন্দ হতে কেউ পারে না**

**এখানে হিংসা কভু কেউ করে না।**

**নেই কোন দুঃখ অপমান**

**ছোট বড় সবাই সমান**

**ভালবাসা দিয়ে জীবন গড়ি।**

**আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী**

**সাথী মোদের ফুলপরী**

**ফুলপরী লাল পরী লাল পরী নীল পরী**

**সবার সাথে ভাব করি।।**

৮. গান শেষ করে সবার কল্যাণের জন্য নিয়মিত কাজ করার অঙ্গীকার করিয়ে শ্রেণির কাজ সমাপ্ত করুন।

# পেশার রূপ বদল

## শিখন যোগ্যতা

**প্রযুক্তির উন্নয়ন, শিল্পবিপ্লব এবং স্থানীয় ও জাতীয় পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারা, পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ বিশ্লেষণ করে এইসব দক্ষতা অর্জনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করতে পারা।**

এই যোগ্যতার মধ্যে যা রয়েছে...

- সময়ের প্রেক্ষিতে স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন অন্বেষণ
- প্রযুক্তির উন্নয়ন, শিল্প-বিপ্লব, স্থানীয় ও জাতীয় পরিস্থিতি ও চাহিদার ধারণায়ন এবং এর আলোকে স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহের পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ
- স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহের মৌলিক দক্ষতাসমূহ অন্বেষণ
- স্থানীয় ও দেশীয় পেশার মৌলিক দক্ষতাসমূহের সাথে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার যোগসূত্র স্থাপন।

## ১ম ক্লাস

**সময়ের প্রেক্ষিতে স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন অন্বেষণ**

সম্ভাব্য উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, সাদা/রঙিন পোস্টার পেপার, মার্কার, চক , বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

| আলোচনা (১০ মি) | একক কাজ (১০ মি) | দলগত কাজ (১০ মি) | মাইন্ড ম্যাপিং (১০ মি) | কেসস্টাডি (১০মি) |
|---|---|---|---|---|

১. আলোচনা: কুশল বিনিময় করে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন। শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞেস করুন বিদ্যালয়ে আসার পথে তারা কী কী দেখেছে। আসার পথে যে মানুষদের দেখেছে তারা কে কী করছিলেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীর মতামত গ্রহণ করার পর তাদের মতামতের সাথে সম্পর্কিত করে পেশা সম্পর্কে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট করুন। (প্রয়োজনে এখানে সন্নিবেশিত তথ্যের সহায়তা নিন।)

২. শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে জেনে নিন এরকম আর কী কী পেশার নাম তারা বলতে পারছে।

## সহায়ক তথ্য

আমরা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন রকমের কাজ করতে দেখে থাকি। তার মধ্যে কিছু কাজ রয়েছে যা মানুষ মনের আনন্দে করে যেমন- খেলাধুলা করা, আড্ডা দেওয়া, গল্প-গুজব করা, ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু কাজ আছে যা মানুষ করে নিজের জ্ঞান বা দক্ষতা উন্নয়নের জন্য করে যেমন- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি গ্রহণ। সেইসাথে মানুষ জীবিকা নির্বাহের লক্ষ্যে অর্থ উপার্জনের জন্যও কিছু কাজ করে, যেমন- চাকুরি, ব্যবসা, পোশাক তৈরি, রিক্সা চালানো ইত্যাদি। জীবিকা নিবার্হের জন্য মানুষ সাধারণত যেসকল কাজ করে থাকে সেগুলো হলো পেশা।

৩. একক কাজ: পেশা সম্পর্কিত ধারণা আরও সুস্পষ্ট করার জন্য পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-২৯ এর পেশার ধারণা" অংশটি শিক্ষার্থীদেরকে নিরবে পড়তে দিন এবং শিক্ষার্থীদের পেশা সম্পর্কে ধারণা উন্নয়ন হলো কিনা তা প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে যাচাই করুন।

৪. দলগত কাজ: শিক্ষার্থীদের ৭টি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-৩০ এর হাসপাতালকেন্দ্রিক পেশাসূহের চিত্র ২.২ পূরণ করতে বলুন। একটি দলকে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। অন্যান্য দলকে বলুন, এর বাইরে তারা আর কী কী পেশা খুঁজে বের করতে পেরেছে। সকল দলের মতামত গ্রহণ করার পর বলুন- যেকোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গেলে বিভিন্ন রকম পেশার মানুষের সহায়তা প্রয়োজন হয়। প্রতিটি পেশার মানুষই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট যেকোনো পেশাজীবীর অনুপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা কঠিন বিষয়। তাই সকল পেশাই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. এবার নিজেদের বিদ্যালয়ে কী কী পেশার মানুষ কাজ করে তার একটি তালিকা প্রত্যেক দলকে প্রণয়ন করতে বলুন। যেকোনো একটি দলকে তাদের তালিকা উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপিত তালিকার বাইরে আর কোনো পেশা খুঁজে পেয়েছে কিনা অন্যান্য দলের কাছে জানতে চান। সকল দলের পেশার তালিকা মিলিয়ে সেই সাথে কোনো পেশা বাদ গেলে আপনি তা যুক্ত করে একটি পূর্ণাঙ্গ পেশার তালিকা প্রস্তুত করুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন-

- শুধুমাত্র শিক্ষকদের দিয়েই কি একটি বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব?
- বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছাড়া অন্যান্য পেশার মানুষরা যদি না থাকে তবে বিদ্যালয় পরিচালনায় কী কী অসুবিধা হতে পারে?

একটি বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করতে গেলে সকল পেশার মানুষের কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের

ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলুন।

৬. পূর্বে গঠিত দলে-তাদের এলাকায় কোন কোন পেশার মানুষকে তারা দেখে থাকে কিংবা কোন কোন পেশার মানুষ বসবাস করে তা দলে আলোচনা করে একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। যেকোনো একটি দলকে তাদের দলের পক্ষ থেকে চিহ্নিত পেশার তালিকা বোর্ডের মাঝখানে লিখতে বলুন। এবার অন্য দলগুলোকে জিজ্ঞেস করুন এই তালিকার বাহিরে তারা আর কোনো নাম লিখেছে কি না?

৭. প্রত্যেক দলের কাছ থেকে নতুন পেশার নামগুলো বোর্ডের তালিকায় যুক্ত করে তালিকা সম্পূর্ণ করুন। শিক্ষার্থীদের তালিকায় আসেনি এমন কিছু পেশা থাকলে আপনি তা তালিকার সাথে যুক্ত করুন।

৮. তালিকাকৃত পেশাগুলোকে শ্রেণিবিন্যাসের জন্য মাঝখানের তালিকাটি একটি বৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ করুন। এবার মাঝের বৃত্তকে সংযুক্ত করে পাশে আর একটি ছোট বৃত্ত আকুন এবং বৃত্তটির নাম দিন। এবার শিক্ষার্থীদের সহায়তা নিয়ে মাঝের বৃত্তের যেসকল পেশা/কাজ শিল্পের সাথে সম্পর্কিত বা এ ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে, সেগুলোকে ছোট বৃত্তের মধ্যে লিখুন।

৯. ছোট বৃত্তে লেখা হয়ে গেলে প্রয়োজনে মাঝের বৃত্ত থেকে সংশ্লিষ্ট পেশার নামগুলো মুছে বা কেটে দিন। এভাবে মাঝের বৃত্তের পেশার/কাজের তালিকা থেকে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় পর্যায়ক্রমে তথ্য আদান প্রদান, খাদ্য উৎপাদন বা কৃষি কাজ, চিকিৎসা, যাতায়াত ও অন্যান্য খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত পেশার নামগুলো খাত অনুযায়ী আলাদা করুন। (বোর্ডের ম্যাপিং এরকম হতে পারে)

১০. যে সকল পেশা/কাজের নাম উল্লিখিত পাঁচটি ভাগের মধ্যে পড়বে না সেগুলোকে অন্যান্য ভাগে নিয়ে আসতে হবে।

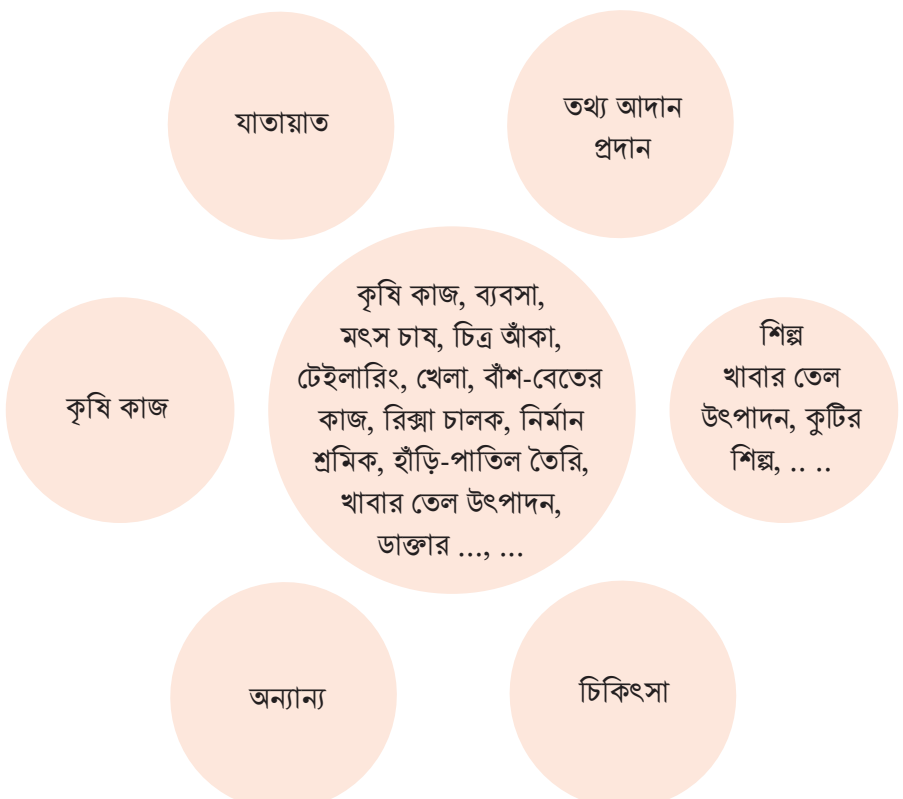

১১. পূর্বের ৬ দলে পেশার ৬টি সেক্টর ভাগ করে দিন। প্রতিটি দলের প্রত্যেক সদস্য পরিবারে মা, বাবা বা বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের সাথে আলোচনা করে পৃষ্ঠা ৩৫ এর ছক ২.১ পূরণ করবে। পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে ২০ বছর আগে তাদের জন্য প্রযোজ্য সেক্টর কেমন ছিল এবং বর্তমানে কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা পূরণ করবে।

১২. এবার শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩২ এর কেস (দৃশ্যপট ১) পড়তে দিন। নিজ নিজ দলে আলোচনা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করতে বলুন।

- **ক) দিনবদলের সাথে সাথে চম্পার ভাইয়ের ব্যবসায় কী পরিবর্তন এলো?**
- **খ) চম্পার ভাই কেন নতুন ব্যবসা শুরু করলো?**

যেকোনো দুটি দলের পক্ষ থেকে উত্তরগুলো উপস্থাপন করতে বলুন। অন্য দলগুলোর কোনো মতামত থাকলে সেগুলো বলতে বলুন

১৩. সময়ের সাথে বদলে যাওয়া পেশায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়া জরুরি এটি বোঝাতে পাঠ্যপুস্তকের ছড়ার লাইনটি সবাইকে দিয়ে সমস্বরে আবৃত্তি করতে দিন-

‘সময় বদলায়, সাথে বদলায় পেশা

দিনবদলে মানিয়ে নেওয়া হোক সবার প্রত্যাশা’

১৪. আবৃত্তি শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস শেষ করুন।

## ২য় ক্লাস

**প্রযুক্তির উন্নয়ন, শিল্প-বিপ্লব, স্থানীয় ও জাতীয় পরিস্থিতি ও চাহিদার ধারণায়ন এবং এর আলোকে স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহের পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ**

সম্ভাব্য উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, সাদা/রঙিন পোস্টার পেপার, ভিডিও ক্লিপ, প্রজেক্টর, মার্কার, চক , বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

| রিক্যাপ, ১০ মি | আলোচনা, ১৫মি | দলগত কাজ, ২০মি | অ্যাসাইনমেন্ট প্রদান, ৫মি | আলোচনা, ১০মি |
|---|---|---|---|---|

১. রিক্যাপ: শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর তাদের পূর্বদিনের দেওয়া অ্যাসাইনমেন্টটি (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৫, ছক-২.১) উপস্থাপন করতে বলুন। সরবরাহকৃত ছক (২.১) অনুসারে সংগৃহীত তথ্য নিজ নিজ দলে আলোচনা করে একত্রিত করে একটি করে পোস্টারে তাদের লিখতে বলুন এবং দলগতভাবে উপস্থাপন করতে বলুন। এজন্য ৫ থেকে ৭ মিনিট দিন।

২. আলোচনা: ১ম দলের উপস্থাপনা শেষ হলে আলোচনায় অন্য দলসমূহকে ১ম দলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের মতামত এবং কোনো কিছু যোগ করার থাকলে তা করতে বলুন। এভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে একে একে তথ্য আদান প্রদান, খাদ্য উৎপাদন বা কৃষি কাজ, চিকিৎসা, অবকাঠামো (ঘর, বাড়ি, দালান-কোঠা ইত্যাদি) ও যাতায়াত খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত পেশা/কাজের বর্তমান এবং পূর্বের চিত্র অন্যান্য দলসমূহকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে সকল ক্ষেত্রে পেশার পরিবর্তনের বিষয়ে ধারণা সুস্পষ্ট করুন। প্রতি দলের উপস্থাপনের সময় সকল শিক্ষার্থীকে বলুন, উপস্থাপনা ও আলোচনা অনুযায়ী প্রত্যেকে যেন তাদের পাঠ্যপুস্তকের ছক ২.১ পুরণ করে।

৩. দলগত কাজ: এবার পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৬ এর দৃশ্যপট ২ দলগতভাবে আলোচনা করতে দিন এবং কেসস্টাডিতে বর্ণিত পরিস্থিতি পর্যালোচনার ভিত্তিতে দলগত আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত সুপারিশগুলো ভিপ কার্ডে / খাতায় লিখতে বলুন। যেকোনো দুটি দলের কাছ থেকে পর্যালোচনা ও সুপারিশ শুনুন এবং অন্য দলগুলোর উপস্থাপিত সুপারিশের বাহিরে কোনো বক্তব্য থাকলে তা শুনুন। এবার দলগত আলোচনার মাধ্যমে কাজ বা পেশার পরিবর্তনের কারণগুলো শিক্ষার্থীদের পূর্বের ছকের (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-৩৫, ছক-২.১) চার নম্বর কলামে লিখতে বলুন। পূর্বের কাজ/ পেশাসমূহের পরিবর্তনের কারণসমূহ দলগতভাবে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনার সময় অন্যান্য দলের মতামত গ্রহণ করতে বলুন। দলগতভাবে পেশাসমূহ পরিবর্তনের কারণসমূহ যখন উপস্থাপন করা হবে তখন শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই যেন তাদের নিজ নিজ পাঠ্যপুস্তকে (পৃষ্ঠা -৩৫, ছক-২.১) পেশা পরিবর্তনের কারণ কলামটি পুরণ করে সে ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করুন।

৪. আলোচনা: পেশাসমূহের পরিবর্তনের কারণসমূহ ব্যাখ্যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণা সুস্পষ্ট করুন (প্রয়োজনে এখানে সন্নিবেশিত তথ্যের সহায়তা নিন।)

৫. বিশেষ কোনো দুর্যোগের কারণে পেশার বদল ঘটেছে, এমন একটি ভিডিও দেখান/নিচের গল্পটা বলুন।

(ঘূর্ণিঝড় আইলার পর সেখানকার মাটিতে লবণাক্ততা প্রচুর বেড়ে যায়। ফলে ঐ এলাকার কৃষকগণ ভীষণ বিপদে পড়েন। পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে অনেকে ড্রামে কচ্ছপ চাষ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেরাই কচ্ছপ খামার গড়ে তোলেন।)

৬. এরপর শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।

## সহায়ক তথ্য

সময়ের সাথে সাথে স্থানীয় এবং জাতীয় চাহিদার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এভাবে বিভিন্ন পেশা/কাজের প্রকৃতি পরিবর্তন হচ্ছে এবং পূর্বের অনেক পেশা বিলুপ্ত হয়ে নতুন নতুন পেশা/কাজের সৃষ্টি হচ্ছে। সকল ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব, স্থানীয় এবং এবং জাতীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পেশার/কাজের প্রকৃতি পরিবর্তন হচ্ছে এবং অনেক পুরাতন পেশা বিলুপ্ত হয়ে নতুন নতুন পেশার সৃষ্টি হচ্ছে। পেশার পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো-

## সহায়ক তথ্য

- প্রযুক্তির আবির্ভাব
- প্রযুক্তির সহজলভ্যতা
- চাহিদার পরিবর্তন
- বিশেষ কোনো দুর্যোগ/পরিস্থিতি
- শিল্পায়নের কারণে কাজের প্রকৃতি পরিবর্তন ইত্যাদি
- নগরায়ন
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন

## শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা (পরবর্তী ক্লাসের প্রস্তুতিস্বরূপ)

এলাকার স্থানীয় পেশাজীবীর মধ্য থেকে নামকরা/উল্লেখযোগ্য পরিচিত তিনজন পেশাজীবী ব্যক্তির সাথে কথা বলে পরবর্তী জীবন ও জীবিকা ক্লাসে (নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করুন, যেমন- সকাল ১১ টা ১১.৫০ মিনিট) উপস্থিত হবার জন্য তাদের আমন্ত্রন জানাবেন। স্থানীয় পেশাজীবী ব্যক্তিগণ এলাকার দর্জি, ইলেকট্রিশিয়ান, বাবুর্চি,নার্স, মেকানিক, কুটির শিল্পের কারিগর, কৃষক, ডাক্তার,প্রকৌশলী,শিক্ষক, প্রভৃতি যেকোনো পেশার হতে পারে। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মধ্য থেকেও আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। তবে এই প্রতিষ্ঠানে এই শ্রেণিতে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীর অভিভাবক আনা যাবে না। অন্য ক্লাসের হলে সমস্যা নেই। তবে তাদের মধ্যে অন্তত একজন যেন নারী পেশাজীবী হয় সে ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে হবে। যদি স্থানীয় পেশাজীবী ব্যক্তিগণের মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পাওয়া যায় তাহলে তাকে অবশ্যই আমন্ত্রিত পেশাজীবী অতিথিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমন্ত্রিত পেশাজীবী তিনজন ব্যক্তিকে আগেই বলে রাখতে হবে আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য- তারা যেন শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট পেশায় কাজ করার অভিজ্ঞতা শেয়ার করে এবং মৌলিক দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে। একই সাথে পেশাজীবীরা যেনকোন অবস্থাতেই তাদের দুখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, অভিযোগ শেয়ার না করেন সে ব্যাপারটি তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে।

## ৩য় ক্লাস

### স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহের মৌলিক দক্ষতাসমূহ অন্বেষণ

সম্ভাব্য উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, পোস্টার পেপার, ভিডিও ক্লিপ, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও অতিথি পরিচিতি, ৫মি → প্যানেল আলোচনা, ৩০মি → প্রশ্নোত্তর পর্ব, ১০মি → অ্যাসাইনমেন্ট প্রদান, ৫মি

১. অথিতি পরিচয়: পূর্বে আমন্ত্রিত তিনজন নামকরা/উল্লেখযোগ্য/ পরিচিত পেশাজীবী ব্যক্তিকে নিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করুন। আমন্ত্রিত পেশাজীবী ব্যক্তিদেরকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিন।

২. আমন্ত্রিত পেশাজীবী অতিথিদেরকে সম্মুখভাগে শিক্ষকের সাথে বসতে দিন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলুন যে তাদের এলাকার তিনজন শ্রদ্ধাভাজন পেশাজীবী অতিথি আজ তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা আজ তাদের কাছ থেকে তাদের নিজ নিজ পেশায় কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানব।

৩. প্যানেল আলোচনা: অতিথিদের সংশ্লিষ্ট পেশায় কাজ করার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে বলুন। প্রত্যেকে সর্বোচ্চ পাঁচ/ছয় মিনিট করে তারা তাদের পেশায় কাজ করার ইতিবাচক দিকগুলো বলবে। যেমন, কীভাবে তারা কাজ শিখেছে, কোথায় শিখেছে, কোন কাজ তাদের আনন্দ দেয়, কোনগুলো চ্যালেঞ্জিং, সমস্যায় পড়লে কীভাবে সমাধান করে, অনেকগুলো কাজ একত্রে আসলে কী করে, ভবিষ্যতে আরও ভালো করতে হলে আর কী কী দক্ষতা বা বিষয় জানতে হবে সে বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করতে বলুন।

৪. প্রশ্নোত্তর: আমন্ত্রিত অতিথিদের সবার বক্তব্য শেষ হলে প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষার্থীদের বলুন, তারা তাদের নিকট আর কী কী জানতে চায়? বিশেষ করে আলোচনা থেকে যেন সংশ্লিষ্ট পেশায় কাজ করতে গেলে যে যে মৌলিক বিষয় বা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় সে বিষয়গুলো উঠে আসে শিক্ষক তা খেয়াল রাখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য শিক্ষক প্যানেলও আলোচকদের প্রশ্ন করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হলে আমন্ত্রিত অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিন।

৫. পরিশেষে সার-সংক্ষেপ করুন যেন শিক্ষার্থীরা সকলে বুঝতে পারে যে, প্রতিটি পেশায় কাজ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। এদের মধ্যে কিছু দক্ষতা আছে যেগুলো প্রতিটি পেশার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেমন, সমস্যার সমাধান করা দক্ষতা, ফলপ্রসূ যোগাযোগ করা দক্ষতা, সূক্ষভাবে চিন্তা করা দক্ষতা, প্রয়োজনে অভিজ্ঞ/অন্যের সহায়তা নেওয়া,

নতুন কিছু তৈরি/উদ্ভাবন করা প্রভৃতি। আবার কিছু দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আছে যেগুলো সংশ্লিষ্ট পেশা সংক্রান্ত, যেগুলো আমাদের আগে শিখতে হয়। পেশা শুরু করার আগে সেই দক্ষতাগুলো না অর্জন না করলে পেশা শুরু করাই যায় না।

৬. অ্যাসাইনমেন্ট প্রদান: শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-৩৭, ছক-২.২ বের করতে বলুন। অ্যাসাইনমেন্ট এর নির্দেশনাটি শিক্ষার্থীদের ভালো করে বুঝিয়ে বলুন যেন শিক্ষার্থীরা সকলে কাজটি ভালোভাবে বুঝে নেয় এবং সে অনুযায়ী অ্যাসাইনমেন্টটি সম্পন্ন করতে পারে। শিক্ষার্থীদের বলুন-

তোমাদের ভালো লাগে, স্থানীয়ভাবে প্রচলিত এমন একটি স্থানীয় পেশা নির্বাচন করো। বাবা-মা কিংবা পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে এ পেশায় কাজ করে, এমন একজন পেশাজীবীকে শনাক্ত করো। বাবা-মা অথবা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ কারো সহায়তা নিয়ে উক্ত পেশাজীবীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করো। ছক ২.২ অনুযায়ী এ পেশায় কাজ করতে গেলে কী কী মৌলিক বিষয় বা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে হবে, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

এরপর ক্লাসের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।

## ৪র্থ ক্লাস

### স্থানীয় ও দেশীয় পেশার মৌলিক দক্ষতাসমূহের সাথে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার যোগসূত্র স্থাপন

সম্ভাব্য উপকরণ: চক, বোর্ড, ডাস্টার, ফ্লিপ চার্ট, মার্কার, ইত্যাদি

অ্যাসাইনমেন্ট ১০মি → কেস স্টাডি এবং ছোট দলে কাজ, ১৫মি → দলগত কাজ উপস্থাপন এবং মিলকরণ, ১৫মি → কেস স্টাডি পর্যালোচনা, ৫মি → অ্যাসাইনমেন্ট প্রদান, ১০মি → সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, ৫মি

১. অ্যাসাইনমেন্ট: শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন। বিগত ক্লাসে দেওয়া অ্যাসাইনমেন্টে (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৭, ছক ২.২) এর কাজটি তিন/চার জন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলুন, যেন কয়েক ধরনের পেশাজীবীর প্রতিফলন সেখানে পাওয়া যায়।

২. একইসাথে বিগত দিনের আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে অনুষ্ঠিত আলোচনার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব মতামত/প্রতিফলন ব্যক্ত করতে বলুন- আলোচনাটি কেমন ছিল, তাদের কেমন লেগেছে? কোন পেশাটি তাদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে? কেন? ৫/৬ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রতিফলন নিন। আলোচনার সার-সংক্ষেপ করুন এভাবে যে, এখানে যে মানুষগুলো এসেছে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে, অনেক কষ্ট করে এই কাজগুলো শিখেছেন। আজ আমরা এমনই আরও কিছু পেশাজীবী লোক সম্পর্কে জানব।

৩. দলগত কাজ: শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৮, ৩৯ ও ৪০ তিনটি কেস (১, ২, ৩) বের করতে

বলুন। শিক্ষার্থীদের সবাইকে ৬টি ছোট দলে ভাগ করে একেক দলে একটি করে কেস পড়তে দিন। ২টি দল একেকটি কেস নিয়ে পড়বে। যেমন, দল ১ এবং ২, প্রথম কেস নিয়ে কাজ করবে। এভাবে দল ৩ ও ৪, দ্বিতীয় কেস নিয়ে এবং দল ৫ ও ৬, তৃতীয় কেস নিয়ে কাজ করবে। প্রত্যেকটি দল কেস পড়ে দলে আলোচনা করবে এবং কেস এর নিচের প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখবে।

৪. প্রতিটি দলকে তাদের দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রথমে দল-১ তাদের কেস পড়ে শোনাবে এবং প্রশ্নের উত্তরগুলো উপস্থাপন করবে। সাথে সাথে দল-২কে তাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো মিলিয়ে নিতে বলুন। দল-১ এর উপস্থাপন শেষ হলে দল-২ কে জিজ্ঞাসা করুন তাদের উত্তর দল-১ এর সাথে মিলেছে কিনা? প্রশ্নের উত্তর মিলে গেলে, দল-২ কে উপস্থাপন করতে হবে না। যদি উত্তর না মিলে, তাহলে তাদেরকে তাদের উত্তরের অংশটি উপস্থাপন করতে বলুন। একইভাবে দল ৩ ও ৪ এবং দল ৫ ও ৬ তাদের কেস পড়ে শোনাবে এবং প্রশ্নের উত্তরগুলো উপস্থাপন করবে।

৫. ছোট দলে কেস স্টাডি উপস্থাপন হয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন। কেসটির উপর ভিত্তি করে আলোচনা করুন যে, তারা কারিগরি (টেকনিক্যাল) কাজগুলো কোথায়, কীভাবে শিখেছে। বিগত দিনে আমন্ত্রিত তিনজন অতিথি থেকে আমরা জেনেছি, তাঁরা বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে টেকনিক্যাল কাজগুলো শিখেছেন। টেকনিক্যাল কাজগুলো শেখানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন মেয়াদে (৩ মাস থেকে ৪ বছর) কারিগরি ও বৃত্তিমুলক বিভিন্ন ধরনের কোর্স পরিচালনা করে থাকে, ইত্যাদি দিকগুলো আলোচনা করুন।

৬. একক কাজ: শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৪১ এর 'দক্ষতা উন্নয়নে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কোর্স' এককভাবে পড়তে দিন। সকলের পড়া শেষ হলে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বিষয়বস্তুর আলোকে উত্তর দিন।
এবার শিক্ষার্থীদেরকে তাদের উপজেলায় কোন কোন প্রতিষ্ঠানে এ সকল দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে বলুন। এজন্য এক সপ্তাহ সময় দিন যাতে তারা বিভিন্ন উৎস থেকে খোঁজ নিয়ে তা জানতে পারে। আপনিও একটি তালিকা সংগ্রহে রাখুন, যাতে পরবর্তী ক্লাসে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিতে পারেন।

৭. সারসংক্ষেপ: পরিশেষে আলোচনার সার-সংক্ষেপ করুন যেন শিক্ষার্থীরা সকলে বুঝতে পারে যে, প্রতিটি পেশাই সমাজ এবং দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কোনো পেশাই ছোট বা সামান্য নয়। পর্যাপ্ত কারিগরি ও বৃত্তিমুলক দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং সংকল্পের সাথে যদি কাজ করা যায় তাহলে যেকোনো পেশাই আকর্ষণীয় হতে পারে, পর্যাপ্ত উপার্জনও হতে পারে। আমরা ছোট-বড়, স্থানীয়-বিদেশী প্রতিটি পেশাকেই সমান দৃষ্টিতে দেখব এবং সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের যথাযথ সম্মান দেব। পাঠ্যপুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠার ছড়ার লাইনটি সবাইকে সমস্বরে আবৃত্তি করতে বলুন-

**'পেশা নয় ছোটো বড়ো**
**সব পেশাকেই সম্মান করো।'**

আবৃত্তি শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস শেষ করুন।

# আগামীর স্বপ্ন

## শিখন যোগ্যতা

**ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির (ভয়েস টেকনোলজী, বায়োমেট্রিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবটিক্স) প্রভাব বিশ্লেষণ করে নিজেকে তার সঙ্গে অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।**

এই যোগ্যতায় যা যা থাকবে-

- ভবিষ্যত প্রযুক্তির উন্নয়ন বিবেচনা করে ৪০ বছর পরের বিশ্ব কল্পনা করা
- ভবিষ্যত প্রযুক্তি ও বিশ্বের উন্নয়ন বিবেচনায় ভবিষ্যত পেশায় এর প্রভাব বিশ্লেষণ
- অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি

## ১ম ক্লাস

**ভবিষ্যতের বিভিন্ন চিত্রের সাথে পরিচিতি লাভ করা**

সম্ভাব্য উপকরণ: প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, পাঠ্যপুস্তক, কাগজ, কলম, পেন্সিল, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

ছবি প্রদর্শন (৫ মি) → একক কাজ (১০ মি) → জোড়ায় কাজ (৫ মি) → সংক্ষিপ্ত আলোচনা (১২ মি) → গল্প তৈরি (১০মি) → প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা (৮ মি)

১. সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন। শিক্ষার্থীদের কাগজ ও কলম নিয়ে প্রস্তুত হতে বলুন । তাদেরকে বলুন যে আপনি কয়েকটি ছবি দেখাবেন এবং প্রত্যেকটি ছবি দেখে তাদের প্রথম যে শব্দ বা শব্দগুলো বা বাক্য মনে পড়ে, তা কাগজে লিখে ফেলতে হবে।

২. পরবর্তী অংশের সহায়ক তথ্যের চিত্র ৩.১.১ থেকে চিত্র ৩.১.৮ শিক্ষক সহায়িকা থেকে দেখান বা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে একটার পর একটা প্রদর্শন করুন। (একটি চিত্র ১০ থেকে ২০ সেকেন্ড) এবার চিত্র দেখে পাঠ্যপুস্তকের ৪৫ থেকে ৪৭ পৃষ্ঠার সংশ্লিষ্ট চিত্রের পাশে লেখার জন্য সময় দিন।

৩. সবগুলো চিত্র দেখানোর পর চিত্রগুলোর মধ্যে যে চিত্রটি শিক্ষার্থীর কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয়েছে ,সেটি বাছাই করতে বলুন এবং চিত্রটি সম্পর্কে নিজের অনুভুতি পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৪৮ এর 'বাক্স ৩.১: আমার বিস্ময়' এ লিখতে বলুন।

৪. জোড়ায় একজনের অনুভুতি আরেকজনের সাথে শেয়ার করতে বলুন।

৫. শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন চিত্রগুলোর মধ্যে কোনগুলো বর্তমানের এবং কোন চিত্রগুলো ভবিষ্যতের।

চিত্রের কোন ভবিষ্যতগুলো সম্ভব? কোনগুলো অসম্ভব? তা জিজ্ঞেস করে মতামত নিন। যেহেতু ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয় তাই শিক্ষার্থীদের যেকোনো মতামতেরই প্রশংসা করুন।

৬. এইসব ভবিষ্যৎগুলোর মধ্যে কোনগুলো প্রত্যাশিত কোনগুলো অপ্রত্যাশিত অর্থাৎ কোনগুলো তোমরা চাও, কোনগুলো চাও না? এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে মতামত নিন।

৭. ভবিষ্যৎ নিয়ে শিক্ষার্থীদের নিজ কল্পনায় যেকোনো একটা গল্প তৈরি করতে বলুন। গল্পটি তারা যেকোননো মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে (ছবি, রচনা, কবিতা, গান, ইত্যাদি)। গল্প শেষ করলে তাদের গল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞেস করুন-

ক. এই ভবিষ্যৎ কি সম্ভব না অসম্ভব?

খ. এই ভবিষ্যৎ কি প্রত্যাশিত নাকি অপ্রত্যাশিত?

৮. ক্লাসের শেষে বলুন যে পরের ক্লাস থেকে তারা তাদের এলাকার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করবে। সকল শিক্ষার্থীকে ৪০ বছর পর তাদের এলাকা দেখতে কেমন হবে, তা নিয়ে কল্পনা করার জন্য উৎসাহ দিন।

## সহায়ক তথ্য

ভবিষ্যতে আসলে কী হবে তা বলা সম্ভাব নয়, তবে একেকজন মানুষ একেকভাবে ভবিষ্যৎ নিয়ে কল্পনা করে তার নিজের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে। এই জন্য খেয়াল রাখবেন যে ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভিন্ন চিত্র, গল্প ও পরিকল্পনা আছে। ভবিষ্যৎ নিয়ে যে বিভিন্ন কল্পনা তার মধ্যে কোনটি ভুল বা কোনটি ঠিক তা মূল বিষয় না, কিন্তু এই কল্পনার মধ্যে কিছু কল্পনা সম্ভব, কিছু কল্পনা অসম্ভব। যে ভবিষ্যতের কল্পনাগুলো সম্ভব, তার মধ্যে কিছু কল্পনা বাস্তবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কিছু বাস্তবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা কম। এইগুলোর মধ্যে কিছু কল্পনা প্রত্যাশিত, কিছু আবার প্রত্যাশিত নাও হতে পারে।

জিম ডেটর নামের এক ভবিষ্যৎবিদ বলেছিলেন "ভবিষ্যৎ নিয়ে যেকোনো কথা প্রথম প্রথম উদ্ভট মনে হয়"। যখন লিওনার্দো ডা ভিঞ্চি মানুষের আকাশে উড়া নিয়ে ছবি এঁকেছিল বা বিভিন্ন পরীক্ষা করতেন, তখন তাঁর চিন্তা তার এলাকার মানুষের কাছে উদ্ভট মনে হতো। তবে এখন মানুষ হেলিকপ্টার বা বিমানের মাধ্যমে এবং অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে আকাশে উড়তে পারে। শিক্ষার্থীদের সাথে যখন ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করবেন, তাদের উন্মুক্তভাবেই কল্পনা করতে দিন।

অনেকেই মনে করতে পারে, যে আমরা কল্পনা করলাম ঠিক আছে কিন্তু আমি কে বা আমরা কারা, ভবিষ্যতকে বদলানোর জন্য, আমাদের কাছে তো সেই ক্ষমতা নেই। তবে প্রত্যেকটি মানুষেরই কিছু না কিছু ক্ষমতা থাকে ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু একটা করার জন্য। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, একই কাজ বার বার করে ভিন্ন ফলাফল আশা করা পাগলামি মাত্র। অতএব, অন্যরকম ভবিষ্যৎ চাইলে বর্তমানে অন্য কিছু করতে হবে। ভবিষ্যৎকে কল্পনা ও বিবেচনা করে বর্তমানে আমরা কী করতে পারি, তা নিয়েই আমরা এই পাঠগুলোতে আমরা আলোচনা করবো।

(পাঠ্যপুস্তকের ৪৫-৪৭ পৃষ্ঠার চিত্রগুলো শিক্ষার্থীদের দেখানোর জন্য পরের পৃষ্ঠাগুলোতে সময় পোষ্টার হিসেবে এই পৃষ্ঠা/ছবিগুলো ব্যবহার করতে পারেন।)

3D
printing
ROBOT

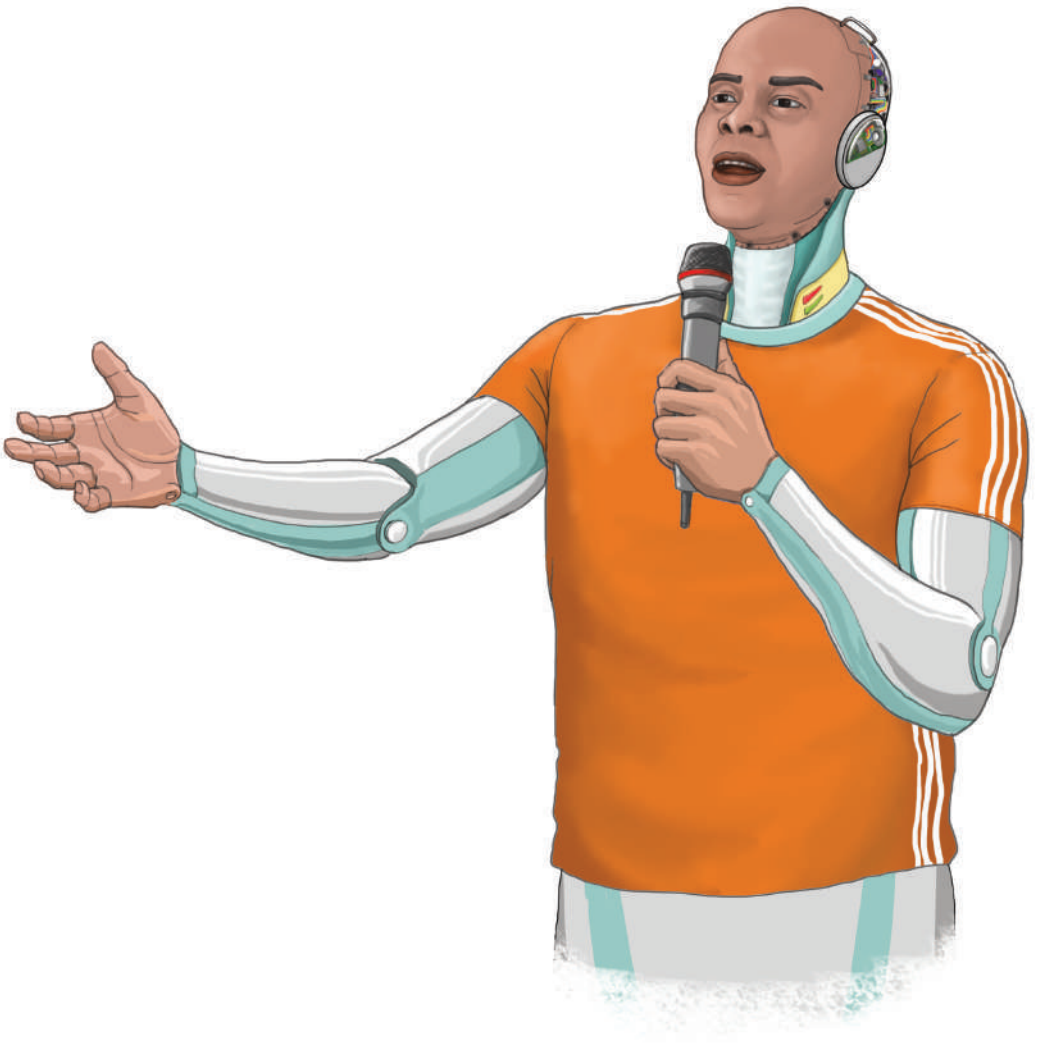

2024
2065
60
10:25

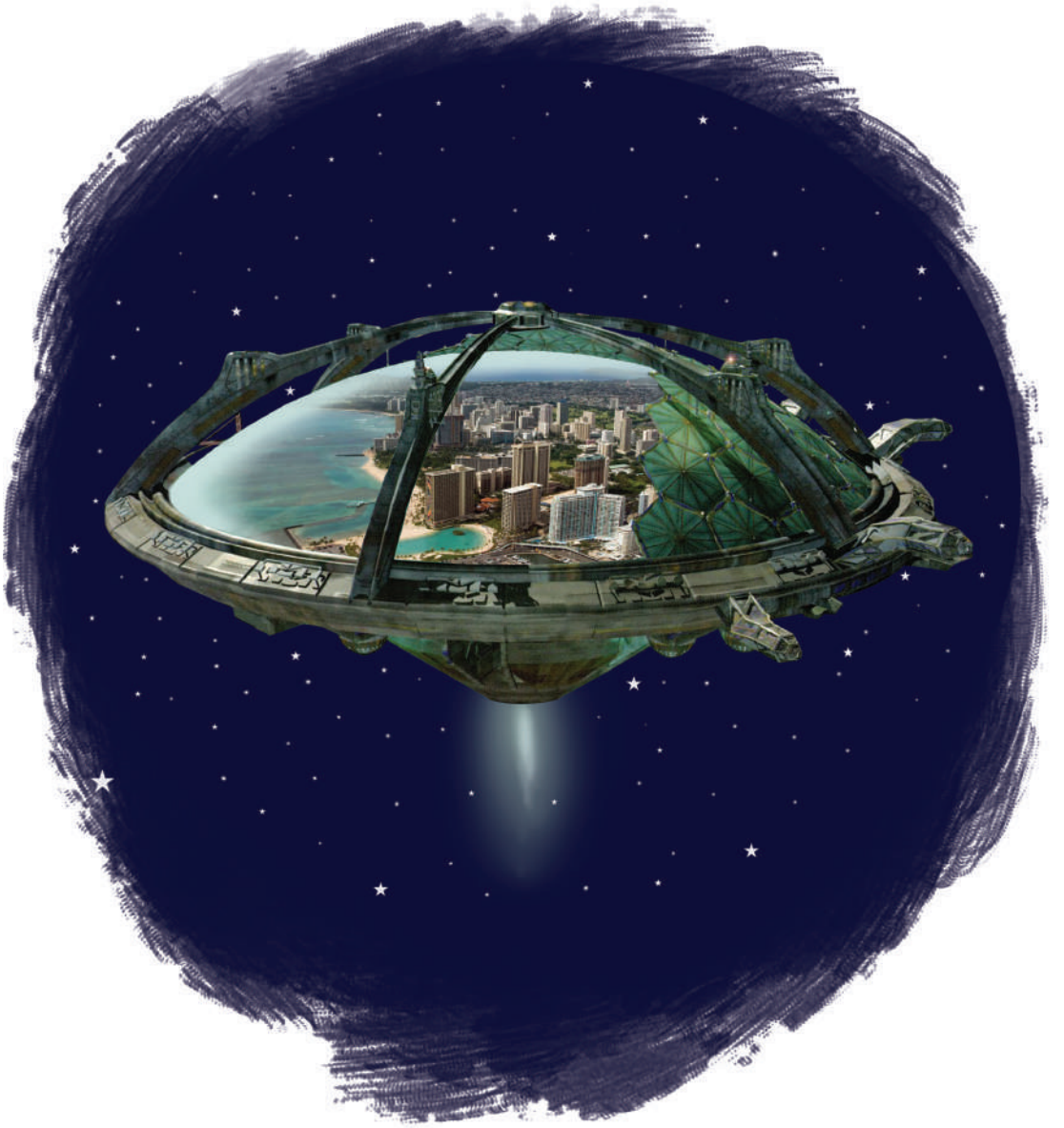

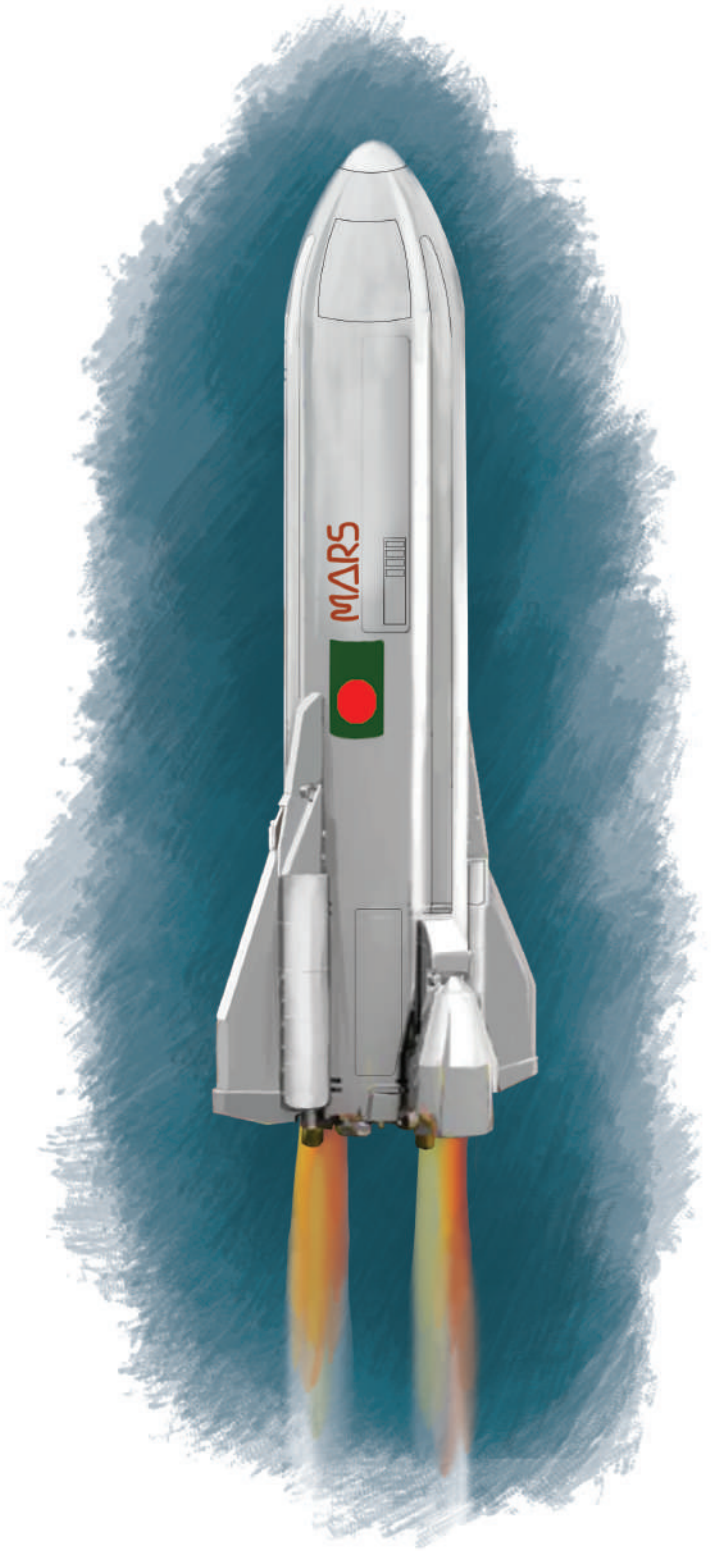
MARS

## সহায়ক তথ্য:

পাঠ্যপুস্তকের ৪৫ থেকে ৪৭ পৃষ্ঠার ৩.১.১ থেকে ৩.১.৮ এ যে চিত্রগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তার কিছু ব্যাখ্যা নিচে পড়ে নিন। এই তথ্যগুলো শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করার সময়ে কাজে লাগতে পারে।

### চিত্র ৩.১.১: থ্রিডি প্রিন্টার

থ্রিডি প্রিন্টিং হচ্ছে, কোনো বস্তুর ত্রিমাত্রিক মডেল তৈরির প্রযুক্তি। এটি এমন একটি ডিভাইস, যা যেকোনো বাস্তব বস্তুর ত্রিমাত্রিক রেপ্লিকা তৈরি করতে সক্ষম। বস্তুর ত্রিমাত্রিক মডেল কম্পিউটারে ডিজাইন বা স্ক্যান করে প্রিন্টার এর মাধ্যমে সম্পূর্ন বস্তুটি তৈরির নামই থ্রিডি প্রিন্টিং। চাক হাল ১৯৮৪ সালে স্টেরিওলিথগ্রাফি প্রসেস এর উপর ভিত্তি করে প্রথম এ প্রিন্টার তৈরি করেন। স্বাস্থ্য উপকরণ তৈরি, অরগান প্রিন্টিং, মানব দেহের বিভিন্ন অংশের সূক্ষ্ম মডেল তৈরি, খেলনা, মডেল টাউন, মাইক্রোবায়োলোজির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়ার মডেল তৈরি  ইত্যাদি অসংখ্য কাজে এই প্রিন্টার ব্যবহার করা যাবে।

### চিত্র ৩.১.২: মানুষের মতো দেখতে রোবট

এটি দেখতে মানুষের মতো মনে হলেও আসলে একটি বোবট। এরা কথা বলতে পারে, নাচতে পারে, অভিব্যক্তিও দিতে পারে। দেখতে পুরোপুরি মানুষের মতো কিন্তু মানুষ না। তবে, মানুষের মতো চিন্তা করতে পারে, তার উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে। তবে এই ধরনের রোবট কোন কোন কাজ করবে, তা সাধারণত মানুষই প্রোগ্রাম করে নির্ধারণ করে দেয়।

### চিত্র ৩.১.৩: টাইম মেশিন

একটি কাল্পনিক প্রযুক্তি। এমন প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে মানুষ চাইলেই অতীত কিংবা ভবিষ্যতে চলে যেতে পারবে। সময় পরিভ্রমণ করা যাবে এই যন্ত্রের মাধ্যমে।

### চিত্র ৩.১.৪ উড়ন্ত গাড়ি

গাড়ি আকাশে উড়ে তার গন্তব্যে যাবে। ট্রাফিক জ্যামে আটকে থেকে ঘন্টার পর ঘন্টা কারো সময় ব্যয় করতে হবে না! যখনই প্রয়োজন হবে, খোলা আকাশে গাড়িতে করে উড়ে নিজ গন্তব্যে চলে যাওয়া যাবে হয়তো।

### চিত্র ৩.১.৫ সবুজ শহর

ঢাকা শহরের কাল্পনিক চিত্র। এমন এক সময় আসতে পারে, যখন মানুষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রকৃতির ইতিবাচক পরিবর্তন করতে পারবে। ফলে সব শহর হয়ে উঠবে সবুজ শহর।

### চিত্র ৩.১.৬: উড়ন্ত শহর

কাল্পনিক চিত্র। আজকাল সাগরে খুব বড় বড় জাহাজ চলে, হোটেলের মতো কয়েকতলা হয়, যাত্রীদের থাকার ঘর, সুইমিং পুল ইত্যাদি থাকে। ভবিষ্যতে হয়তো উড়ন্ত শহর তৈরি হবে।

### চিত্র ৩.১.৭: বাংলাদেশ টু মঙ্গলগ্রহ মহাকাশ যান

কাল্পনিক চিত্র। ভবিষ্যতে হয়তো মঙ্গল গ্রহে মানুষের বসবাসের উপযোগী শহর গড়ে উঠবে। মানুষ নিয়মিত মঙ্গল গ্রহে যাতায়াত করবে। বাংলাদেশ থেকে নিয়মিত মঙ্গল গ্রহে মহাকাশ যান চলাচল করবে।

### চিত্র ৩.১.৮: উড়ন্ত মানুষ

একটি কাল্পনিক প্রযুক্তি। এমন কোনো প্রযুক্তি যা দিয়ে মানুষ নিজে নিজে আকাশে উড়ে বেড়াবে।

## ২য় ক্লাস

## নিজ এলাকার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ নিয়ে কল্পনা করা

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, কাগজ, কলম, পেন্সিল, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

| গল্প পড়া (১০ মি) | জোড়ায় আলোচনা (১৫ মি) | দলগত কাজ (১০ মি) | নাটকের পরিকল্পনা (২০ মি) | অ্যাসাইনমেন্ট প্রদান (৫ মি) |
|---|---|---|---|---|

১. **গল্প পড়া:** গল্প বলার জন্য সুন্দর একটি পরিবেশ তৈরি করুন। শ্রেণিকক্ষের দরজা জানালা বন্ধ করে মোমবাতি জ্বালিয়ে শিক্ষার্থীদের গোল করে বসিয়েও গল্প বলার পরিবেশ তৈরি করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের বলুন আজ আমরা একটি ভবিষ্যতের গল্প শুনবো। আপনি নিজে অথবা শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে যারা খুব সুন্দর করে পড়তে পারে তাদের দিয়েও গল্পটি পড়াতে পারেন। পাঠ্যপুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠার '২০৬২ এর একদিন' গল্পটি পড়তে দিন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে গল্পটি শোনার বিষয়টি নিশ্চিত করুন। গল্প শোনার সময় শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক খুলতে নিরুৎসাহিত করুন।

## গল্পের জন্য সহায়ক তথ্য

এই পাঠে একটি ভবিষ্যতের গল্প বলা আছে সেই গল্পে বিভিন্ন প্রযুক্তির কথা বলা হয়েছে, এখানে সেই প্রযুক্তিগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

১. অ্যালার্মওয়ালা বালিশ- এটি একটি স্মার্ট বালিশ যেখানে অ্যালার্ম ঠিক করে রাখা যায়।
২. ইশারাভিত্তিক প্রযুক্তি- এটি একটি বিশেষ প্রযুক্তি, যা ইশারা অনুসরণ করতে পারে। ইশারা দিয়ে দিয়ে রাফিয়া বিভিন্ন কাজ করে ফেলতে পারে। প্রযুক্তি এমন যে রাফিয়ার ইশারা বুঝতে পারে।
৩. উড়ন্ত বাস ও গাড়ি-ভবিষ্যতে হয়তো গাড়ি ও বাস উড়তে পারবে। চালক ছাড়াও হয়তো চলতে পারবে।
৪. থ্রিডি মাইক্রোওয়েব- এই প্রযুক্তি থেকে ৩ডি প্রিন্টারের মতো খাবার বের হতে পারে। প্রিন্টার থেকে যেরকম কাগজ বের হয়, থ্রিডি প্রিন্টার থেকে বস্তু বের হয়, আজকাল থ্রিডি প্রিন্টার দিয়ে বিভিন্ন যন্ত্র ও শিল্প বানানো হয়, পুরো বাসা বাড়িও বানানো হয় এবং খাবার বানানো নিয়েও গবেষণা হচ্ছে।
৫. বাড়ির রোবট- বাড়িতে এই রোবট বিভিন্ন কাজ করে দিবে।
৬. শিক্ষা ড্রোন- ড্রোন বলা হচ্ছে যেহেতু এটা আকাশে উড়তে পারে, কিন্তু এই ড্রোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা নিয়ে সাহায্য করবে এবং শিক্ষার্থীর পাশাপাশি উড়তে থাকবে। এই গল্পে শিক্ষার্থী ড্রোনকে কিছু বললে ড্রোন তা আলো প্রজেক্ট করে দেখিয়ে দিবে।

৭. হলোগ্রাফ- আলো দিয়ে তৈরি যা দেখলে মনে হয় যে থ্রিডি বস্তু, আসলে শুধু আলো দিয়েই তৈরি।
৮. অগমেন্টেড টেবিল-টেবিলেই হলোগ্রাফের মতন বিভিন্ন থ্রিডি ছবি দেখা যাবে।
৯. কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন- এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বর্তমানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে তথ্য পাঠনো যায় মুহূর্তের মধ্যেই। ভবিষ্যতে হয়তো শুধু তথ্য নয়, মানুষও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারবে মুহূর্তের মধ্যেই। এই গল্পে বলা হয়েছে যে, এক মুহূর্তে মানুষ পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহে যেতে পারবে।

২. শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৪৯ খুলতে বলুন। ভবিষ্যতের গল্পটি এবার নিজে নিজে পড়তে বলুন। ওপরের সহায়ক তথ্যের আলোকে গল্পের কোনো অংশ না বুঝলে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন ।

৩. শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় বসে গল্প নিয়ে আলোচনা করতে বলুন। আলোচনা করার সময় নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করতে বলুন—
ক) গল্পটি কেমন লাগলো?
খ) গল্পটি কি কখনও সম্ভব, নাকি অসম্ভব?
গ) গল্পের সবচেয়ে বেশি বিস্ময়কর অংশ কোনটি?

৪. শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে প্রায় ৪০ বছর পরে (এখন ২০২৪ সাল হলে ২০৬২ সালে) তাদের এলাকার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে? ভাবনার জন্য কিছু সময় দিন।

৫. পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৪৯ এর বক্স ৩.২ এ তাদের ভাবনাগুলোর ওপর ভিত্তি করে গল্প লিখতে বলুন অথবা চিত্র আঁকতে বলুন। গল্প বা চিত্র আঁকা শেষ হলে, কয়েকজন শিক্ষার্থীর লিখিত গল্প পড়তে দিন ও চিত্রগুলো প্রদর্শন করতে বলুন।

৬. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করুন; (একেকটি দলে ৮ থেকে ১০ জন শিক্ষার্থী থাকতে পারে।) শিক্ষার্থীদেরকে বলুন— প্রায় ৪০ বছর পরে তাদের এলাকার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে, তা নিয়ে একটি মঞ্চ নাটকের পরিকল্পনা করতে হবে; যে নাটকের মাধ্যমে ৪০ বছর পরে তার এলাকার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ কী, তা তুলে আনতে পারবে। নাটকে ৪০ বছর পর নিজেদের কোন পেশায় দেখতে চায়, তা নিয়ে তারা অভিনয় করবে। তারা অভিনয় করবে ৪০ বছর পরের এমন একটি সময়ে, যেখানে তাদের দলের অন্যান্য সদস্যের সাথে তাদের দেখা হবে।

নাটকের সময় ৮-১২ মিনিটের মতো হতে পারে। নাটকে গান, কবিতা, নাচ নিয়ে যুক্ত করা যেতে পারে আসতে পারে। মঞ্চ কেমন দেখতে হবে, তারা কী পোশাক পরবে, তাদের হাতে কেমন প্রযুক্তি থাকবে, এটা নিয়েও ভাবতে হবে। শিক্ষক নিজেই অথবা শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, এই নাটক কি শুধু এই শ্রেণিতেই প্রদর্শিত হবে নাকি বিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হবে?(নাটকটি একমাস পরে প্রদর্শন করতে হবে। আগামী একমাস তারা টিফিনের ফাঁকে বা খেলার সময় এই নাটক নিয়ে পরিকল্পনা করবে এবং রিহার্সেল দিবে। নাটকটির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। )

৭. নাটক নিয়ে আলোচনা করার জন্য ৫- ১০ মিনিট সময় দিন।

৮. শিক্ষার্থীদেরকে বলুন, ভবিষ্যতে কী কী নতুন প্রযুক্তি আসতে পারে তার একটা তালিকা পরের ক্লাসের জন্য প্রস্তুত করে আনতে। এমন প্রযুক্তিও হতে পারে যেটা এখনও তৈরি হয় নাই। শিক্ষার্থীদের কে জিম ডেটর নামের এক ভবিষ্যতবিদের কথা শেয়ার করতে পারেন, উনি বলেছিলেন "ভবিষ্যৎ নিয়ে যেকোনো কথা প্রথম প্রথম উদ্ভট মনে হতে পারে"।

## ৩য় ক্লাস

### ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি লাভ করা

সম্ভাব্য উপকরণ: প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, পাঠ্যপুস্তক, কাগজ, কলম, ফ্লিপচার্ট, ভিডিও, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

রিক্যাপ (৫ মি) → প্লেনারি আলোচনা (১৫ মি) → দলগত কাজ (১০ মি) → দলগত কাজ উপস্থাপন (১২ মি) → সংক্ষিপ্ত আলোচনা (৮ মি)

১. রিক্যাপ: সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, কে কে বিগত দিনের কাজটি অর্থাৎ ভবিষ্যতের প্রযুক্তির তালিকা তৈরি করে এনেছে। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের তৈরি ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির তালিকা উপস্থাপন করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত ভবিষ্যত প্রযুক্তির তালিকা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন, অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরও প্রশ্ন করার সুযোগ দিন।

২. বোর্ডের ঠিক মাঝ বরাবর "চালকবিহীন গাড়ি" লিখুন। চালকবিহীন গাড়ি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন। তাদের বলুন- চালকবিহীন গাড়ি হলো-এমন একধরনের গাড়ি, যে গাড়ি চালাতে কোনো চালকের প্রয়োজন হয় না। গাড়ি নিজে নিজেই তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। সাধারণ গাড়ির মতো এই গাড়িতেও মানুষ বা পণ্য পরিবহন করা যায়, সেই সাথে, যেসব জায়গাতে মানুষ যেতে পারে না, এরকম অতি গরম বা অতি ঠান্ডা জায়গা, যেই জায়গায় অক্সিজেন কম বা নাই, ধরনের জায়গাতেও চালকবিহীন গাড়ি যেতে পারে।

৩. শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, সারাদেশে চালকবিহীন গাড়ি চালু হলে এর কী ধরনের প্রভাব পড়বে। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বোর্ডে চালকবিহীন গাড়ি শব্দটির চারিদিকে লিখুন। শিক্ষার্থীদের বলুন, এই প্রভাবগুলো হলো প্রাথমিক প্রভাব। এবার প্রতিটি প্রাথমিক প্রভাবের দ্বিতীয় স্তরের প্রভাব শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান। অর্থাৎ চালকবিহীন গাড়ির প্রাথমিক প্রভাব হলো, এতে বর্তমান সময়ের চালকদের চাকরি চলে যাবে।

৪. এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্তরের প্রভাব হলো চালকদের চাকুরি চলে গেলে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পাবে। এভাবে প্রতিটি প্রাথমিক স্তরের প্রভাবের কারণে সৃষ্ট দ্বিতীয় স্তরের প্রভাব শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে নিচের চিত্রের মতো করে বোর্ডে লিখুন। এভাবে বোর্ডে যা তৈরি হলো তা ভবিষ্যৎ চক্র নামে পরিচিত। এই বিষয়টি তাদের বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ্যবইয়ের চিত্র ৩.৫: ভবিষ্যৎ চক্র: চালকবিহীন গাড়ি

৫. শিক্ষার্থীদের বলুন এভাবে দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ স্তরের প্রভাবও বের করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন কোন প্রভাবগুলো ইতিবাচক এবং কোন প্রভাবগুলো নেতিবাচক।

৬. নাটকের জন্য গঠিত দল অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের আলাদা আলাদা করে বসতে বলুন। দলের আগ্রহ অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠার ভবিষ্যত প্রযুক্তি থেকে একটি প্রযুক্তি বাছাই করতে বলুন। লক্ষ রাখবেন যাতে প্রতিটি প্রযুক্তিই অন্তত একটি দল বাছাই করে। এবার প্রতিটি দলকে নিচের ছক অনুযায়ী দলগত কাজ করতে দিন।

ক. প্রযুক্তির নাম

খ. প্রয়োগ বা কোন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে

গ. ভবিষ্যত চক্র:

৭. দলগত কাজ করার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।

৮. প্রতিটি দলেকে উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতিটি দলের উপস্থাপন শেষে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন-উত্তরের সুযোগ দিন। প্রতিটি প্রযুক্তির সাথে পেশার সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করুন। নতুন প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে নতুন নতুন পেশা যেমন সৃষ্টি হয়, তেমনি অনেক পুরাতন পেশা হারিয়ে যেতে পারে বা পেশার ধরন পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে- এই বিষটি উদাহরণের মাধ্যমে সুস্পট করুন।

৯. উপস্থাপন শেষ হলে নাটকের প্রস্তুতির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন ও আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের বলুন ,তারা ইচ্ছে করলে আজকের ক্লাসে আলোচিত প্রযুক্তিও তাদের নাটকে ব্যবহার করতে পারে।

## ৪র্থ-৭ম ক্লাস

### নাটক প্রদর্শনের প্রস্তুতি ও নাটক প্রদর্শন

সম্ভাব্য উপকরণ: নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য সম্ভাব্য যা যা উপকরণ লাগতে পারে, নাটকের স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে

নাটকের গল্প তৈরি, স্থান নির্বাচন ও রিহার্সেল করা দুটি ক্লাস → পরিকল্পনা অনুযায়ী নাটক মঞ্চস্থ করা একটি ক্লাস → নাটক নিয়ে আলোচনা একটি ক্লাস

১. নাটকের প্রস্তুতির জন্য একটি ক্লাস বরাদ্দ করুন।

২. শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা করুন। বিশেষত নাটকে নতুন প্রযুক্তি উপস্থাপন, নাটকের গল্প তৈরি, রিহার্সেল করা, নাটকের স্থান নির্বাচন ইত্যাদি। প্রয়োজন অনুযায়ী শিল্প ও সংস্কৃতির শিক্ষকের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

৩. নাটক প্রদর্শনের জন্য ১টি ক্লাস বরাদ্দ করা যেতে পারে। নাটক প্রদর্শনের দিন প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকদেরও আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

৪. নাটক প্রদর্শনের পর, নাটক নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি ক্লাস বরাদ্দ করা যেতে পারে। আলোচনায় নিচের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

- নাটকটি করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর কোন কোন বিষয় ভালো লেগেছে?
- নাটকের যে চরিত্রে ও পেশায় সে অভিনয় করেছে, সে চরিত্রটি সম্পর্কে তার অনুভুতি কী?
- কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল? চ্যালেঞ্জগুলো কীভাবে মোকাবিলা করেছে?
- নাটক থেকে তারা নতুন কী কী শিখেছে?
- ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কেমন লেগেছে?
- ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা কীভাবে প্রস্তুত হতে পারি?

৫. জীবন ও জীবিকা বিষয়ক খাতায় নাটক করার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করুন। নাটকে অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

৬. স্বমূল্যায়ন অংশটি বাড়িতে করার নির্দেশনা দিয়ে ক্লাসটি সমাপ্ত করুন। (এই অভিজ্ঞতার সকল কাজ সমাপ্ত হলে, নির্ধারিত পিআই অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার রেকর্ড সংরক্ষণ করুন।)

# আর্থিক ভাবনা

## শিখন যোগ্যতা

**অভিভাবকের সহযোগিতায় স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় সঞ্চয়ের নিমিত্তে স্কুল ব্যাংকিং একাউন্ট খুলতে ও তা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারা।**

**এই যোগ্যতায় যা যা থাকবে...**

- ব্যক্তিগত শখ/প্রয়োজন মেটাতে নিজের মতো করে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা ও সঞ্চয়ের গুরুত্ব অনুধাবন
- ব্যাংক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণায়ন ও সঞ্চয়ের উপায় হিসেবে উপলব্ধি
- স্কুল ব্যাংক একাউন্ট খোলার উপায় জানা ও ব্যাংক একাউন্ট ফরম পূরণ করা
- অভিভাবককে সংশ্লিষ্ট করে ব্যাংক একাউন্ট খোলা
- একাউন্ট পরিচালনার পরিকল্পনা করা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী নিষ্ঠার সাথে তা পরিচালনা করা

**উক্ত যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, সেগুলো হলো-**

ক) আর্থিক ডায়েরি মেইনটেনেন্স

খ) আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

গ) ব্যাংক একাউন্ট/ হিসাব খোলা এবং ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করা

মোট ক্লাস সংখ্যা : ৬

## ১ম ক্লাস

**সঞ্চয়**

**সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি**

ছড়া আবৃত্তি ৫মি | দলগত কাজ: ঈশপের গল্প (২০ মি) | অভিজ্ঞতা বিনিময় (১০ মি) | মাইন্ড ম্যাপিং (৮ মি) | একক কাজ (৭ মি) | আলোচনা (১০মি)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের বিখ্যাত ছড়াটি শিক্ষার্থীদের একজনকে আবৃত্তি করতে বলুন:

পিপীলিকা, পিপীলিকা
দলবল ছাড়ি একা
কোথা যাও, যাও ভাই বলি।
শীতের সঞ্চয় চাই
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই
ছয় পায়ে পিলপিল চলি।

২. উক্ত ছড়ায় কী বলা হয়েছে, তা জানার জন্য উন্মুক্ত প্রশ্ন করুন। যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনুন।

৩. দলগত কাজ: এবার সবাইকে ৪টি দলে বিভক্ত করুন। পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৬০ খুলে ঈশপের গল্পটি পড়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বক্সের প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করতে বলুন। এবার যেকোনো দুটি দলের পক্ষ থেকে উত্তরগুলো উপস্থাপন করতে বলুন। দুই দলের উপস্থাপন শেষ হলে অন্যরা তাদের উত্তরের সাথে একমত কিনা কিংবা কারো কোনো মতামত আছে কিনা, সাথে কিছু যুক্ত করতে চায় কিনা, তা জেনে নিন।

**১. শীতকালে কে ভালোভাবে এবং নিশ্চিন্তে থাকতে পেরেছিল এবং কেন?-**
**২. গল্পটি থেকে তুমি কী শিখলে?**

৪. অভিজ্ঞতা বিনিময়: এরপর কেউ কখনো বাজারে গিয়ে নিজে কেনাকাটা/শপিং/বাজার করেছে কিনা এবং তা করতে গিয়ে নির্দিষ্ট ফর্দের জিনিস কেনাকাটার পর কিছু টাকা বাঁচাতে পেরেছে কিনা জিজ্ঞেস করুন । অনেকেই হাত তুললে তাদের মধ্য থেকে একজনকে এসে তার বাজার/শপিং করার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে বলুন। অভিজ্ঞতা শোনার পর সবাইকে হাততালি দিতে বলুন ।

৫. মাইন্ড ম্যাপিং: এবার সঞ্চয় সম্পর্কে শিক্ষক সহায়িকার সহায়তা নিয়ে মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করুন

৬. একক কাজ: শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৬২ এর ছকটি পূরণ করে সঞ্চয়ের হিসাব করতে বলুন এবং এককভাবে ছকটি পূরণ করতে বলুন। মোট সঞ্চয়ের হিসেব বের করতে দিন। বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন, আয়-ব্যয় বা সঞ্চয়ের পরিমাণের ভিত্তিতে কেউ যেন অস্বস্তি বোধ না করে।

৭. এবার সঞ্চয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। এরপর শিক্ষার্থীদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখার জন্য পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৬৩ ছক ৪.১ আর্থিক ডায়েরি বুঝিয়ে দিন। বাড়িতে গিয়ে এই ছক এঁকে একটি ডায়েরি বানাতে বলুন এবং নিয়মিত উক্ত ডায়েরিতে আয়-ব্যয়ের তথ্যগুলো লিখতে বলুন।

## সহায়ক তথ্য

### সঞ্চয়

আমাদের খরচের চেয়ে আয় বেশি হলে যে টাকা উদ্বৃত্ত থেকে যায় তা-ই সঞ্চয়। প্রতিদিনের কাজকর্মের মধ্য দিয়েও আমরা সঞ্চয়কে বুঝতে পারি। যেমন ধরো, তোমার এলাকাটি পৌরসভার আওতায় পড়েছে। এখানে প্রতিদিন নিয়ম করে নির্দিষ্ট সময়ে লাইনে পানি সরবরাহ করা হয়। আমরা তখন সারাদিনের জন্য পানি ধরে রাখি। যখন লাইনে পানি থাকে না তখন আমরা সেই জমানো পানি খরচ করি। প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে এভাবে জমিয়ে রাখা হলো সঞ্চয়।

আমরা যখন কোনো প্রয়োজন মেটাতে কিছু কেনাকাটা করি, তখন আমাদের আয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ কমতে থাকে। এভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমরা যে আয় করি তা থেকে ব্যয়ের পর অবশিষ্ট যে অর্থ থাকে, তাই সঞ্চয়। অপচয় পরিহার করে অর্থ সাশ্রয় করাটাও কিন্তু সঞ্চয়ের মধ্যে পড়ে যায়। মনে করো, গত ঈদ বা পূঁজায় তুমি ১০০ টাকা সেলামী পেয়েছো, ওটা তোমার আয়। এখন এই টাকা থেকে তুমি যদি ৫০ টাকা দিয়ে কোনো খেলনা ক্রয় করো তবে তোমার কাছে ৫০ টাকা জমা থাকছে, এটা হলো তোমার সঞ্চয়।

৮. বোর্ডে বড় করে লিখুন,

**বিনা কাজে ব্যয় নয়,**
**তবেই হবে সঞ্চয়**

এবার সবাইকে সমস্বরে বলতে বলুন এবং বিষয়টি মনে প্রাণে অনুভব করতে বলুন, নিজের ক্ষেত্রে সেটি চর্চা করতে উৎসাহ দিয়ে ক্লাসটি শেষ করুন।

## ২য় ক্লাস

**ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতে নিজের মতো করে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা ও সঞ্চয়ের গুরুত্ব অনুধাবন**

**সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি**

ডায়েরি পর্যবেক্ষণ (৫ মি) → দলগত কাজ (১৫ মি) → প্লেনারি আলোচনা (১০ মি) → মাইন্ড ম্যাপিং (১০ মি) → সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা (১০ মি)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। শিক্ষার্থীরা আর্থিক ডায়েরি তৈরি করেছে কিনা এবং নিয়মিত লিখছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন। দুই একজনের ডায়েরি পর্যবেক্ষণ করুন। সবাইকে ডায়েরি লিখতে উদ্বুদ্ধ করুন।

২. এবার সবাইকে ৪টি দলে বিভক্ত করুন। দলে বসে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৬৪ এর কেসস্টাডিটি-রামুর স্বপ্ন পড়তে দিন (দলের যেকোনো একজন ধীরে ধীরে পড়বে, অন্যরা শুনবে)। কেসস্টাডি পড়ার পর এর সাথে সংযুক্ত প্রশ্নটির উত্তর লিখতে দিন। (পাঠ্যপুস্তক বন্ধ রাখতে বলুন)

**ক) তোমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে সঞ্চয়ের সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।**
**খ) সঞ্চয় না করলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে বলে তোমরা মনে কর ?**

৩. যেকোনো একটি দলের উপস্থাপনা শুনুন এবং সঞ্চয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিন ।

## সহায়ক তথ্য

### সঞ্চয়ের গুরুত্ব

সঞ্চয় আমাদের বিপদের বন্ধু। বিভিন্ন ইচ্ছা পূরণের জন্যও সঞ্চয় করা প্রয়োজন। যেমন- মা দিবসে বা বাবা দিবসে অথবা ভাই-বোন, বন্ধুদের জন্মদিনে আমরা বিভিন্ন উপহার দিতে চাই। হতে পারে সেটা নিজ হাতে বানানো কোনো জিনিস নিজ হাতে বানিয়ে দেওয়া বা কিনে দেওয়া। তবে উপহার বানিয়ে কিংবা কিনে দিতে আমাদের কিছু না কিছু টাকা প্রয়োজন। এই টাকা আমরা সঞ্চয়ের মাধ্যমে পেতে পারি। এছাড়া বই, খেলনা বা পছন্দের ব্যাগ ইত্যাদি কিনতে আমাদের সঞ্চয়ের টাকা কাজে লাগাতে পারি। আবার মা-বাবারও অনেক সময় টাকার প্রয়োজন হয়। তখন যদি ছোটরা তাদের সঞ্চয় থেকে তাদের সাহায্য করতে পারে তবে সেটা অনেক সময় যেমন গর্বের হয় তেমনি অপরদিকে মা-বাবার জন্যও অনেক উপকারী। তাই এখন থেকেই আমাদের সঞ্চয়ী হতে হবে।

৪. এবার বোর্ডের মধ্যখানে একটি বৃত্তের মধ্যে 'কীভাবে সঞ্চয় করা যায়' লিখুন , শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে মতামত নিন। বৃত্তের চারপাশে রশ্মি বের করে একেকটি মতামত লিখে একটি মাইন্ডম্যাপ তৈরি করুন।

৫. কাকেইবো'র সঞ্চয় কলাকৌশলগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন। ব্যয় সম্পর্কে কাকেইবো'র কলাকৌশলের ধারণা পাঠ্যপুস্তকের ৬৫ নং পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে।

৬. শিক্ষার্থীদেরকে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে তিনটি মূলনীতি (ক. মৌলিক প্রয়োজনে- খরচ করো, খ. বিলাসিতা- কমাও গ. বদঅভ্যাস- বাদ দাও) এক এক করে বোর্ডে লিখতে দিন এবং শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে সেগুলোর ব্যাখ্যা শুনুন।

৭. এবার সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৬৭ এর রঙ্গিন বক্স তিনটি দেখতে বলুন এবং শূন্যস্থান অংশগুলো পরবর্তী ক্লাসে অনেক ভেবে-চিন্তে অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ পূরণ করে আনতে বলুন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাসটি সমাপ্ত করুন।

## ৩য় ক্লাস

**নিজের মতো করে সঞ্চয় অনুশীলন**
**সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, কাচি, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি**

| আর্থিক ডায়েরি পর্যবেক্ষণ (১০ মি) | শপিং গেইম (২৫ মি) | প্লেনারি আলোচনা (১০ মি) | মাইন্ড ম্যাপিং (১০ মি) | ধন্যবাদ জ্ঞাপন (৫ মি) |
|---|---|---|---|---|

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। শিক্ষার্থীরা আর্থিক ডায়েরিতে লিখছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন। দুই একজনের ডায়েরি পর্যবেক্ষণ করুন। সবাইকে ডায়েরি লিখতে উদ্বুদ্ধ করুন।

২. এবারে শিক্ষার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করুন। শিক্ষার্থীদেরকে বলুন যে, আজকে আমরা একটি শপিং গেম খেলবো। এই গেমে আমাদের ৪টি দোকান থাকবে। কেনাকাটা করার জন্য তোমাদের জন্য বরাদ্দ থাকবে একশত টাকা। প্রতিটি দোকানে তোমাদের একেক দলে তিনজন করে সেলসম্যান (দোকানদার/বিক্রয় কর্মী) থাকবে এবং বাকিরা ক্রেতা হিসাবে কেনাকাটা করবে। শর্ত হলো, প্রতিটি দোকান থেকেই ক্রেতাদেরকে কিছু না কিছু কিনতে হবে। আমরা দেখতে চাই, কেনাকাটা করার পর তোমাদের কার হাতে কী পরিমান টাকা থাকে।

৩. এবার সবার হাতে কিছু কাগজ দিন এবং এগুলো কেটে ১০০ টাকা বানাতে বলুন যেন সেখানে ৫ টাকা, ১০ টাকা এবং ২০ টাকার নোট থাকে।

৪. গেমের জন্য চারটি স্টলের ব্যবস্থা করুন। যেমন, প্রথমটি বিভিন্ন ধরনের সৌখিন সামগ্রীর দোকান, দ্বিতীয়টি খাবারের দোকান, যেখানে বিভিন্ন ধরনের মজার মজার খাবার পাওয়া যায়। তৃতীয়টি হলো বইপত্র, কাগজ কলমের দোকান। চতুর্থটি হলো বিভিন্ন ধরনের খেলার সামগ্রীর দোকান। দোকানগুলোর একটি করে সুন্দর নাম দিতে বলুন। অথবা আপনি নিজেও নাম দিতে পারেন, (যেমন- সৌখিন সামগ্রীর দোকানের নাম 'সৌখিন স্টোর ডটকম', খাবারের দোকানের নাম হতে পারে-'টক ঝাল মিষ্টি', খাতা কলমের দোকানের নাম হতে পারে 'পেপার টু পেন্সিল', খেলার সামগ্রীর দোকানের নাম হতে পারে 'খেলা ঘর' কিংবা শিক্ষার্থীরা নিজেরাও মজার মজার নাম দিতে পারে তা বলে দিন)। স্টল সাজানোর জন্য শিক্ষক সহায়িকায় প্রদত্ত রঙ্গিন পোস্টার শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করুন অথবা আপনি নিজেও বড় কাগজে পোস্টার তৈরি করে আনতে পারেন বা শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অনুরূপ পোস্টার তৈরি করতে দিতে পারেন।

পোস্টারগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ স্টল সাজাতে বলুন। পোস্টারের খালি ঘরগুলোতে নিজেদের পছন্দের জিনিসের নাম, মূল্য ও ছবি (এঁকে) যুক্ত করতে বলুন। যেহেতু এটি একটি খেলা এখানে সত্যিকারের জিনিস থাকবে না। পোস্টারে পণ্যের ছবি থাকবে এবং মূল্য দেওয়া থাকবে। ক্রেতারা ছবি ও মূল্য দেখে পছন্দ করে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনবে এবং কাগজের টাকা দিয়ে বিল পরিশোধ করবে। বিক্রয়কর্মী/দোকানদার কাগজের টাকা নিয়ে বিক্রয়কৃত জিনিসের নাম লিখে তা ক্রেতার হাতে দিবে।

৫. স্টল সাজানো গোছানো ও প্রস্তুতির জন্য ১০ মিনিট এবং শপিং করার জন্য সবাইকে ১৫ মিনিট সময় দিন।

৬. শপিং শেষে সবাইকে নিজ নিজ সিটে বসতে বলুন এবং কার কাছে কত টাকা অবশিষ্ট আছে তা জিজ্ঞেস করুন। সবচেয়ে বেশি কার আছে হাত তুলতে বলুন এবং সবচেয়ে কম যার আছে তার হাত তুলতে বলুন।

৭. এবার উক্ত দুজনকে ডেকে সামনে নিয়ে আসুন এবং কীভাবে তাদের টাকা অবশিষ্ট (কম/বেশি) থাকলো তা সবার সাথে শেয়ার করতে বলুন।

৮. এবার এক টাকাও অবশিষ্ট নেই এমন কেউ আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন এবং তাকে ডেকে কেন তার টাকা অবশিষ্ট থাকল না তা সবার সাথে শেয়ার করতে বলুন।

৯. সবাইকে হাততালি দিয়ে ধন্যবাদ জানান এবং নিজ নিজ জায়গায় বসতে বলুন। এবার, কেনাকাটা করার সময় তাহলে কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন। প্রয়োজনে বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপিং করুন -

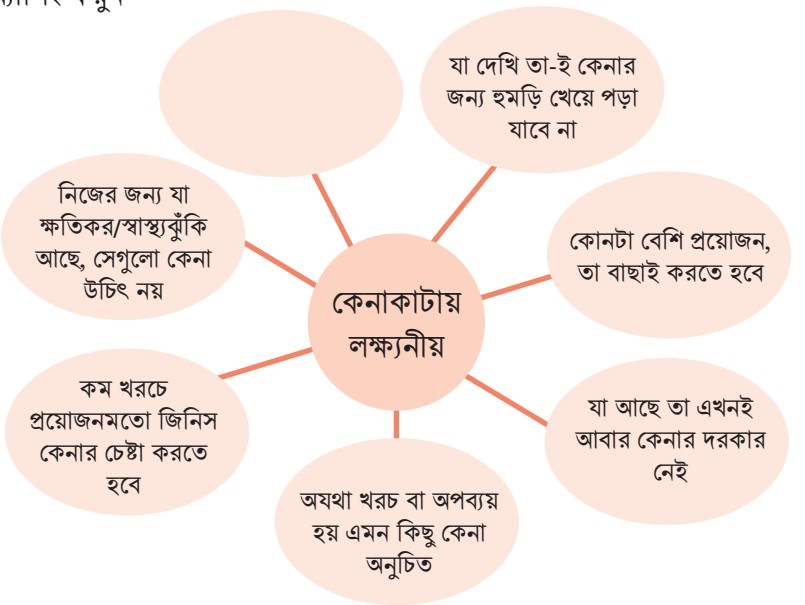


১০. সুন্দর পরিকল্পনা করে, বুদ্ধি খাটিয়ে, অপচয় করব না এই লক্ষ্য মাথায় রেখে কেনাকাটা করলে আমাদের সঞ্চয় হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়- এই বিষয়টি অভিজ্ঞতার আলোকে সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করুন।

১১. সবার ব্যক্তিগত কেনাকেনার সময় শিক্ষার্থী নিজে যেন এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখে এবং বাড়িতে অন্যরা যখন কেনাকাটা করবে তখন প্রয়োজন হলে তারা যেন তাদেরকেও এই তথ্যগুলো দিয়ে সচেতন করার চেষ্টা করে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলুন এবং সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের ক্লাস সমাপ্ত করুন।

# সৌখিন স্টোর ডট কম

| | | |
|---|---|---|
| ফেন্ডশীপ ব্যান্ড<br>মূল্য ২০ টাকা (প্রতিটি)<br> | ঝিলমিল পেন<br>মূল্য ৫০ টাকা (প্রতিটি)<br> | ডিজাইনার ডায়েরী<br>মূল্য ৬০ টাকা<br> |
| স্টিকার<br>মূল্য ৩০ টাকা (প্রতি পাতা)<br> | বারবি ডল<br>মূল্য ৫০ টাকা (প্রতিটি)<br> | বাহারি কলম<br>মূল্য ৫০ টাকা (প্রতিটি)<br> |
| স্টিকার<br>মূল্য ৫০ টাকা (প্রতি পাতা))<br> | গোলাপ ফুল<br>মূল্য ৫ টাকা (প্রতিটি))<br> | পেপার ওয়েট<br>মূল্য ৩০ টাকা<br> |
| বাহারি মাস্ক<br>মূল্য ৫০ টাকা (প্রতিটি)<br> | ক্লিপ<br>মূল্য ৫ টাকা (প্রতিটি)<br> | পেনস্টান্ড<br>মূল্য ৫০ টাকা<br> |

# টক ঝাল মিষ্টি

| | | |
|---|---|---|
| আমড়ার আচার<br>মূল্য ৫ টাকা (প্রতিটি)<br> | বাদাম<br>মূল্য ১৫ টাকা<br> | কলা<br>মূল্য ১০ টাকা (প্রতিটি)<br> |
| চালতার আচার<br>মূল্য ৫ টাকা (প্রতিটি)<br> | ঝালমুড়ি<br>মূল্য ১৫ টাকা<br> | ডিম সিদ্ধ<br>মূল্য ১০ টাকা (প্রতিটি)<br> |
| পানীয়<br>মূল্য ১৫ টাকা<br> | সিঙ্গারা<br>মূল্য ৫ টাকা (প্রতিটি)<br> | ফুসকা<br>মূল্য ৩০ টাকা (প্রতি প্লেট)<br> |
| জুস<br>মূল্য ১৫ টাকা<br> | সমুচা<br>মূল্য ১০ টাকা (প্রতিটি)<br> | চটপটি<br>মূল্য ২০ টাকা (প্রতি প্লেট)<br> |

# পেপার টু পেন্সিল

| | | |
|---|---|---|
| খাতা<br>মূল্য ৩০ টাকা<br> | ভোমর<br>মূল্য ১০ টাকা<br> | ইরেজার<br>মূল্য ১২ টাকা<br> |
| কালার কাগজ<br>মূল্য ২ টাকা (প্রতিটি)<br> | সাইন পেন<br>মূল্য ৩ টাকা (প্রতিটি)<br> | সার্পনার<br>মূল্য ১৫ টাকা<br> |
| কলম<br>মূল্য ১০ টাকা<br> | কলম<br>মূল্য ১৫ টাকা<br> | ড্রইং বুক<br>মূল্য ১৫ টাকা<br>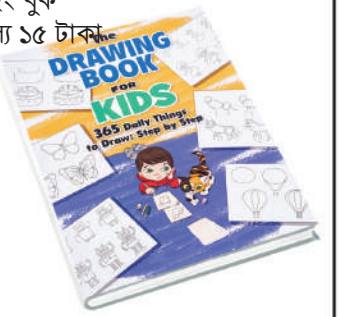 |
| পেন্সিল<br>মূল্য ১০ টাকা<br> | স্কেল<br>মূল্য ১৫ টাকা<br> | কালার পেন্সিল<br>মূল্য ১৫ টাকা<br> |

# খেলাঘর

| | | |
|---|---|---|
| পিং পং বল<br>মূল্য ১০ টাকা<br>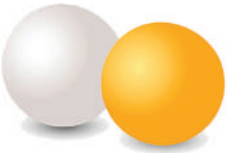 | টেনিস বল<br>মূল্য ৩০ টাকা<br> | ডুগডুগি<br>মূল্য ১০ টাকা<br> |
| বাঁশি<br>মূল্য ৩০ টাকা<br> | লুডু<br>মূল্য ৩০ টাকা<br> | চরকা<br>মূল্য ১০ টাকা<br> |
| স্লাইম<br>মূল্য ৫০ টাকা<br> | ডমিনো<br>মূল্য ৪০ টাকা<br> | মার্বেল<br>মূল্য ১০ টাকা<br> |
| ফেদার/কর্ক<br>মূল্য ১৫ টাকা<br> | গাড়ি<br>মূল্য ২০ টাকা<br> | বেলুন<br>মূল্য ১০ টাকা<br> |

## ৪র্থ ক্লাস

**স্কুল ব্যাংকিং ও কিছু কেনার জন্য একটি আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন**
**সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি**

অভিজ্ঞতা বিনিময় (১০ মি) → দলগত কাজ (১০ মি) → প্লেনারি আলোচনা (১০ মি) → আর্থিক পরিকল্পনা পোস্টার তৈরি (১৫ মি) → প্রজেক্টের আলোচনা (৫ মি)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। পিপীলিকা তাদের সঞ্চয় করা খাবার কোথায় রাখে তা জিজ্ঞেস করুন। উত্তরগুলো শুনুন। শিক্ষার্থীদের বাবা/মা কিংবা অভিভাবক তাদের জমানো টাকা কোথায় রাখেন তা তারা জানে কিনা জিজ্ঞেস করুন। কারো জানা থাকলে তাকে সামনে এসে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলুন। কয়েকজনের নিকট থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলো বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপ আকারে লিখুন।

২. এবার শিক্ষার্থীদেরকে ৫টি দলে বিভক্ত করুন এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৬৯ খুলতে বলুন । দলে আলোচনা করে ছক ৪.২ সঞ্চয় সংরক্ষণের উপায় পূরণ করতে বলুন। এজন্য ১০ মিনিট সময় দিন। যেকোনো দুটি দলকে কাজটি উপস্থাপন করতে বলুন। প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীদের ধারণা সুস্পষ্ট করুন।

### সহায়ক তথ্য

### স্কুল ব্যাংকিং

১৮ বছরের কমবয়সী যেকোনো শিক্ষার্থী তাদের মা-বাবা অথবা আইনগত অভিভাবকের সহায়তায় যেকোনো ব্যাংক হিসাব/একাউন্ট খুলতে পারবে। উক্ত একাউন্টে সহজেই একজন শিক্ষার্থী তার সঞ্চয়ের অর্থ জমা রাখতে পারবে। মাত্র ১০০ টাকা জমা করেই এ সঞ্চয়ী হিসাব খোলা যাবে। শিক্ষার্থীদের পক্ষে মা-বাবা অথবা আইনগত অভিভাবক এ-ই হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হলে তাদের সম্মতিতে এই হিসাব সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। মজার বিষয় হলো, স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য এই ব্যাংকিং সচল রাখার জন্য কোনো (সরকারি ফি ব্যতীত)প্রকার সার্ভিস চার্জ/ ফি দিতে হয়না। এই হিসাবে শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়ের অর্থ জমা রাখার পাশাপাশি বৃত্তি/ উপবৃত্তির অর্থও সংগ্রহ করা যাবে । শিক্ষার্থীদের সাথে ব্যাংকের এই হিসাব বা একাউন্ট ও লেনদেন ব্যবস্থার নামই হলো স্কুল ব্যাংকিং।

৩. এবার শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে স্কুল ব্যাংকিং সম্পর্কে ধারণা দিন। স্কুল ব্যাংকিং এর সুবিধাগুলো আলোচনা করুন।

৪. ব্যাংকে টাকা জমানোর জন্য কীভাবে আর্থিক পরিকল্পনা করতে হয় তা সহায়ক তথ্যের সহায়তা নিয়ে ধাপে ধাপে উদাহরণসহ শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন। প্রয়োজনে মাল্টিমিডিয়া / পোস্টার ব্যবহার করুন।

৫. শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ দলে আলোচনা করে নিচের গাণিতিক সমস্যাটির সমাধান করতে দিন। সব দলের সাথে উত্তর যাচাই করে নিন।

সত্যের বাবা জনাব সাগর সরকার মাসে ২০,০০০.০০ টাকা করে বেতন পান এবং প্রতিমাসে সংসারে তার ১৮,৫০০.০০ টাকা খরচ হয়। প্রতি মাসে তার সঞ্চয় কত তা হিসাব করে বের করো। কিন্তু তিনি সঞ্চিত অর্থ জমিয়ে না রেখে এটা-সেটা কিনে খরচ করে ফেলেন। তবে তিনি এভাবে সঞ্চিত এক বছরের অর্থ নিকটস্থ ব্যাংকে জমা রাখলে ৭% লভ্যাংশ পেতেন। যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে ৫ বছর পর তার সঞ্চিত অর্থ বৃদ্ধি পেয়ে কত হতো, বলতো? এরকম একটি পরিস্থিতিতে সাগর সরকারের জন্য কিছু পরামর্শ দাও।

৬. এবার আগের দলে শিক্ষার্থীদেরকে আলোচনা করে ইচ্ছা পূরণের জন্য একটি আর্থিক পরিকল্পনার পোস্টার তৈরি করতে বলুন।

৭. পোস্টার তৈরি হয়ে গেলে দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিতে বলুন। সবাইকে ঘুরে ঘুরে দেখতে বলুন।

৮. শিক্ষার্থীদের বলুন, তোমরা সবাই মিলে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করতে পারো। তোমাদের শ্রেণির সকলে মিলে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারো। চলো আমরা একটি প্রজেক্ট পরিকল্পনা করি। এবার প্রজেক্ট সম্পর্কে তাদের নিয়ে আলোচনা করুন, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রজেক্ট নির্ধারণ করুন। বলুন, প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট, পরিকল্পনা শিক্ষকের সহায়তায় নিজেদের করতে হবে। তারা সবাই মিলে অল্প অল্প করে টাকা জমিয়ে অনুষ্ঠানের খরচ মিটাতে হবে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাসটি সমাপ্ত করুন।

## ৫ম ক্লাস

**স্কুল ব্যাংক একাউন্ট খোলার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরিচিতি ও নমুনা ফরম পূরণ অনুশীলন**
**সম্ভাব্য উপকরণ: ব্যাংক একাউন্টের ফরম খোলার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ছক (পোস্টার/ স্লাইডে), ফ্লিপ চার্ট চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি**

অভিজ্ঞতা বিনিময় (১০ মি) → নমুনা ফরম পর্যবেক্ষণ (৫ মি) → নমুনা ফরম পূরণ (২৫ মি) → নমুনা ফরম সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর (১৫ মি) → সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা (৫ মি)

১. সবাইকে শুভেচ্ছা জানান। শিক্ষার্থীদের প্রজেক্ট সম্পর্কে খোঁজ খবর নিন। অগ্রগতি জেনে তাদের উৎসাহ দিন।

২. শিক্ষার্থীদের বলুন, আজ আমরা স্কুল ব্যাংক একাউন্ট কীভাবে খুলতে হয় তা জানবো। স্কুল ব্যাংক একাউন্ট খোলার জন্য একটি ফরম পূরণ করতে হয় এবং কিছু কাগজপত্র জমা দিতে হয়। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৭৩ খুলতে বলুন এবং কী কী কাগজপত্র জমা দিতে হয় তা দেখতে বলুন এবং নমুনা ফরম ভালোভাবে পড়তে দিন।

৩. সবার পড়া শেষ হলে সেটি পূরণ করতে বলুন এবং ১৫ মিনিট সময় দিন।

৪. পনেরো মিনিট শেষ হলে প্রজেক্টরে অথবা পোস্টারে (আগে থেকে তৈরি করা, শিক্ষার্থীদের ২/১ জনকে দিয়েও তৈরি করিয়ে নেওয়া যেতে পারে) সম্পূর্ণ ফরমটি প্রদর্শন করুন। কোন কোন পয়েন্ট শিক্ষার্থীদের বুঝতে অসুবিধা হয়েছে তা জেনে নিন এবং টিক/ বৃত্ত দিয়ে চিহ্নিত করুন। চিহ্নিত পয়েন্টগুলোর প্রতিটি ব্যাখ্যা করে শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন।

৫. শিক্ষার্থীদের বলুন, কিছু কিছু তথ্য অভিভাবকের সহযোগিতায় পূরণ করতে হবে। অভিভাবকের সহযোগিতায় যেসব অংশ পুরণ করতে হবে তা চিহ্নিত করে দিন। শিক্ষার্থীরা যেসব পয়েন্টগুলো আগে পূরণ করতে গিয়ে আটকে গিয়েছিল বা পূরণ করেনি সেগুলো পূরণ করতে দিন। ঘুরে ঘুরে সবার কাজ তত্ত্বাবধান করুন। কারো কোনো সমস্যা হলে সহায়তা করুন।

৬. এবার অভিভাবককে সঙ্গে নিয়ে নিকটবর্তী স্থানীয় ব্যাংকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে একাউন্ট খোলার পরামর্শ দিন।

৭. 'টাকা জমাই ব্যাংক একাউন্টে , থাকি সুখে নিশ্চিন্তে' লাইনটি বোর্ডে লিখুন এবং সমস্বরে সবাইকে বলতে দিন।

৮. আগামী ক্লাসে তাদের অভিভাবকদেরকে প্রতিষ্ঠানে আসার জন্য আমন্ত্রণ পত্র দিন অথবা মৌখিকভাবে তাদের জানিয়ে দিন।

(একইদিনে একজন স্থানীয় ব্যাংক প্রতিনিধিকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের আমন্ত্রণ জানান। বিদ্যালয়ের মাঠে কিংবা অথবা বড় কোনো ক্লাসরুমে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করুন।)

## ৬ষ্ঠ ক্লাস

**একাউন্ট পরিচালনার পরিকল্পনা করা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী নিষ্ঠার সাথে তা পরিচালনা করা**
**সম্ভাব্য উপকরণ: (পোস্টার/ স্লাইড/ভিডিও), ব্যাংক একাউন্ট ফরম, ফ্লিপ চার্ট চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি**

শুভেচ্ছা বিনিময় (৫ মি) → ব্যাংক প্রতিনিধির আলোচনা (৫ মি) → ফরম সংক্রান্ত আলোচনা (২০ মি) → অভিভাবকদের প্রশ্নোত্তর (১৫ মি) → ধন্যবাদ জ্ঞাপন (৫ মি)

(এই ক্লাসটিতে ব্যাংক প্রতিনিধির সহায়তায় কীভাবে নেওয়া যায় , তা ডিজাইন করা হয়েছে। তবে যদি বিদ্যালয়ে ব্যাংক প্রতিনিধি আনার ব্যবস্থা করা না যায়, সেক্ষেত্রে শিক্ষক নিজেই পরিচালনা করবেন। আগে থেকে ফরম সম্পর্কিত তথ্য স্থানীয় কোনো ব্যাংক প্রতিনিধির নিকট থেকে ভালোভাবে বুঝে নিবেন।)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন।

২. কেউ একাউন্ট খুলেছে কিনা খুলেছে তা জেনে নিন, হাততালি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করুন। অন্যদেরকেও একাউন্ট খুলতে উদ্বুদ্ধ করুন।

৩. স্কুল ব্যাংকিং এবং ব্যাংক একাউন্ট শিক্ষার্থীদের কী উপকারে আসতে পারে তার উপর একটু ভূমিকা উপস্থাপন করুন। এই সম্পর্কে উপস্থিত অভিভাবক/শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে সেগুলো নিয়ে ব্যাংক

প্রতিনিধিকে উত্তর দিতে বলুন। (প্রয়োজনে উপস্থিত অভিভাবকদের জন্য উন্মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করুন।)

৪. অভিভাবকদের হাতে ব্যাংক একাউন্ট ফরম দিন। কীভাবে তারা পূরণ করবেন তা ব্যাংক কর্মকর্তার সহায়তায় বুঝিয়ে দিন।

৫. একটি তারিখ নির্ধারণ করার পরামর্শ দিন সবাইকে, যেদিন অভিভাবকগণ নিজেদের উদ্যোগে নিকটবর্তী ব্যাংকে গিয়ে/অথবা বিদ্যালয়ের বুথে এসে শিক্ষার্থীদের নামে একাউন্ট খুলতে সহায়তা করবেন।

**[বিঃ দ্রঃ যেসকল অভিভাবক ব্যাংকে যেতে পারবেন না, তাদের জন্য সম্ভাব্য কোনো তারিখ নির্ধারণ করে দেওয়া যেতে পারে, যে তারিখে ব্যাংক কর্মকর্তা সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠানে এসে (তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে) একাউন্ট খুলে দিবেন এবং জমা প্রদানসহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান করবেন। এই বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির প্রয়োজন নেই। বিষয়টি স্থানীয় পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। বিদ্যালয় প্রশাসন, ম্যানেজিং কমিটি, স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে প্রযোজ্য ব্যবস্থা নিতে হবে।]**

# আমার জীবন আমার লক্ষ্য

**নিজের পছন্দ যোগ্যতা বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি, দীঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জেনে তা প্রণয়ন করতে পারা**

এই যোগ্যতায় যা যা থাকবে...

- নিজের পছন্দ ও যোগ্যতার ধারণায়ন
- নিজের পছন্দ ও যোগ্যতা ভিত্তি করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা
- স্বল্প মেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জানা
- স্বল্প মেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা

মোট ক্লাস সংখ্যা: ৮

প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে বিভিন্ন স্বপ্ন থাকে যেমন একজনের স্বপ্ন থাকতে পারে, সে একটি টাইমমেশিন বানাতে পারবে, যে যন্ত্রের মাধ্যমে কেউ ভবিষ্যৎ বা অতীতের যেকোনো সময়ে চলে যেতে পারবে। অথবা স্বপ্ন থাকতে পারে, যে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ নিরাপদ পানি পান করতে পারবে।
স্বপ্ন অনুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষের বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করে যাতে এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করলে সেই স্বপ্নের দিকে অগ্রসর হাওয়া সম্ভাব হয়। যেমন টাইমমেশিন বানাতে গেলে তাকে হয়তো টাইম (সময়) নিয়ে আরও পড়াশোনা করতে হবে এবং টাইম মেশিন বানানোর জন্য কী কী লাগতে পারে তা অনুসন্ধান করতে হবে। একইভাবে নিরাপদ স্বপ্নের দিকে অগ্রসর হাওয়া জন্য তাকে বিভিন্ন লক্ষ্য ঠিক করতে হবে।

সেই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশে মানুষ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয় এবং বিভিন্ন কাজের কথা চিন্তা করে, যা বাস্তবায়ন করলে লক্ষ্যটি অর্জন করা যাবে।

টাইম মেশিন নিয়ে জানার লক্ষ্য অর্জন করার জন্য তাকে টাইম মেশিন সংক্রান্ত যত ধরনের পরীক্ষা হয়েছে, তা জানতে হবে, তাকে হয়তো পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। পদার্থ বিজ্ঞান পড়তে হলে তাকে হয়তো এমন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে যেখানে টাইম মেশিন নিয়ে আরও জানতে পারবে।

লক্ষ্য অর্জন করার জন্য সব কাজ একা করা সম্ভব নয়। এইজন্য লক্ষ্য অর্জনে কী কাজ করবে, তা নির্ধারণ করার জন্য খুঁজে বের করতে হবে তার নিজের কী কী পছন্দ ও নিজের যোগ্যতা কী, যাতে করে কাজগুলো যথাযথভাবে করা যায় এবং আনন্দের সাথে করা যায়।

যদিও মানুষ সবসময় তার পছন্দ ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করতে পারে না, তবে আগে থেকে পরিকল্পনা করলে, প্রস্তুতি নিলে পছন্দ মতো এবং যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

তবে এইটাও সত্যি যে, মানুষের কী কী পছন্দ এবং যোগ্যতা সময়ের সাথে বদলাতে পারে। অতএব তার সাথে তার জীবনের লক্ষ্যগুলো এবং একই সাথে স্বপ্নও বদলাতে পারে। তবে এরই মধ্যে চেষ্টা থাকবে, যেন শিক্ষার্থীরা তাদের নির্দিষ্ট সময়ে নিজের পছন্দ ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করতে পারে।

শিক্ষার্থীরা যেন বাধামুক্তভাবে তাদের স্বপ্ন কী, পছন্দ কী এবং যোগ্যতা কী তা বলার জন্য নিরাপদ পরিবেশ পায়। মাঝে মাঝে লজ্জা পেয়ে, অন্যরা কী ভাবতে পারে, এই ভয়ে হয়তো শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের কথা নাও বলতে পারে। এই জন্য শিক্ষকদের দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের কৌতুহল পর্যবেক্ষণ করা এবং তারা কে কী করতে ভালোবাসে তা লক্ষ করে নোট নেওয়া।

নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করলে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজের পছন্দ যোগ্যতা বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারবে। তখন তার লক্ষ্যের বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি, পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল প্রণয়ন করতে পারবে।

## ১ম ক্লাস

**নিজের পছন্দ ও যোগ্যতার ধারণায়ন**
**সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি**

আলোচনা (১০ মি) → গল্প পড়া (১৫ মি) → দলগত আলোচনা (১৫ মি) → দলগত কাজ উপস্থাপন (২০ মি)

১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞেস করুন, বড় হয়ে তারা কী কী হতে চায়? বড় হয়ে তারা তার পরিবার, সমাজ বা দেশের জন্য কী কী করতে চায়? কয়েকজন শিক্ষার্থীর মতামত নিন। মতামতে শিক্ষার্থীরা যাতে নিজের, পরিবারের, সমাজের ও দেশের জন্য কী করতে চায় তা উল্লেখ করে।

২. তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, 'তোমরা যে স্বপ্নের কথাগুলো বললে তা কিসের ওপর নির্ভর করে?' এই স্বপ্ন দেখার ক্ষেত্রে কী তোমার পছন্দ এবং তুমি যেই কাজগুলো ভালোভাবে করতে পারো, তার কি কোনো ভূমিকা রয়েছে?

৩. পাঠপুস্তকের ৮০ নং পৃষ্ঠার পলাশের গল্পটি যে কোনো একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলুন। অন্য শিক্ষার্থীরা

পাঠ্যপুস্তক বন্ধ রাখবে। গল্প পড়া শেষ হলে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন-

- পলাশের স্বপ্ন কী?
- পলাশের পছন্দের কাজ কী কী?
- পলাশ কী কী ভালোভাবে করতে পারে?

কয়েকজন শিক্ষার্থীর মতামত নেওয়ার পর, শিক্ষার্থীদের উত্তরের সাথে নিচের উত্তর মিলিয়ে নিতে বলুন।

৪. এরপর শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করে বাকি গল্পগুলো পড়তে বলুন এবং প্রত্যেকটি গল্পের শেষে গল্পের চরিত্রের স্বপ্ন কী এবং পছন্দের কাজ কী, তা পাঠ্যপুস্তকের নির্দিষ্ট ঘরে লিখতে বলুন।

এখানে অন্যান্য গল্পের সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে, কিন্তু শিক্ষার্থীরা যুক্তিসহ অন্যকোনো উত্তর বের করলে আলোচনার ভিত্তিতে তাদের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদান করুন।

**সাদিয়ার গল্প**

স্বপ্ন: মহাকাশ নিয়ে পড়াশোনা

সাদিয়ার পছন্দের কাজ: খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কন, ঘরের কাজ, বই পড়া, বাগান করা, কোডিং করা, প্রোগ্রামিং শিখা

**রিফাতের গল্প**

স্বপ্ন: পোশাক নিয়ে কাজ করা

রিফাতের পছন্দের কাজঃ মায়ের কাজে সহযোগিতা করা, কেনাকাটা, সাজসজ্জা, উপস্থাপনা, দলগত নেতৃত্ব দেওয়া

**আসমার গল্প**

স্বপ্ন: মানবসেবামূলক কাজ করা

আসমার পছন্দের কাজ: সবার প্রতি খেয়াল রাখা, টিভি দেখা, গল্প লেখা ও পড়া, চিত্রাঙ্কন, সংগঠন করা

৫. এই কাজ করার পর, শিক্ষার্থীদের ভাবতে বলুন, তাদের পছন্দের কাজ কী। অর্থাৎ তাদের কী কী কাজ করতে ভালো লাগে?

৬. আগামী ক্লাসে তাদের পছন্দের গল্প শুনবেন– এই ঘোষণা দিন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

## ২য় ক্লাস

### নিজের পছন্দ ও যোগ্যতার ধারণায়ন

**সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি**

আলোচনা (১৫ মি) → ছক পূরণ (১৫ মি) → ছক প্রদর্শন (১৫ মি) → বাড়ির কাজ (৫ মি)

১. শিক্ষার্থীদেরকে বলুন, 'আজ আমরা আমাদের নতুন করে আবিষ্কার করার চেষ্টা করব। আমরা বের করার চেষ্টা করবো, আমাদের কী কী পছন্দ কিংবা আমরা কোন কাজগুলো করতে পছন্দ করি। কোন কাজগুলোতে আমার বিশেষ সক্ষমতা রয়েছে, কোন বিষয়গুলো আমি তেমন পছন্দ করি না।'

২. শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৮৫ নং পৃষ্ঠার 'ছক ৫.১ নিজেকে চেনা' বের করতে বলুন। ছকটি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন। ছকটি পূরণ করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করুন। ছকটি পুরণ করার জন্য ২০ মিনিট সময় দিন। একটি নমুনা ছক পুরণ করে নিচে দেওয়া হলো।

| | বিষয় | আমার ভালোলাগা বা পছন্দসমূহ | আমি যা ভালোভাবে করতে পারি (আমার দক্ষতা) | আমার ভালো লাগে না বা অপছন্দ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | খেলা:<br>ক্রিকেট, ফুটবল, কাবাডি, হ্যান্ডবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, দাবা, এথলেটিকস (দৌড়, হাইজাম্প-লংজাম্প ইত্যাদি) গোল্লাছুট, দাঁড়িয়াবান্ধা, বউচি, কানামাছি, ক্যারম, লুকোচুরি, এক্কাদোক্কা, সাতচাড়া, লুডু, ডাঙ্গুলি, মোবাইল বা কম্পিউটার গেম, সাঁতার, সাইকেল চালানো, লাটিম, শরীরচর্চা, ঘুড়ি উড়ানো অন্যান্য... | ক্রিকেট, ফুটবল, দৌড়, হাইজাম্প-লংজাম্প, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা, লুডু, দাবা, ব্যাডমিন্টন, মোবাইল গেম, সাঁতার, সাইকেল চালানো। শরীর চর্চা, অন্যান্য ++ | ফুটবল, সাঁতার | শরীর চর্চা, মোবাইল গেম |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২ | সৃজনশীল কাজ:<br><br>ছবি আঁকা, কারুকাজ, কমিকস বানানো, অরিগামি (কাগজ দিয়ে কিছু বানানো), গল্প/কবিতা লেখা, কবিতা আবৃত্তি করা, গান করা, গান শোনা, নাচ করা, স্কাউট, গার্লগাইড, ছবি তোলা, ভিডিও বানানো, বাগান করা, সংগঠন করা, বিতর্ক করা, উপস্থিত বক্তৃতা, বাঁশি, হারমোনিয়াম, তবলা, গিটার ইত্যাদি বাজানো, অন্যান্য ... | ছবি আঁকা, কমিকস বানানো, অরিগামি, গল্প/কবিতা লেখা, গান করা, স্কাউট, গার্লগাইড, ভিডিও বানানো, বাগান করা, সংগঠন করা, বিতর্ক করা, উপস্থিত বক্তৃতা, বাঁশি, হারমোনিয়াম, তবলা, গিটার, অন্যান্য | ছবি আঁকা, ছবি তোলা | বিতর্ক করা, |
| ৩ | ঘরের কাজ :<br><br>ঘর গোছানো, থালা-বাসন পরিষ্কার, কাপড় ধোয়া, ঘর সাজানো, খাবার তৈরি, বিছানা গোছানো, গাছের পরিচর্যা, পোষা প্রাণীর পরিচর্যা, ছোটো-বড়দের যত্ন নেওয়া, বাজার করা, বাগান করা, অন্যান্য ... | ঘর গোছানো, থালা-বাসন পরিষ্কার, কাপড় ধোয়া, ঘর সাজানো, খাবার তৈরি, বিছানা গোছানো, গাছের পরিচর্যা, ছোটো-বড়দের যত্ন নেওয়া, বাজার করা, বাগান করা, | | পোষা প্রাণীর পরিচর্যা, |
| ৪ | বই পড়া:<br><br>গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ধর্মীয়/ ঐতিহাসিক গ্রন্থ, ভ্রমনকাহিনি কমিকস, সায়েন্স ফিকশন, ভৌতিক, জীবনী, কৌতুক, বিজ্ঞান সাময়িকী, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, অন্যান্য ... | গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ধর্মীয় গ্রন্থ, কমিকস, সায়েন্স ফিকশন, ভৌতিক, জীবনী, কৌতুক, বিজ্ঞান সাময়িকী, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, অন্যান্য | সায়েন্স ফিকশন | কবিতা |
| ৫ | নতুন কিছু বা শখ :<br><br>বিভিন্ন ভাষা শেখা, হাতের কাজ, নতুন খেলা শেখা, নতুন রান্না, বন্ধু তৈরি, কয়েন সংগ্রহ, ডাকটিকিট সংগ্রহ, সুন্দর হাতের লেখা, গিফ্‌ট কার্ড বানানো, পিকনিক/বেড়াতে যাওয়া, অন্যান্য .... | হাতের কাজ, সুন্দর হাতের লেখা, নতুন রান্না, পিকনিক/ বেড়াতে যাওয়া, অন্যান্য | নতুন রান্না | ডাক টিকেট সংগ্রহ, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৬ | .....<br>(অন্যান্য) | | | |

৩. ছকটি পূরণ করা হয়ে গেলে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের পূরণকৃত ছকটি উপস্থাপন করার সুযোগ দিন। তাদের পছন্দ ও দক্ষতাগুলো যে আলাদা হতে পারে এবং সেটাই যে স্বাভাবিক, তা বোঝানোর চেষ্টা করুন।

৪. শিক্ষার্থীদের বলুন, আগামী ক্লাসের আগে তোমরা ভাববে আজ থেকে ১৫-২০ বছর পর তোমরা নিজেকে কী হিসেবে দেখতে চাও। ভাবনার সময় তারা যাতে নিজেদের দক্ষতা, পছন্দ এবং অপছন্দকে বিবেচনা করে, তা মনে করিয়ে দিবেন। ১৫-২০ বছর পরের সময়ের সাথে মিলিয়ে (অনুমান নির্ভর) নিজেকে নিয়ে শিক্ষার্থীদের একটি গল্প লিখে আনতে বলবেন।

৫. একইসাথে পরবর্তী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৮৮ নং পৃষ্ঠার ছক ৫.৩ : নিজের সম্পর্কে নিকটজনের ভাবনা পূরণ করে আনতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ছক পূরণের ক্ষেত্রে তাদের অভিভাবক (মা, বাবা বা অন্য অভিভাবক), ভাই-বোন, এবং দুইজন বন্ধুর মতামত নেবে। শিক্ষার্থীরা ৬টি আলাদা আলাদা কাগজে নিচের মতো করে ছক তৈরি করবে। তারপর প্রত্যেকের কাছ থেকে আলাদা আলাদা কাগজে মতামত নেবে। একজনের মতামত অন্যজনদের দেখাবে না।

## ৩য় -৪র্থ ক্লাস

**নিজের পছন্দ ও যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে জীবনের বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ**

**সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি**

গল্প লেখা → ছক পূরণ → ইচ্ছাপূরণ তালিকা তৈরি → আলোচনা

১. গত ক্লাসের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের নিজের স্বপ্ন, পছন্দ ও যোগ্যতা নিয়ে গল্প লেখার কথা। কিছু শিক্ষার্থীদের গল্প পড়ে শোনাতে বলুন। যদি এমন হয়, যে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী এই বাড়ির কাজ করেনি, তাহলে তাদেরকে কিছু সময় দিন গল্প লেখার জন্য। গল্প লেখা শেষ হলে কয়েকজনকে পড়তে বলুন। হাততালি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করুন।

২. এবার কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পূরণকৃত ছক ৫.৩ "নিজের সম্পর্কে নিকটজনের ভাবনা" উপস্থাপন করতে বলুন। নিজের সম্পর্কে অন্যের ভাবনার বিষয়ে তাদের মতামত নিন। নিজের সম্পর্কে অন্যের ভাবনাগুলো জেনে তাদের কেমন লাগছে, তা জিজ্ঞেস করুন।

৩. শিক্ষার্থীদেরকে বলুন যে এখন তাদের গল্পের কথা চিন্তা করে ভবিষ্যতের ইচ্ছার তালিকা পূরণ করতে। একেকটি ইচ্ছা একেক রকম হতে পারে।

শুধু বড় হয়ে কি হবে তা নিয়ে ইচ্ছা নয়, তারা ভবিষ্যতে কী কী করতে চায়, কী কী সমস্যা সমাধান করতে চায়, কেমন মানুষ হতে চায়, তা নিয়েও তালিকা বানাতে পারে।

৪. ভবিষ্যতের ইচ্ছা লেখার সময়ে তারা বইয়ে অথবা আলাদা খাতায় তা নিয়ে ছবিও আঁকতে পারে। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের কিছু ইচ্ছা উদ্ভট বা হাস্যকরও হতে পারে, যা এখন অসম্ভব মনে হচ্ছে, তা সম্ভব করার চিন্তাও করতে পারে। তাদের কাজটি করতে ১৫ মিনিট দিন।

৫. তাদেরকে জোড়ায় ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে কাজটি শেয়ার করতে বলুন। এজন্য ৫ মিনিট সময় দিন।

৬. তাদের কয়েকজনকে আহবান জানাতে পারেন তাদের ভবিষ্যতের ইচ্ছা শ্রেণিকক্ষের সবার সাথে শেয়ার করার জন্য। এখানে কোনো শিক্ষার্থীকে চাপ দেওয়ার দরকার নেই, যে বলতে চায় তাকে বলতে বলুন। কারও কোনো মতামত থাকলে, তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এজন্য ১০ মিনিট সময় নিন।

৭. আলোচনার শেষে বলতে পারেন যে মানুষের শুধু একটা লক্ষ্য না, জীবনে বিভিন্ন ধরনের লক্ষ্য থাকতে পারে। নিজের পছন্দ ও যোগ্যতা বিবেচনা করে লক্ষ্য নির্ধারণ করা যায়, তবে কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করলে, সহজেই বোঝা যায়, উক্ত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কোন যোগ্যতাগুলোর উপর আরও উন্নতি করা প্রয়োজন।

## ৫ম-৬ষ্ঠ ক্লাস

### কোনো লক্ষ্য অর্জন করার জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল

**সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি**

গল্প বলা ও আলোচনা → দলগত কাজ → দলগত কাজ উপস্থাপনা → আলোচনা

১. গত ক্লাসে শিক্ষার্থীরা যে তাদের ভাবিষ্যতের ইচ্ছা বা লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছিল তা সম্পর্কে গল্পছলে আলোচনার সূত্রপাত করুন। এবার, জীবনের লক্ষ্য বা ভবিষ্যতের ইচ্ছা পূরণের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়, তা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. এবার তাদেরকে এক ব্যক্তির গল্প পড়তে বলুন যে ব্যক্তি জীবনে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করে তার জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। শ্রেণিকক্ষ থেকে একজন শিক্ষার্থীকে বাছাই করুন এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৮৯ এর 'দারিদ্র্য জয় করে দরিদ্রের পাশে' গল্পটা পড়ার জন্য অনুরোধ করুন। আপনি চাইলে গল্পটি কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়েও পড়াতে পারেন।

৩. গল্প পড়ার পর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন-

- গল্পের চরিত্রের কী স্বপ্ন ছিল?
- স্বপ্ন অথবা জীবনের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কীভাবে গল্পের চরিত্রটি পরিকল্পনা ও কাজ করলেন?

কয়েকজন শিক্ষার্থীর মতামত নিন। শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন ড. সি এন ফরিদ কীভাবে নিজ লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে বিভিন্ন বাঁধা অতিক্রম করে জীবনে সফলতা লাভ করেছেন।

৪. শিক্ষার্থীদের ১০জন করে নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলকে নিচের বিষয়গুলো থেকে যেকোনো একটি করে কাজ দিন।

- ❖ বছর শেষে ষষ্ঠ শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি পিকনিক আয়োজন করা
- ❖ বছর শেষে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ❖ বছর শেষে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

৫. এবার প্রতিটি দলকে জিজ্ঞেস করুন প্রত্যেক দলকে যদি তাদের জন্য নির্ধারিত অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে তাদের প্রথমেই কী করতে হবে। কয়েকজন শিক্ষার্থীর মতামত নিয়ে তাদের জানান, প্রথমেই তাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সকল দলকে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন। পরিকল্পনায় অবশ্যই নিচের বিষয়গুলোকে বিবেচনা করতে হবে।

- ❖ অনুষ্ঠানের তারিখ
- ❖ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা
- ❖ প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ বা বাজেট এবং কীভাবে অর্থের সংস্থান করা হবে।
- ❖ কে কোন দায়িত্ব পালন করবে বা দায়িত্ব ভাগ করা
- ❖ সব কিছু মিলে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Action Plan)। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে কোন কাজের পর কোন কাজ কীভাবে করতে হবে।

৬. পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য পরবর্তী ক্লাস বরাদ্দ করুন। দলে পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় প্রতিটি দলে আলাদা আলাদা করে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন।

৭. পরিকল্পনা প্রণয়ন হয়ে গেলে, প্রতিটি দলকে তাদের জন্য নির্ধারিত অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করতে বলুন।

৮. প্রতিটি দলের উপস্থাপনার পর অন্য দলের সদস্যদের উপস্থাপনার ওপর প্রশ্ন বা মন্তব্য করতে বলুন। পরিকল্পনাকে আরও সুসংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করুন।

৯. শিক্ষার্থীদের বলুন, যেকোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রয়োজন একটি ভালো পরিকল্পনা। পরিকল্পনা যথাযথ হলে অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যাবে। পরিকল্পনায় কয়েকটি নির্দিষ্ট ধাপ থাকে। কোন কাজ কখন করতে হবে, তার ভিত্তিতে ধাপগুলো নির্ধারণ করা হয়। সময়ের ব্যপ্তি অনুযায়ী পরিকল্পনা বিভিন্ন মেয়াদি হতে পারে। যেমন:

(ক) স্বল্পমেয়াদি পরিল্পনা, যা এক বছরের কাজকে প্রাধান্য দিয়ে করা হয়।

(খ) মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা, যা আগামী ৫ বছরের কাজকে বিবেচনায় রেখে করা হয়।

(গ) দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, যা সাধারণত আগামী ১০ বছরের কাজকে বিবেচনায় রেখে করা হয়।

## ৭ম-৮ম ক্লাস

**জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা অর্জনে স্বল্প-মেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা।**

**সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি**

গল্প বলা ও → দলগত কাজ → দলগত কাজ উপস্থাপনা → আলোচনা

১. শিক্ষার্থীদের বলুন, পূর্বের ক্লাসগুলোতে আমরা জেনেছি যেকোনো দূরবর্তী লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আমাদের বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয় এবং তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করতে হয়। আজ আমরা আমাদের নিজেদের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা করব।

২. পূর্বের কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের পূর্বে পূরণ করা পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৮৭ এর ভবিষ্যতের ইচ্ছার তালিকা বের করতে বলুন। এবার সকলকে তাদের তালিকা থেকে যেকোনো একটি ইচ্ছা নির্ধারণ করার জন্য কিছুক্ষণ সময় দিন।

৩. তালিকা থেকে একটি করে ইচ্ছা নির্ধারণ করা সম্পন্ন হলে এবার পাঠ্যপুস্তকের ৯২ নং পৃষ্ঠা ছক ৫.৫ লক্ষ্য পূরণের পরিকল্পনা খুলতে বলুন। ছকের প্রথম সারিতে একজন ব্যক্তির টাইম মেশিন আবিষ্কার করার জন্য বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা বুঝিয়ে বলুন। এবার শিক্ষার্থীদের বলুন, তারা যেই লক্ষ্যটি নির্ধারণ করেছে সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য ছক ৫.৫ এর পরের সারিটি পূরণ করতে।

৪. এবার স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ও এখনই কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় কলামের ওপর ভিত্তি করে ছক ৫.৬ লক্ষ্যে পৌছানোর রুটিন কাজগুলো কী হতে পারে, তা পূরণ করতে বলুন। পূরণ করার পর জোড়ায় শেয়ার করতে বলুন। এরপর তারা এই পরিকল্পনা কীভাবে বাস্তবায়ন করবে তা নিয়ে ভাবতে বলুন।

৫. শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন যে, তারা এখন কী করবে তাদের জীবনের লক্ষ্য অর্জন করা জন্য। (এই শেষ পর্বটি নাটকীয় হতে পারে যাতে সবাই উৎসাহ পায় তারা এখনই কাজ শুরু করতে পারে জীবনের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য।)

৬. ক্লাসের শেষে বলুন, ভবিষ্যতের ইচ্ছা থেকে দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি, স্বল্পমেয়াদি এবং এখনই কী করবে এই পরিকল্পনার পদ্ধতিকে ব্যাকওয়ার্ড প্ল্যানিং অথবা ব্যাককাস্টিং বলা হয়। তাদেরকে মনে করিয়ে দিন যে, এটা পরিকল্পনা করার জন্য একমাত্র কৌশল না, এক ধরনের কৌশলমাত্র। এই পরিকল্পনা নিয়ে তারা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে পারে, যাতে ওরা এখন কী করবে, তা বুঝে নিতে পারে। বছরের শেষে উক্ত পরিকল্পনা কী এরকম রাখবে, নাকি আরও ভিন্নভাবে সাজাবে, তা নিয়ে ভাবতে বলুন এবং নিজেদের মাঝে শেয়ার করতে বলুন।

# দশে মিলে করি কাজ

## শিখন যোগ্যতা

দলগতভাবে বিদ্যালয় বা সামাজিক/স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসূ সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধানের প্রয়াস নিতে পারা।

এই যোগ্যতায় যা যা থাকবে...

- সমস্যা সম্পর্কে ধারণায়ন
- সামাজিক ও স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করা
- কার্যকর যোগাযোগের ধারণায়ন
- সমস্যা সমাধানের জন্য একাধিক উপায় অন্বেষণ
- কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসূ সমাধান চিহ্নিতকরণ
- দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস নেওয়া

উক্ত যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, সেগুলো হলো-

ক) সমস্যা চিহ্নিত করা

খ) সমস্যা সমাধানের জন্য একাধিক উপায় অন্বেষণ

গ) দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস নেওয়া

মোট ক্লাস সংখ্যা: ৬

[বিশেষ নির্দেশনা

এই যোগ্যতা অর্জনে সহায়তার জন্য ৬টি ক্লাসের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম ক্লাসে যে ৬টি দলে বিভক্ত করে কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করা হবে, পরবর্তী ৫টি ক্লাসেও যেন একই দলে কাজগুলো করানো হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কাজগুলো ধারাবাহিক হওয়ায়, এই যোগ্যতার ক্ষেত্রে দল নির্দিষ্ট রাখা প্রয়োজন। এতে মূল্যায়নেও সুবিধা পাওয়া যাবে। দল গঠনের সময় কাছাকাছি বাড়ি এমন শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনে এক দলে রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং সবল, দুর্বল, ছেলে, মেয়ে, বিশেষ চাহিদার শিক্ষার্থী ইত্যাদি মাথায় রেখে সকল দলের সদস্য নির্ধারণ করার বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে।]

## ১ম ক্লাস

### সমস্যা সম্পর্কে ধারণায়ন

**সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি**

জোড়ায় কাজ (১০ মি) → দলগত কাজ: অনুপের গল্প (২৫ মি) → অভিজ্ঞতা বিনিময় (১০ মি) → মাইন্ড ম্যাপিং (১০ মি) → সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা (৫মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময়ের পর শিক্ষার্থীদেরকে 'দশে মিলে করি কাজ' এর প্রথম ছবিটি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। ছবিটিতে শিক্ষার্থীরা কী করছে, কেন করছে বলে মনে হচ্ছে তা নিয়ে জোড়ায় আলোচনা করে নিজেদের খাতায় লিখতে বলুন। এই কাজের জন্য পাঁচ মিনিট সময় দিন।

২. এবার যেকোনো দুই জোড়ার কাছ থেকে তাদের পর্যবেক্ষণ শুনুন। অন্যরা সবাই এই পর্যবেক্ষণের সাথে একমত কিনা তা জেনে নিন। (উত্তর হলো: ছবিতে শিক্ষার্থীরা একটি সামাজিক সমস্যার সমাধান করার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পোস্টারিং করছে) কেউ দ্বিমত পোষণ করলে তারা কী বলতে চায় তা শুনুন । মূল বিষয়টি না মিললে আপনি ব্যাখ্যা করে সারাংশ বলুন।

৩. শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদেরকে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ-এই ৬টি দলে বিভক্ত করুন এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৯৮ খুলতে বলুন। সেখানে উল্লিখিত অনুপদের বিদ্যালয়ের গল্পটি দলে বসে পড়তে বলুন (একজন নিচুস্বরে পড়বে, দলের অন্যরা মনোযোগ সহকারে শুনবে)। পড়া শেষে অনুপদের ক্লাসে কেন তারা ডিসপ্লে বোর্ড বানালো, তা নিজ নিজ দলে আলোচনা করতে বলুন। আলোচনা শেষে যেকোনো দুটি দলের কাছ থেকে উত্তর শুনুন। (উত্তর হলো- পোস্টার টানানো নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল, তা-ই ডিসপ্লে বোর্ড বানিয়ে সমস্যার সমাধান করেছে)। উত্তর মিলে গেলে বলুন, তার মানে হলো, আমাদের চারপাশে এমন অনেক বিষয় থাকতে পারে যা আমাদের কাজে বিঘ্ন ঘটায় বা আমরা চাই না, এগুলোকে আমরা কী বলতে পারি তা জিজ্ঞেস করুন এবং শিক্ষার্থীদের কয়েকজনের উত্তর শুনুন।

৪. এবার পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ১০০ এর আলোকে এবং আপনার নিজের অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে সমস্যা কী, আমরা প্রতিদিন কী ধরনের সমস্যায় পড়ি তা উদাহরণ সহ আলোচনা করুন, প্রয়োজন হলে বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করুন।

## সহায়ক তথ্য

সমস্যা হলো একটি অনাকাঙ্ক্ষিত বা ক্ষতিকর পরিস্থিতি বা বিষয়, যা আমাদের কাটিয়ে উঠতে হয় (a matter or situation regarded as unwelcome or harmful and needing to be dealt with and overcome /will be deleted at last). মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই মানুষ সমস্যাকে সাথী করেই বসবাস করে আসছে। এখনও প্রতিদিন চলার পথে পরিবার, সমাজ ওকর্মক্ষেত্রে আমরা নানা সমস্যার মুখোমুখি হই। কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো-

ঘটনা ১ : আনিস ৭ম শ্রেণিতে পড়ে। প্রতি রাতেই সে মোবাইলে গেইম খেলে। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, মোবাইলে গেইম না খেললে তার ঘুমই আসে না। দিন দিন তার শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। পড়াশুনাতেও তার আগের মতো আর মন বসে না। (মূল সমস্যা: দিন দিন আনিসের শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে কারণ, রাত জেগে মোবাইলে অতিরিক্ত গেইম খেলা বা মোবাইল আসক্তি। শিক্ষার্থীরা যুক্তি দিয়ে যদি অন্য সমস্যা উপস্থাপন করে তাহলে সেটাও গ্রহণ করা যাবে।)

ঘটনা ২ : সিক্তা বাক প্রতিবন্ধী। ক্লাস চলাকালীন তার খুব পানির পিপাসা পেয়েছে। শিক্ষক খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে ক্লাসে সেদিন আলোচনা করছেন। তাই সে পানি আনতেও যেতে পারছে না। খাবার পানির টিউবওয়েলটা ক্লাস থেকে বেশ খানিকটা দূরে। (মূল সমস্যা: সিক্তার খুব পানির পিপাসা পেয়েছে। তার সঙ্গে পানি নেই এবং ক্লাসে খাবার পানি/জগ-গ্লাস না থাকায় সে পানি খেতে পারছে না। শিক্ষার্থীরা যুক্তি দিয়ে যদি অন্য সমস্যা উপস্থাপন করে তাহলে সেটাও গ্রহণ করা যাবে।)

ঘটনা ৩ : রাফি ৭ম শ্রেণিতে পড়ে। স্কুল পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতির জন্য রচনার বিষয়বস্তু সংক্রান্ত কিছু তথ্য প্রয়োজন। তাদের বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে তার রচনার বিষয়ের উপর একাধিক বই আছে। সে লাইব্রেরিয়ানের কাছে গিয়ে বই চাইলে লাইব্রেরিয়ান তার কাছে লাইব্রেরি কার্ড দেখতে চান কিন্তু রাফি লাইব্রেরি কার্ড দেখাতে পারেনি। (মূল সমস্যা: রাফির ইচ্ছে লাইব্রেরি থেকে প্রতিযোগিতার বিষয় সংশ্লিষ্ট ২/১টি নিয়ে সেগুলো থেকে কিছু তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করবে কিন্তু সে লাইব্রেরি কার্ড না করাতে বই নিতে পারছে না। কারণ লাইব্রেরি কার্ড ছাড়া বাড়িতে বই নিতে দেওয়া হয় না।)

৫. শিক্ষার্থীদের কেউ এই ধরনের কোনো সমস্যায় পড়েছে কিনা তা আলোচনার মাধ্যমে জিজ্ঞেস করুন এবং কেউ কোনো সমস্যায় পড়ে থাকলে তার অভিজ্ঞতা সামনে এসে বলতে বলুন। কেউ না বলতে চাইলে আপনি নিজের জীবনের ছোটো-খাটো কোনো সমস্যার কথা শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করুন। (আলোচনা বা শিক্ষার্থীদের সমস্যা সম্পর্কে বোঝানোর সুবিধার্থে উপরের উদাহরণগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে শিক্ষার্থীরা যেনো তাদের জীবন থেকে নেওয়া সমস্যা বেছে নেয়, তা নিশ্চিত করুন। )

৬. সমস্যা কী তা সবাই বুঝতে পেরেছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন, এবং আগামী ক্লাসে সবাই মিলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা খুঁজে বের করব- এই ঘোষণা দিয়ে এবং শুভকামনা জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

## ২য় ক্লাস

### সামজিক ও স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করা

**সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি**

অভিজ্ঞতা বিনিময় (১০ মি) → দলগত কাজ: পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ আলোচনা (২৫মি) → সমস্যার তালিকা তৈরি (৮ মি) → পোস্টারে সন্নিবেশন (৭ মি)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। আজ বিদ্যালয়ে আসতে কারো কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা কিংবা বিদ্যালয়ে আসার পর কেউ কোনোরকম সমস্যায় পড়েছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন।

২. কেউ সমস্যার কথা বলতে চাইলে সামনে এসে সবার সাথে সংক্ষেপে শেয়ার করতে বলুন। বলা শেষ হলে ধন্যবাদ দিয়ে বসতে বলুন।

৩. শিক্ষার্থীদের বলুন, এবার আমরা সবাই মিলে কিছু সমস্যা খুঁজে বের করবো। পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১০০ এর ৬, ১ ছকে আমদের সমস্যাগুলো লিখে রাখবো। এই উদ্দেশ্যে আমরা ৬টি দলে ভাগ হয়ে কাজটি করবো।

৪. ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীকে ৬টি দলে ভাগ করুন। সমস্যা খুঁজে বের করার জন্য প্রতিটি দলকে ছক থেকে নিচের মতো একটি করে বিষয় নির্দিষ্ট করে দিন।

ক. বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত
খ. খেলাধুলা ও ক্রীড়াসংক্রান্ত
গ. সাংস্কৃতিক কার্যক্রমসংক্রান্ত
ঘ. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপযোগী পরিবেশ সংক্রান্ত
ঙ. ঝরে পড়া ও অনিয়মিত শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এবং
চ. বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথ

প্রতিটি দল তাদের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের সমস্যা দলগত আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। প্রয়োজনে তারা বিদ্যালয় পরিদর্শনে যেতে পারে বা বিষয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারে। কাজটি পরবর্তী ক্লাসের আগে দলগতভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দিন। (প্রত্যেক দলকে নিজ নিজ বিষয় সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের তালিকা ছক ৬.১ এর সংশ্লিষ্ট ঘরে লিখবে।)

## ৩য় ক্লাস

### সামাজিক ও স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করা

**সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি**

শুভেচ্ছা বিনিময় ও রিক্যাপ (১০মি) → সংক্ষিপ্ত আলোচনা (১৫ মি) → দলগত কাজ: সমস্যা নির্বাচন (২০ মি) → মাইন্ড ম্যাপিং (৮ মি) → প্লেনারি আলোচনা (৭ মি)

১. সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন। গত ক্লাসের দলগত কাজ সমাপ্ত করার জন্য কিছুক্ষণ সময় দিন। সমস্যার তালিকা প্রণয়ন সমাপ্ত হলে, প্রতিটি দলকে বলুন, তালিকার সমস্যাগুলোর মধ্য থেকে আমরা একটি মাত্র সমস্যা সমাধানের জন প্রয়াস নেব। সমস্যার তালিকা থেকে দলগত আলোচনার মাধ্যমে একটি সমস্যা নির্ধারণ করতে বলুন।

২. সমস্যা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচ্য দিকগুলো বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন। (নিচের নমুনাটি অনুসরণ করা যেতে পারে)

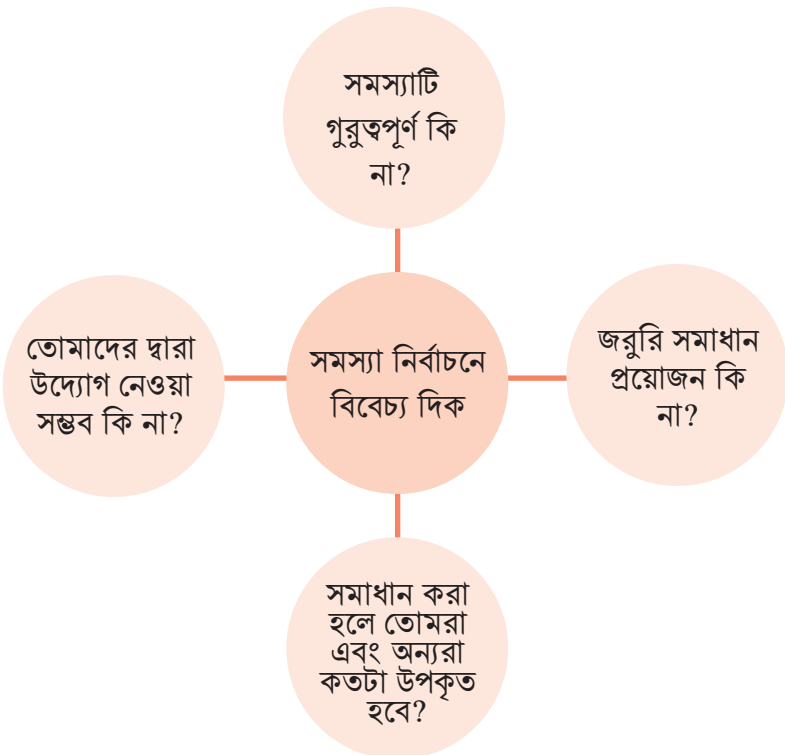


(আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আরও কোনো তথ্য বা পয়েন্ট আসলে, এই মাইন্ড ম্যাপে তাও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে)

৩. সমস্যা নির্ধারণের জন্য বিবেচ্য বিষয় বিবেচনা করে দলগত আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি দলকে একটি সমস্যা নির্ধারণ করতে বলুন।

৪. প্রতিটি দলের নির্বাচিত সমস্যাগুলো বোর্ডে লিখুন এবং উক্ত সমস্যাটি বেছে নেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে বলুন।

৫. যেকোনো সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য যেসব ধাপগুলো সাধারণত আমরা অনুসরণ করে থাকি সেগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। (আলোচনার সুবিধার্থে প্রয়োজনে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড বা চার্ট ব্যবহার করুন স্লাইড/ চার্টে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার ধাপগুলোর ফ্লোচার্ট থাকতে পারে, প্রতি ধাপের কাজগুলো বুলেট আকারে থাকতে পারে।)

৬. শিক্ষার্থীদের বলুন, আমরা আগামী ক্লাস থেকে নির্বাচিত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়াস নেব।

## সহায়ক তথ্য

আমরা সবাই পথ চলতে গিয়ে কম হোক বেশি হোক, প্রতিদিনই কোনো না কোনো সমস্যায় পড়ি। সমস্যা হলো একটি অপ্রত্যাশিত বা অনাকাঙ্খিত অবস্থা, যা কারও ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এবং সবাই এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক যেকোনো ক্ষেত্রেই আমরা সমস্যার মুখোমুখি হতে পারি। সমস্যা সামনে এলে ভয় পেলে চলবে না, বরং সাহস ও বুদ্ধি দিয়ে এর মোকাবিলা করতে হবে । সমস্যার সমাধান যে প্রক্রিয়ায় করা হয়ে থাকে তার কিছু সাধারণ ধাপ আছে। ধাপে ধাপে অগ্রসর হলে ভালো হয়। চলো, আমরা একনজরে দেখে নিই–

যেকোনো সমস্যা সামনে এলে প্রথমেই এর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। কী কারণে সমস্যাটি তৈরি হয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে। এরপর উক্ত কারণগুলো পর্যালোচনা করে সম্ভাব্য সমাধানের এক বা একাধিক উপায় বের করতে হবে। সমাধানের সম্ভাব্য উপায়গুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক, সেটি বেছে নিতে হবে। এরপর উক্ত সমাধানের কৌশলগুলো বাস্তবে প্রয়োগ বা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে উক্ত সমাধানের উপায়টি কতটা ফলপ্রসূ হলো, তা যাচাই করে নিতে হবে, যাতে পরবর্তী সময়ে এই ধরনের সমস্যা সমাধানে কার্যকর কৌশল কী তা সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

## ৪র্থ ক্লাস

### কার্যকর যোগাযোগের ধারণায়ন

**সম্ভাব্য উপকরণ: গল্প লেখা চিরকুট (কমিউনিকেশন গেইমের জন্য), পাঠ্যপুস্তক, ফ্লিপ চার্ট/ পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি**

| শুভেচ্ছা বিনিময় (৫মি) | কমিউনিকেশন গেইম (১৫ মি) | মাইন্ড ম্যাপিং (১০ মি) | প্লেনারি আলোচনা: কার্যকর যোগাযোগ (১০ মি) | অভিজ্ঞতা বিনিময় (১০মি) |
|---|---|---|---|---|

১. সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি 'কমিউনিকেশন গেইম' খেলার আমন্ত্রণ জানান। গেইমের জন্য একটা চিরকুটে নিচের বাক্যগুলো আগে থেকেই লিখে আনুন।

ক. তিনটা বড়ো হলুদ পাখি একটা বরই গাছের ছোটো ডালে বসে কিচির মিচির করে খেলছে।

খ. গতকাল বাজারে গিয়ে তিনটা ডিম কেনার পর একটা ছোটো মুরগি কিনলাম।

২. পুরো ক্লাসকে দুইভাগে ভাগ করুন। দুই দল থেকে একজন করে দলনেতা ডেকে এনে চিরকুটটি পড়তে দিন। এবার যা তারা পড়েছে, তা নিজ নিজ দলের সদস্যদেরকে রি-লের মতো করে কানে কানে বলতে বলুন। অর্থাৎ তারা যা পড়েছে, তা তাদের দলের প্রথমজনকে কানে কানে বলতে বলুন। প্রথমজন যা শুনেছে তা তাদের দলের দ্বিতীয়জনকে কানে কানে বলতে বলুন। এবার দ্বিতীয়জন যা শুনেছে, তা তৃতীয়জনের কানে কানে বলতে বলুন। এভাবে দুইদলের সর্বশেষ সদস্য পর্যন্ত বলা শেষ হলে, দুইদলেরই সর্বশেষ সদস্যকে সামনে ডেকে আনুন এবং তারা কী শুনেছে তা জোরে স্পষ্টভাবে বলতে বলুন।

এবার দুই দলনেতার যেকোনো একজনকে ডেকে চিরকুটের লেখা উচ্চস্বরে পড়ে শোনাতে বলুন। চিরকুটের লেখার সাথে সর্বশেষ ব্যক্তির বক্তব্যের পার্থক্য কোন দলের কম তা বের করুন এবং তাদের দলকে বিজয়ী ঘোষণা দিন, হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানান।

৩. সবাইকে বসতে বলুন এবং গেইম নিয়ে কিছু প্রশ্ন করুন। যেমন, আমাদের এই গেইমে কিছু তথ্য হারিয়ে গেছে, কেন তা হারিয়ে গেল, জিজ্ঞেস করুন। তাদের বক্তব্য শোনার পর আপনি বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করুন । বোর্ডে কারণগুলো লিখে একটি মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করুন।

৪. এবার পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ১০৫ এবং আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে যোগাযোগ কার্যকর করার শর্তগুলো ব্যাখ্যা করুন।

### সহায়ক তথ্য

যোগাযোগ দক্ষতা হলো নিজেকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা। অন্যের কথা মনোযোগের সঙ্গে এবং সক্রিয়ভাবে শোনার দক্ষতা। অন্যকে দোষারোপ না করে এবং অন্যের মনে কষ্ট না দিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা করা। আমরা একে অন্যের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করে থাকি। কখনও লিখিতভাবে, কখনও মৌখিকভাবে, কখনও শারীরিক ভাষায়, যেমন: দেহভঙ্গি, চেহারায় সুখ ও দুঃখের ভাব, চোখের ইশারা, গলার স্বরের ওঠানামা কিংবা স্পর্শ ইত্যাদি। এগুলো সবই যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বিবেচ্য বিষয়। যোগাযোগ কতটা কার্যকর হবে, তা এগুলোর ওপর অনেকাংশেই নির্ভর করে। যোগাযোগে দুটো পক্ষ থাকে- বার্তা প্রেরক (Encoder) এবং বার্তা গ্রাহক (Decoder)। বার্তা প্রেরক যদি সঠিকভাবে বার্তা প্রস্তুত করে যথাযথভাবে বার্তাগ্রাহকের কাছে পৌছাতে পারেন, অন্যদিকে বার্তাগ্রাহক যদি সঠিকভাবে বার্তাটি বোঝেন এবং সেই অনুযায়ী সাড়া দেন এবং কাজ করেন, তাহলেই যোগাযোগ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

### সহায়ক তথ্য

যোগাযোগ একটি উভয়মুখী প্রক্রিয়া। যোগাযোগের জন্য তথ্য আদান-প্রদান কিংবা কোনো আলোচনার সাফল্য তাই উভয় পক্ষের ওপর নির্ভর করে। এ কারণে আমাদের যোগাযোগে সফল হওয়ার জন্য বেশ কিছু গুণাবলির চর্চা করা প্রয়োজন। খেলার মাঠে, নিজ বাড়িতে কিংবা কর্মক্ষেত্রে নিজে ভালো থাকার এবং সবাইকে ভালো রাখার জন্য এই গুণগুলো আমরা নিয়মিত অনুশীলন করব। যোগাযোগ কার্যকর করার ক্ষেত্রে আমরা সব সময় যেসব দিক বিশেষভাবে লক্ষ রাখব-

- মনোযোগ দিয়ে শুনব
- বলার সময় সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্টভাবে বলব
- বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করে বুঝে নিব
- অন্যকে দোষারোপ বা আঘাত করে কথা বলব না
- আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তি দিয়ে বলব
- যা বলব তা চেহারায় ফুটিয়ে তুলব
- বন্ধুত্বপূর্ণ, সহনশীল মনোভাব বজায় রাখব
- গঠনমূলক সমালোচনা করব
- অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব
- নিজের অবস্থানে অনমনীয় থাকব না, অর্থাৎ অন্যের গ্রহণযোগ্য যুক্তি বা পরামর্শ মেনে নেওয়ার প্রবণতা দেখাব।

৫. বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সবাই ‘কার্যকর যোগাযোগ’ বুঝতে পেরেছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বা বুঝতে কোথাও অসুবিধা হলে তা পুনরায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

৬. যেকোনো সমস্যা সমাধানে কার্যকর যোগাযোগ কীভাবে প্রভাবিত করে, তা একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করুন। শিক্ষার্থীদের নিজের কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে, তা ক্লাসে সবার সাথে শেয়ার করতে বলুন।

৭. এবার বোর্ডে লিখুন,

‘যোগাযোগ যদি হয় আন্তরিক
সমাধান পাবো পছন্দমাফিক।’

সবাইকে সমস্বরে বলতে দিন। বলা শেষ হলে সবাইকে হাততালির মাধ্যমে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস সমাপ্ত করুন।

## ৫ম ক্লাস

### কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতার অনুশীলন

**সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি**

শুভেচ্ছা বিনিময় (৫ মি) → দলগত কাজ (১৫ মি) → ভূমিকাভিনয়: প্রস্তুতি (১০) → ভূমিকাভিনয় (৩০ মি)

১. সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।

২. শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে ৫টি দলে ভাগ করুন।

৩. পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ১০৫ এর ৬টি ঘটনা ৬টি দলের মধ্যে বণ্টন করে দিন। দলগত আলোচনার মাধ্যমে ঘটনায় উল্লিখিত সমস্যার সমাধানের উপায় লিখতে বলুন। ঘুরে ঘুরে প্রতিটি দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন।

৪. এবার প্রতিটি দলকে সমস্যার সমাধান কীভাবে করবে, তা ভূমিকাভিনয় করার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন।

৫. ভূমিকাভিনয় করে দেখানোর জন্য প্রতিটি দলকে ৫মিনিট করে সময় দিন। একেকটি দলের অভিনয় শেষ হলে হাততালি দিয়ে তাদের উৎসাহ দিন এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

৬. দলের সকল শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে কিনা, তা লক্ষ্য রাখুন এবং পোর্টফোলিওতে নোট করুন।

৭. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।

## ৬ষ্ঠ ক্লাস

### কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতার অনুশীলন

**সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি**

শুভেচ্ছা বিনিময় (৩ মি) → দলগত কাজ (১০ মি) → ভূমিকাভিনয়: প্রস্তুতি (৭) → ভূমিকাভিনয় (৩০ মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময়ের পর নিজ নিজ দলে সবাইকে ভাগ হয়ে বসতে বলুন।

২. এবার নিজেরা দলে আলোচনা করে যে সমস্যাটিকে বেছে নিয়েছিল তা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় বের করতে বলুন। সবার মতামতের ভিত্তিতে যেন উপায়সমূহ বের করে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ১০৮ এর ৬.২ নং ছকটি পূরণ করতে বলুন। প্রয়োজনে আলাদা কাগেজে বা পোস্টার বানিয়েও কাজটি করতে পারে, তা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলুন।

৩. ঘুরে ঘুরে সব দলের আলোচনা শুনুন, তাদের সক্রিয়তা পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মেন্টরিং বা সহায়তা প্রদান করুন।

৪. সব দলের কাজ শেষ হলে তাদের চিহ্নিত উপায়গুলোর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলুন। কীভাবে একটি উপায় বেছে নিবে, তা জিজ্ঞেস করুন। তাদের মতামত শোনার পর সমাধানের উপায় বাছাই করার ক্ষেত্রে তাদের কোন কোন দিকগুলো লক্ষ রাখতে হবে, তা ব্যাখ্যা করে বলুন।

**সহায়ক তথ্য**

সমস্যাটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে যা লক্ষ রাখতে হবে:

- সমাধানের আওতায় (সক্ষমতা/সামর্থ্য) আছে কিনা;
- কোনো আর্থিক খরচের সংশ্লেষ থাকলে সেটা বহন করা সম্ভব কিনা;
- কতটা কম সময়ে করা যাবে;
- সম্ভাব্য উপায়টি স্থায়ী/ টেকসই কিনা;
- স্থানীয় সহায়তা পাওয়া যাবে কিনা;
- সহজে কাজটি করা যাবে কিনা;

৫. এবার নিজ নিজ দলে আলোচনা করে তাদেরকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ১০৯ এর ছক ৬.৩ পূরণ করতে বলুন। প্রত্যেক দলের কাছ থেকে তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য নির্বাচিত উপায়টি বেছে নেওয়ার যৌক্তিক কারণ শুনুন। শিক্ষার্থীদের কোনো ধরনের ঘটতি থাকলে প্রয়োজনীয় মেন্টরিং বা সহায়তা প্রদান করুন।

৬. এবার সমস্যাটি সমাধানের যে উপায় তারা নির্ধারণ করেছে, তা বাস্তবায়নের জন্য দলের সদস্য হিসেবে কে কীভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে বা উদ্যোগ নিতে পারে তা নিজেদের দলে আলোচনা করে পরিকল্পনাটি পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ১১০ নির্ধারিত ঘরে লিখে পরবর্তী দিনের ক্লাসে জমা দিতে বলুন।

এবার বোর্ডে 'বিচার করে সূক্ষ্মভাবে, তথ্য জমাই ভান্ডারে, যোগাযোগে পটু হয়ে সমস্যাকে যাই উতরে।' এই শ্লোগানটি লিখুন এবং সবাইকে সমস্বরে বলতে বলুন। বলার পর আজকের কাজের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।

[শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাই ও ফিডব্যাক প্রদানের উদ্দেশ্যে নিচের ছক অনুসরণে একটি রিপোর্ট তৈরি করে নিন এবং প্রয়োজনীয় রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য প্রযোজ্য ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিন । নির্ধারিত PI অনুসারে রেকর্ড সংরক্ষণ করুন।]

| দল ও রোল নং | সমস্যা চিহ্নিত করা | | | দলগত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ | | | কার্যকর যোগাযোগ (দলগত আলোচনায়) | | | কার্যকর যোগাযোগ (ভূমিকাভিনয়) | | | সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | উত্তম | ভালো | অগ্রগতি প্রয়োজন | উত্তম | ভালো | অগ্রগতি প্রয়োজন | উত্তম | ভালো | অগ্রগতি প্রয়োজন | উত্তম | ভালো | অগ্রগতি প্রয়োজন | উত্তম | ভালো | অগ্রগতি প্রয়োজন |
| ক (১,৫,. | | | | | | | | | | | | | | | |
| খ (... | | | | | | | | | | | | | | | |
| গ (... | | | | | | | | | | | | | | | |
| ঘ (... | | | | | | | | | | | | | | | |
| ঙ (... | | | | | | | | | | | | | | | |
| চ(... | | | | | | | | | | | | | | | |

# স্কিল কোর্স
# (কুকিং ও চারা রোপণ)

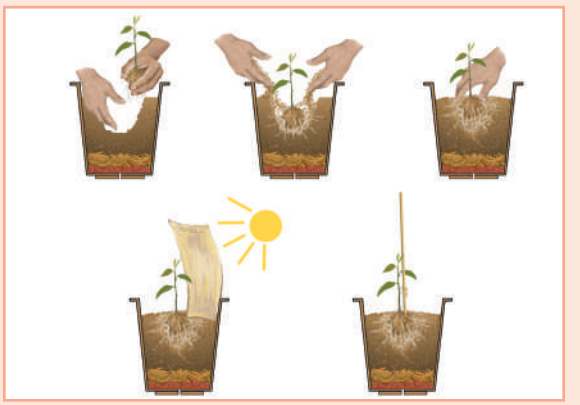

সম্মানিত সহকর্মী,

আমরা আপনাদেরকে এবার একটি নতুন বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। আগামীর দিনগুলোতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মসৃন পথচলা নিশ্চিত করার জন্য কিছু স্কিল কোর্সের নকশা করা হয়েছে। এগুলো আমাদের অর্থনৈতিক প্রধান তিনটি খাতের দুটিকে লক্ষ্য করে নির্বাচন করা হয়েছে। একটি হলো সেবা খাত, অন্যটি হলো কৃষি খাত। ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য এই দুই খাত থেকে দুটি কোর্স রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে স্থানীয় চাহিদা ও বিদ্যালয়ের সামর্থ্য বিবেচনা করে আরও কোর্স নকশা বা ডিজাইন করা হবে। সেবা খাতের কোর্সগুলো প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবনধারনের জন্য অপরিহার্য। এ কারণে ষষ্ঠ শ্রেণিতে কুকিং বাধ্যতামুলক কোর্স হিসেবে থাকবে। কৃষি খাত থেকে চারা রোপণ নামে একটি কোর্স রাখা হয়েছে, যা এবছর সকল শিক্ষার্থীকেই শিখতে হবে। তবে কৃষি খাতের জন্য হয়তো পরবর্তী বছরে অন্য আরও কোর্স যুক্ত হতে পারে। অন্যান্য কোর্স যুক্ত করা হলে শিক্ষার্থীরা এই খাত থেকে নিজেদের পছন্দের কোর্স বেছে নিতে পারবে।

## ক) প্রস্তুতি

১. জীবন জীবিকার এই কোর্সের জন্য শিক্ষককে ভালোভাবে কোর্সটি শিখে নিতে হবে।

২. কুকিং কোর্সের জন্য নিজ বাড়িতে প্রতিটি আইটেম (ভাত রান্না, ডিম ভাজা, আলু ভর্তা) অনুশীলন করে নিতে হবে। নিরাপত্তাবিষয়ক সতর্কতাগুলো ভালোভাবে অনুসরণ করে কাজগুলোতে পারদর্শিতা অর্জন করে নিতে হবে।

৩. চারা রোপণ কোর্সের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শিক্ষককে ভালোভাবে এই বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। নিকটস্থ নার্সারির কারও সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। স্থানীয় কৃষি অফিস অথবা উপজেলা হর্টিকালচার সেন্টারের সংশ্লিষ্ট কারও নিকট থেকে ভালোভাবে শিখে নিতে হবে অথবা তাদের কাউকে নির্দিষ্ট দিনে প্রতিষ্ঠানে এনে স্কিলটি শেখানো যেতে পারে।

৪. দুটি কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন- কুকিং কোর্সের জন্য উনুন বা চুলা, চাল, ডিম, আলু, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, লবন , তেল ইত্যাদি সংগ্রহের বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সহায়তা কিংবা স্থানীয় অভিভাবকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। গ্রামের প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই মাটির উনুন, জ্বালানি ইত্যাদি সরবরাহ করতে পারে। আলোচনার মাধ্যমে এ ব্যাপারে তাদের আগ্রহ তৈরি করা যায়। (একেবারেই সম্ভব না হলে ভিডিও প্রদর্শন বা ভূমিকাভিনয় করে শেখানো যেতে পারে)

৫. চারা রোপণ উপযোগী চারা প্রতিষ্ঠানেও পাওয়া যেতে পারে। স্থানীয় শিক্ষক, অভিবাবকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নার্সারি থেকেও সংগ্রহ করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে দলগতভাবে যেন চারা সংগ্রহ করতে পারে, সেভাবেও উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

৬. রূটিনে ক্লাস বন্টণের সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন প্রথম দিন মূল কোর্সের ক্লাস এবং পরেরদিন স্কিল কোর্সের ক্লাস এভাবে পালাক্রমে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, যাতে শিক্ষার্থীরা নিজ বাড়িতে স্কিল কোর্সের কাজগুলো অনুশীলনের পর্যাপ্ত সময় পায়।

৭. স্কিল কোর্সের ক্লাস শুরুর আগে অবশ্যই অভিভাবক ও অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করে এগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। বাড়িতে এই কাজগুলো অনুশীলনের বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। নিরাপত্তা ইস্যুগুলো তাদেরকে অবহিত করতে হবে এবং শিক্ষার্থীরা বাড়িতে অনুশীলনের সময় যেন তা পালন করে, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করতে হবে।

## খ) ক্লাস পরিচালনা

### কুকিং

- কুকিং কোর্সের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের একটি স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে। কুকিং এর ক্ষেত্রে সতর্কতা বিষয়ক নিয়ম কানুনগুলো খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে। রান্না শেখানোর সময় শিক্ষার্থীদের একা ছেড়ে দেওয়া যাবে না। কাজ চলাকালে সকল শিক্ষার্থীর দিকে খুবই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠানে রান্নার কাজে নিয়োজিত কাউকে উক্ত ক্লাস গুলোতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য ক্লাসে নিয়ে আসতে হবে।
- এই বয়সের ছোট বাচ্চারা একটু কৌতুহলী হয়। অতি আগ্রহের কারণে সামান্য অসতর্কতায় শিক্ষার্থীদের বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এটি সবসময় মনে রাখতে হবে এবং তাদেরকে শুরুতেই এসব বিষয়ে ভালোভাবে সতর্ক করে দিতে হবে।
- রান্নার কৌশল বা ধাপগুলোর ভিডিও শিক্ষার্থীদের প্রজেক্টরে দেখানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে চেষ্টা করবেন যেন পাঠ্যপুস্তকের ধাপ অনুসরণ করে সরাসরি ভাত রান্না করে দেখানো যায়। (রান্নার কাজে মাটির ছোট উনুন কিংবা কেরোসিনের স্টোভ ব্যবহার করা যেতে পারে; তবে প্রতিষ্ঠানে রান্নাঘর থাকলে শিক্ষার্থীদের সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেখানকার চুলা ব্যবহার করা যেতে পারে)। প্রয়োজনে ক্লাসে আগ্রহী কয়েকজনকে কাজে সহায়তা করার জন্য ডেকে নিন। প্রতিটি ধাপের সাবধানতাগুলো খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে সবাইকে বুঝিয়ে বলুন।
- প্রথমে শিক্ষার্থীদের ভাত রান্নার কৌশলগুলো ও প্রক্রিয়া শেখাতে হবে। এরপর পর্যক্রমে আলুভর্তা ও ডিম ভাজি শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

#### ভাত রান্না:

১. রান্নার ক্লাস শুরুর আগের দিন শিক্ষার্থীদের সবাইকে বাড়িতে ভাত রান্না (যিনি রান্না করেন তার সাথে রান্নার সময় যুক্ত থেকে) ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে আসতে বলুন। কীভাবে তিনি রান্না করছেন তা তার সাথে আলাপচারিতার মাধ্যমে জেনে আসতে বলুন।

২. বাড়িতে গতদিন যে সকল শিক্ষার্থী ভাত রান্না করা দেখেছে, প্রথমে তাদের হাত তুলতে বলুন। যারা হাত তুলেছে, তাদের মধ্য থেকে যেকোনো দুইজনকে ডেকে সামনে নিয়ে আসুন এবং সবার উদ্দেশ্যে ভাত রান্না দেখার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে বলুন।

৩. সবাইকে ভাত রান্না শেখার গুরুত্ব তুলে ধরুন এবং বাড়িতে সপ্তাহে অন্তত দুইদিন ভাত রান্নার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য উৎসাহমূলক বক্তব্য (Motivational Speech) দিন।

৪. সবাইকে বাড়িতে গিয়ে পাঠ্যপুস্তক থেকে 'ভাত রান্না' ইউনিট ভালোভাবে পড়তে বলুন এবং সেখানে উল্লিখিত ধাপ অনুসরণ করে পরিবারের কারও সহায়তা নিয়ে ভাত রান্নার অনুশীলন করতে বলুন।

৫. পরবর্তী ক্লাসের শুরুতেই দুই/একজনের ভাত রান্না করতে পারার অভিজ্ঞতা সবার সাথে শেয়ার করতে বলুন। এরপর নিজ নিজ দলে ভাগ হয়ে এক কাপ চালের ভাত রান্না করে দেখাতে বলুন। ঘুরে ঘুরে সবার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করুন। নিরাপত্তাবিষয়ক সতর্কতাগুলো সবাইকে বার বার মনে করিয়ে দিন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করুন।

৬. প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে রুব্রিক্স অনুসারে মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন; মেন্টরিং করুন; প্রয়োজন

হলে অভিভাবকের সাথে কথা বলুন। রুটিন অনুযায়ী বাড়িতে কাজগুলো করছে কিনা তা তদারকি করুন।

- একইভাবে ডিম ভাজা ও আলু ভর্তা শেখানোর কাজগুলোও সম্পন্ন করুন।
- শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানের সুযোগ থাকলে একদিন পিকনিকের আয়োজন করা যেতে পারে। তবে বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়।

## পিকনিকের আয়োজন

তিনপদের রান্না শেখানো শেষ হলে একটি পিকনিকের আয়োজন করা যেতে পারে। অভিভাবকের সম্মতিক্রমে এই আয়োজন করতে হবে। পিকনিকের মেন্যু হবে ভাত, ডিমভাজা ও আলু ভর্তা। শিক্ষার্থীদের সারা বছর ধরে সঞ্চিত টাকা/জমানো টাকা থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে কোনো শিক্ষার্থীকে চাপ দেওয়া যাবে না এবং ৩০ টাকার বেশি কোন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে নেওয়া যাবে না। একই সাথে তার ব্যক্তিগত জমানো টাকার হিসাব আর্থিক ডায়েরিতে রয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ক্লাসে ৬টি দলের মধ্যে দুই দলকে ভাত রান্না, দুই দলকে ডিমভাজা, দুই দলকে আলু ভর্তা দায়িত্ব পালন করতে দিন। ব্যবস্থাপনার ও সাজসজ্জার দায়িত্ব দিন কয়েকজনকে। পুরো কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশনা দিন। একাজের জন্য অন্যান্য বিষয়ের ক্লাসের যেন সমস্যা তৈরি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। সম্ভব হলে ছুটির দিনে আয়োজন করুন। অভিভাবকদের সাথেও এই বিষয়ে আলোচনা করে তাদের সম্মতি নিয়ে নিন।

- কুকিং এর তিনপদের (আইটেম) রান্নার জন্য মোট ৭টি ক্লাস ব্যবহার করুন।

**১ম ক্লাস- ভাত রান্না বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ভাত রান্না করা পদ্ধতি প্রদর্শন**
**২য় ক্লাস- দলগত অনুশীলন**
**৩য় ক্লাস- ডিম ভাজা বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ডিম ভাজার পদ্ধতি প্রদর্শন**
**৪র্থ ক্লাস- দলগত অনুশীলন**
**৫ম ক্লাস- ডিম ভাজা বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ডিম ভাজার পদ্ধতি প্রদর্শন**
**৬ষ্ঠ ক্লাস- দলগত অনুশীলন**
**৭ম ক্লাস- ক্লাস পিকনিক (মেন্যু- ভাত, ডিম ভাজা ও আলু ভর্তা)**

- রুব্রিক্স অনুসারে মূল্যায়ন করুন। শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাই ও ফিডব্যাক প্রদানের উদ্দেশ্যে নিচের ছক অনুসরণে একটি রিপোর্ট তৈরি করে নিন এবং প্রয়োজনীয় রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য প্রযোজ্য ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ।

| রোল নং | রান্নার উপকরণ গুছিয়ে রাখা | | | প্রতিটি ধাপে সতর্কতা মেনে চলা | | | পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা | | | সময়, পানি, আগুন ও সম্পদের অপচয় রোধ করা | | | যথাযথভাবে রান্না সম্পন্ন করা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | উত্তম | ভালো | অগ্রগতি প্রয়োজন | উত্তম | ভালো | অগ্রগতি প্রয়োজন | উত্তম | ভালো | অগ্রগতি প্রয়োজন | উত্তম | ভালো | অগ্রগতি প্রয়োজন | উত্তম | ভালো | অগ্রগতি প্রয়োজন |
| ১ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৪ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৫ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৬ | | | | | | | | | | | | | | | |

## স্কিল কোর্স-২ চারা রোপণ

**প্রথম ক্লাস**

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন।

২. শিক্ষার্থীদের চারা রোপণ সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার জন্য উ'সাহমূলক বক্তব্য (Motivational Speech) দিন এবং সম্ভব হলে চারা রোপণের একটি ভিডিও প্রদর্শন করুন। এবার পাঠ্যপুস্তকের ১৩৩ পৃষ্ঠা এর গল্পটি সবাইকে পড়তে দিন।

৩. এবার নিম্নের ছকটি পূরণ করতে দিন।

| আমরা কোথায় গাছের চারা রোপণ করতে পারি? | ছোট পারসরে কী ধরনের গাছের চারা লাগানো যেতে পারে? | গাছের চারা রোপণ সম্পর্কিত সহায়তা কোথায় পেতে পারি? |
|---|---|---|
| | | |

৪. শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে কয়েকটি (৫-৮) টি দল গঠন করুন। দলে শিক্ষার্থীরা উল্লিখিত ছকে কী লিখছে তা মিলিয়ে দেখতে বলুন। কয়েকজ শিক্ষার্থীর কাছে বাড়তি কোনো তথ্য থাকতে পারে, সেগুলো একত্রিত করে একটি পাতায় লিখতে বলুন। এবার প্রত্যেক দলনেতার মাধ্যমে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।

## দ্বিতীয় ক্লাস

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন।

২. চারা রোপণের বিভিন্ন ধাপগুলো যেমন: (চারা রোপণের স্থান নির্বাচন, চারা নির্বাচন, চারা সংগ্রহ,চারা রোপণ এবং চারা পরিচর্যা) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৩. শিক্ষার্থীদেরকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গুলো লিখে রাখতে বলুন। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে তা শুনুন এবং প্রয়োজনীয় উত্তর বা তথ্য সরবারাহ করুন।

## তৃতীয় ক্লাস

১. শিক্ষার্থীদের সাথে কৌশল বিনিময় করুন

২. পূর্বের ক্লাসে পাঠদানকৃত চারা রোপণের ধাপগুলো নিয়ে সকল শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের জন্য দলগত কাজ দিন।

৩. দলগত কাজ: শিক্ষার্থীদেরকে ৫ থেকে ৮ দলে ভাগ করে পৃথক পৃথক কর্মপত্র এবং পোস্টার পেপার দিন। শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ দলের কর্মপত্র অনুযায়ী পোস্টার পেপার তৈরি করবে।

কর্মপত্র:

ক. স্থান নির্বাচন ও গর্ত অথবা চারা নির্বাচন

খ. টবে/পাত্রে মাটি প্রস্তুত

গ. গর্ত তৈরি

ঘ. টবে/পাত্রে চারা রোপন

ঙ. গর্তে চারা রোপণ

চ. উপস্থাপন: শিক্ষার্থীদের দলনেতার মাধ্যমে তাদের কাজ পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনের পর শিক্ষার্থীদের কাজগুলো পর্যবেক্ষণ করে কাজে কোনো ভ্রান্তি থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করে সঠিক তথ্যগুলো সরবরাহ করুন।

## চতুর্থ ক্লাস

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন।

২. পূর্ববর্তী ক্লাস নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন।

৩. সকল শিক্ষা শিক্ষার্থীদের নিয়ে পাঁচ থেকে আটটি দল গঠন করে ফিল্ড ওয়ার্ক দিন।

৪ দলের শিক্ষার্থীদের কে নিয়ে বিদ্যালয়ের খালি জায়গায় চারা রোপনের জন্য প্রস্তুত করুন। খালি জায়গা না থাকলে স্কুল বারান্দা টপ বা খালি পাত্রে চারা রোপনের জন্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করুন।

(এ ক্লাসে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে টবে/পাত্রে মাটি প্রস্তুত, গর্ত তৈরি এবং গর্তের মাটিতে সার মিশানো হাতেকলমে অনুশীলন করবে। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সব কাজ করবে। সব শিক্ষার্থী কাজে অংশগ্রহণ করেছে কিনা এবং দলের কাছে অন্যকে সহায়তা করছে কিনা তা ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন।)

## পঞ্চম ক্লাস

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন।

২. পূর্ববর্তী ক্লাস নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন।

৩. সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে পাঁচ থেকে আটটি দল গঠন করে ফিল্ড ওয়ার্ক (২য় অংশ) দিন।

এ ক্লাসে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে প্রস্তুতকৃত টবে/পাত্রে অথবা গর্তে চারা রোপণ এবং পরবর্তী পরিচর্যা হাতে কলমে অনুশীলন করবে। এক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সব কাজ করবে।সবাইকে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন ও প্রয়োজনীও সহয়াতা প্রদান করুন।

## ষষ্ঠ ক্লাস

- শিক্ষার্থীরা চারা রোপণ করতে গিয়ে কী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে বা তাদের কেমন লাগছে তা জিজ্ঞেস করুন পরবর্তীতে এই কাজ নিপুনভাবে করার জন্য আরও অনুশীলন করার নির্দেশনা দিন।
- এক্ষেত্রে ছয়টি দল গঠন করুন। দল গঠন করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিন।
- চারা রোপনের পর বৃদ্ধি ও উন্নয়ন পর্যবেক্ষণের জন্য পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ১৪৩ পৃষ্ঠায় ‘সাপ্তাহিক উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ ছক’ নিয়মিত পূরণ করতে বলুন।
- চারা রোপনের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন। তাদের আলোচনা/ বর্ণনার সূত্র ধরে আপনি নিজেও আরো উৎসাহমূলক অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন।
- সবাইকে নিজ বাড়িতে আঙ্গিনায়/ বারান্দায়/ ছাদে/ যার পক্ষে যেখানে সম্ভব চারা লাগাতে উদ্বুদ্ধ করুন। পানির বোতল, ফেলে দেওয়া পাত্র, টব কিংবা যেকোনো সুবিধাজনক পাত্রে চারা রোপনে উৎসাহিত করুন।

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, আপনাদের শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে শ্রেণিভিত্তিক ক্লাসের নকশাগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, এগুলো নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রমে আপনাদেরকে সহায়তা করবে। অভিজ্ঞতামূলক শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার সাথে আপনাদেরকে পরিচিত করে তোলাই এই সহায়িকার উদ্দেশ্য। লক্ষ্য রাখবেন, অভিজ্ঞতামূলক শিখনের ধাপগুলো সবসময়ই ধারাবাহিক বা পর্যাক্রমিকভাবে অনুসরণ করার প্রয়োজন নাও হতে পারে; কখনও একই ধাপের পুনরাবৃত্তিও হতে পারে। নিজ নিজ এলাকার পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য বিবেচনায় নিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। যৌক্তিক প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করেও কার্যক্রম চালানো যেতে পারে। নিজেদের উদ্ভাবনী চিন্তা, সৃজনশীল যেকোনো কৌশল এর সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, শিখনকালীন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকে নির্ধারিত কাজ, ছকগুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করতে হবে এবং উন্নয়নের অগ্রগতি অবশ্যই নিয়মিত তদারকির মধ্যে রাখতে হবে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, অগ্রগামী শিক্ষার্থী এবং পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হতে পারে। তাদের চাহিদা অনুযায়ী তত্ত্বাবধান করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

জীবন ও জীবিকা বিষয়টিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন সারা বছর ধরেই পরিচালনা করতে হবে ; পারদর্শিতার নির্দেশকের (PI) ভিত্তিতে মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। কোনো একটি পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থী বিভিন্ন মাত্রায় থাকতে পারে। তা পরিমাপের জন্য প্রতিটি পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর

অবস্থানের তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা প্রারম্ভিক (Elementary), বিকাশমান বা অন্তর্বর্তীকালীন (Intermediate) ও দক্ষ (Expert) (স্তর অনুযায়ী অর্জনের পথে) হিসেবে ধরা হবে। এ মাত্রাসমূহ পারদর্শিতার পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নের গুণগত বিবরণী (যা পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত বিভিন্ন কার্যক্রম, ছক, টুল, রুব্রিক্স ইত্যাদি) দিয়ে পরিমাপ করা হবে। শিক্ষক বা মূল্যায়নকারী শিক্ষার্থীর কার্যক্রম এবং তার পারদর্শিতা পর্যবেক্ষণ ও প্রমাণের ভিত্তিতে যাচাই করে পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থী কোন মাত্রায় (প্রারম্ভিক বা বিকাশমান/অন্তবর্তীকালীন বা দক্ষ ) আছে তা নির্ধারণ করতে হবে। কোনো একটি একক যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রার সমন্বয়ে ঐ একক যোগ্যতা অর্জনে সে কোন মাত্রায় আছে তা নির্ধারণ করা হবে। অর্থাৎ কোন একটি একক যোগ্যতার পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহের সমন্বিত অবস্থান ঐ যোগ্যতায় শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্দেশ করবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের পাশাপাশি একটি শিক্ষাবর্ষে দুইবার সামষ্টিক মূল্যায়নও করতে হবে। প্রতি ছয়মাস অন্তর সামষ্টিক মূল্যায়ন করতে হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে কেবল লিখিত পরীক্ষা অর্থাৎ শুধুমাত্র কাগজ-কলম নির্ভর পরীক্ষা হবে বিষয়টি এমন নয়। সামষ্টিক মূল্যায়নে যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মূল্যায়নের বহুমুখী পদ্ধতি যেমন- অ্যাসাইনমেন্ট, প্রকল্প, প্রতিবেদন কিংবা অনুষ্ঠানের আয়োজনধর্মী বিশেষ কোনো কার্যক্রমও থাকতে পারে। সমন্বিত পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থী কোন অবস্থানে আছে তা জানাই এই মূল্যায়নের উদ্দেশ্য। এইসব কার্যক্রমে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক (PI) মূল্যায়নের আওতায় নাও আসতে পারে। তবে নকশা বা পরিকল্পনা করার সময় লক্ষ রাখতে হবে অধিকাংশ নির্দেশকগুলো যেন মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

উভয় প্রকার মূল্যায়নে পারদর্শিতার নির্দেশকের (PI) ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জিত কৃতিত্ব একত্রিত করে ফলাফল চূড়ান্ত করতে হবে অর্থাৎ এই দুই ধরনের মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত ইনপুটের ভিত্তিতে অর্জিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহের মাত্রা নির্ধারিত ফর্মুলায় সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। আবার একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারিত ফর্মুলায় সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার আদর্শ অর্জনে তার অবস্থান নির্ধারণ করবে, যা পরবর্তীতে ঐ বিষয়ের চূড়ান্ত মূল্যায়ন হিসেবে রিপোর্ট কার্ড বা অগ্রগতির প্রতিবেদনে প্রদর্শিত হবে।

আমরা প্রত্যাশা করি, সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে অবশ্যই সক্ষম হব।

## কৃষি উন্নয়ন: কৃষিতে প্রযুক্তির ছোঁয়া

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। ধানের উৎপাদন তিনগুণেরও বেশি, গম দ্বিগুণ, সবজি পাঁচগুণ এবং ভুট্টার উৎপাদন বেড়েছে প্রায় দশগুণ। শেখ হাসিনা সরকারের যুগোপযোগী পরিকল্পনার পাশাপাশি পরিশ্রমী কৃষক, মেধাবী কৃষি বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণবিদদের যৌথ প্রয়াস ও কৃষিতে লাগসই প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এ সাফল্য এসেছে। এভাবেই প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশের তালিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশ।

# ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

# ৬ষ্ঠ শ্রেণি

## শিক্ষক সহায়িকা

# জীবন ও জীবিকা

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য